

নির্ঘণ্ট।

পৃথল-খা

আকর্ষণবিষয়। পৃথিব্যপরিষ্কারকর্ষণব্যবস্থা।	১
চন্দ্রানু পুথল্য ব্যবস্থা। ঋণোল বিষয়। জ্যোতিষ বিষয়	২
সংবি বিষয়। নৌরুজগৎ। আলোক বিষয়। গুহ বিষয়	৩
জর্জিয়ন ও শিশীশ পুভূতি নবদৃষ্ট গুহ। গুহেরদিগের	
গমন। গুহেরদের বৎসরীয় চন্দ্র। গুহেরদের কক্ষ। . .	৪
গুহেরদের আর্কিক চন্দ্র। দিব্যারাত্রির কারণ। উর্জাধক্	
লোক বিষয়	৫
কাল বিষয়। পূর্বাঙ্কাপরাক্ষ বিষয়। বৃষগুহ	৬
শুক্ল গুহ। পৃথিবী গুহ	৭
মঙ্গলগুহ। বৃহস্পতি গুহ	৮
শনি গুহ। জর্জিয়ন অথবা হুইল। অন্য চারি গুহ বিষয়	৯
ধূমকেতু। আকাশ ঋণ	১০
রাশিচক্র। তারা বিষয়	১১
গুহণ বিষয়। সূর্য্যগুহণ	১২
চন্দ্রগুহণ। চন্দ্র বিষয়। জোয়ার ভাটা	১৩
নক্ষত্র।	১৪
পৃথিবীর আকার। পৃথিবীর গোলাকৃতির এক পুমাণ। গোলা	
কৃতির অন্য পুমাণ	১৫
পৃথিবীর গোলাকৃতির তৃতীয় পুমাণ। পৃথিবীর আকার।	
পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস	১৬

সূর্য্যহইতে পৃথিবীর দূরত্ব। পৃথিবীর চলন। পশ্চিমহইতে	
পৃথিবীর পূর্বদগ্গমন।	১৭
নুমেরু পুভূতি বিষয়। পৃথিবীর পুণ্যন ভাগ	১৮
বিষুবরেখা বিষয়। পৃথিবীর বক্রগতি বিষয়	১৯
পৃথিবীর বক্রগতির ফল। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন	২০
ক্রান্তির বিষয়। রাশিচক্র	২১
ত্রোপিক বিষয়। অক্ষাংশ বিষয়। উত্তরাক্ষাংশ বিষয়	২২
দক্ষিণাক্ষাংশ। দূষিমবিষয়	২৩
অক্ষাংশ ও দূষিমসীমা। পৃথিবীর কটিবহু উষ্ণ	
কটিবহু।	২৪
সমকটিবহু। শীত কটিবহু	২৫
পৃথিবীর স্থলভাগ। মৃত্তিকার স্বাভাবিক ভাগ। দ্বীপ	২৬
উপদ্বীপ। প্রায়দ্বীপ। ভূমুকুমধ্য। অন্তরীপ। জলভাগ	২৭
সাগর। সমুদ্র। মোহনা	২৮
মহাখাল। খাল। হ্রদ	২৯
নদী ও অনুখাল ও পৃথিবীর থণ্ড	৩০
পৃথিবীর লোকগণনা ও পৃথিবীর মধ্যে ইন্দুরাধনার নানা	
মত। এ সকল মতাবলম্বী লোকের বিবরণ	৩১
এ সকল মতাবলম্বী লোকসংখ্যা।	৩২
আসিয়া।	৩২
আসিয়ার সীমা। আসিয়ার নানা দেশ	৩৩
হিন্দুস্থান	৩৪
হিন্দুস্থানের পর্বত	৩৫
হিন্দুস্থানের নদী	৩৬
হিন্দুস্থানের লোকসংখ্যা। হিন্দুস্থানীয় ভাষা	৩৭

ভারত বর্ষের মধ্যে হিন্দুস্বারাধনা	৩৮
হিন্দুস্থান । উত্তর হিন্দুস্থান	৪০
উত্তর হিন্দুস্থানীয় দেশ । বাঙ্গালা	৪১
মিথিলা দেশ অর্থাৎ তীরথ	৪২
অযোধ্যা । মুগ্ধ	৪৩
কাশী । বদৈলখণ্ড । মথুরা	৪৪
কুরুক্ষেত্র । কান্যকুব্জ	৪৫
পাঞ্চাল অর্থাৎ পঞ্চাপ । রাজপুথান	৪৬
হোলকর ও দিক্‌শিয়ার দেশ । বিজু দেশ	৪৭
কছ দেশ । নেপাল	৪৮
আসাম । হিড়ম্ব দেশ	৪৯
জয়ন্তীপুর । মণিপুর । দক্ষিণ হিন্দুস্থান	৫০
ই-প্লেগুয়াবিকৃত দেশ	৫১
বিরাট দেশ	৫২
পশ্চিম মহারাষ্ট্র । খাম্বেশ । নিজামানীর দেশ	৫৩
মহীসুর দেশ । শুবনোর । হিন্দুস্থানের অন্যান্য জাতির		
বসতি স্থান	৫৪
দ্বি-হলদ্বীপ	৫৫
মানদ্বীপ । লকড়ীদ্বীপ । হিন্দুস্থানের বাণিজ্য	৫৬
ভোট ও তিব্বত । তাতার দেশ	৫৭
চীন দেশ	৫৮
চিনীয়েবদিগের বাণিজ্যবি	৫৯
জাপান উপদ্বীপ	৬১
চীনের দক্ষিণ অথচ বাঙ্গালার দক্ষিণ পূর্ব দেশ । টকিন ও		
কচিনচীন ও লাওস ও কাছোজ	৬২

শ্যাম দেশ । বুফা দেশ	৬৩
বলোচস্থান	৬৩
ক্রাবোল দেশ	৬৬
পারসী দেশ	৬৭
আরব দেশ	৬৮
আসিয়াস্থ তুরুকের দেশ	৬৯
সেই দেশের পূর্বকৃত কৰ্ম্ম	৭০
আসরিয়া	৭১
ক্রাশিদের রাজ্য । যিশরএল দেশ	৭৩
আরমানি দেশ । আসিয়ার উপদ্বীপ	৭৩
আসিয়ায় উপদ্বীপ । সুমাত্র উপদ্বীপ	৭৬
হাবা উপদ্বীপ । বর্গিও উপদ্বীপ	৭৭
মালিনা উপদ্বীপ । সেলেবেস	৭৮
মোলকুর উপদ্বীপ । অস্ট্রালিয়া	৭৯
নবহলণ্ড	৮০
পাপুয়া । নববৃত্তান । নবকালিদোনীয়া ও নবহেলি দেশ	৮১
নবজালাণ্ড । বহুপদ্বীপ । পিলু উপদ্বীপ	৮২
লাদোন উপদ্বীপ । কারোলীন উপদ্বীপ । সাম্বিচ	৮৩
উপদ্বীপ	৮৩
মার্কীনা উপদ্বীপ । সমুদ্র উপদ্বীপ । মিত্রভাব উপদ্বীপ	৮৪
ইউরোপ	৮৫
ইউরোপের সাম্রাজ্য	৮৬
ইউরোপের পূর্বকালীন ইশ্বরারাধনা । পাপার মত স্থাপন	৮৭
পাপার মতহইতে উদ্ধার	৮৮
ইউরোপের ঐক্যকালীন ইশ্বরারাধনা	৮৯

দেয়াকর্ক । দেয়াকর্কের ইশ্বরারাদনা ও রাজশাসন ও লোক

সংখ্যা	১৩৭
দেয়াকর্কের পুধান নগর ও নদীপুভূতি । উপদ্বীপাদি	১৩৮
পোতুর্গাল	১৩৯
পোতুর্গীশের ইশ্বরারাদনা	১৪০
পোতুর্গালের সৈন্য ও জাহাজ পুভূতি ও অন্য দেশে তাহারদের পুধান অধিকার । পোতুর্গালের নগর ও নদী ও পর্বতপুভূতি	১৪১
হিৎজলও । হিৎজলওর ইশ্বরারাদনা ও রাজশাসন	১৪২
হিৎজলওর পুধান নগর ও নদী ও পর্বত	১৪৩
জর্মণির মণ্ডলসমূহ । ইশ্বরারাদনা পুভূতি	১৪৪
জর্মণির নদী । জর্মণির পুধান মণ্ডল	১৪৫
ইতালির মণ্ডল	১৪৬
ইতালির নদী ও পর্বত	১৪৭
ইতালির নানা মণ্ডল	১৪৮
সাদিনেয়া উপদ্বীপ	১৪৯
আফ্রিকা । আফ্রিকার সীমা	১৫০
আফ্রিকার লোকসংখ্যা ও ইশ্বরারাদনা পুভূতি ..	১৫১
আফ্রিকার মরভূমি	১৫২
আফ্রিকার নানা ভাগ । খবস দেশ	১৫৩
খবসীরদের ইশ্বরারাদনা ও লোকসংখ্যা ও রাজ শাসন । খবসের পুধান পর্বত ও নদী পুভূতি	১৫৪
মিসর দেশ	১৫৫
মিসরদেশে ইশ্বরারাদনা ও লোকসংখ্যা ও পুধান নগর	১৫৬
মিসর দেশের আশ্চর্য্য কৰ্ম্ম	১৫৭

মিসর দেশের পূর্বকালীন বিন্যাস পুঙ্খতি । নুবীয়া দেশ	১৫৯
বার্বারির মণ্ডল । ত্রিপোলি । তুনিস	১৬০
আলজীজা । মোরক্কো	১৬১
আফ্রিকার পশ্চিম ভাগ	১৬২
উত্তরাংশাঅন্তরীপপর্যন্ত দক্ষিণ ভাগ । পূর্ব ভাগ	১৬৩
আফ্রিকার উপদ্বীপ । অন্য উপদ্বীপ	১৬৪
আমেরিকা	১৬৬
আমেরিকার সীমা । আমেরিকার লোক	১৬৭
আমেরিকার লোক সংখ্যা	১৬৮
উত্তরামেরিকা । উত্তরামেরিকার হ্রদপুঙ্খতি	১৬৯
উত্তরামেরিকার নদী ও পর্বত	১৭০
উত্তরামেরিকার সম্মিলিত মণ্ডল	১৭১
উত্তরামেরিকার লোক সংখ্যা	১৭২
উত্তরামেরিকার বিদ্যালয় ও পাঠশালা । সম্মিলিত মণ্ডলের সংখ্যা ও ভাগ	১৭৩
উত্তরামেরিকার প্রধান নগর । নদী ও পর্বত	১৭৪
উত্তরামেরিকাতে স্প্যানিশদের অধিকার	১৭৫
স্প্যানিশাধীন আমেরিকার নদী ও পর্বত ও নগর পুঙ্খতি ।	
উত্তরামেরিকাতে ইংল্যান্ডীয়দের অধিকার । গুয়িনলণ্ড	১৭৬
আমেরিকার নিকটস্থ উপদ্বীপ	১৭৭
দক্ষিণ আমেরিকা	১৭৮
দক্ষিণামেরিকার লোকসংখ্যা । দক্ষিণামেরিকায় পোতু- গীশেরদের অধিকৃত দেশ	১৭৯
ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডীয়দের অধিকার	১৮০

ইউরোপের সমুদ্র । ইউরোপের পর্বত	১০
ইউরোপের নানাদেশ	১১
ইংলণ্ড । ইংলণ্ড উপদ্বীপ । স্কটলণ্ড	১২
ইরলণ্ড	১৩
ইংলণ্ডের পূর্বকালারপি অধিকাংশ	১৪
ইংলণ্ডের দৈনন্দিন জীবন । শ্রাব্য দিন	১৫
অসম্মতেরাদিগের বিষয় । ইংলণ্ডীয় রাজ্যশাসন	১৬
ইংলণ্ডীয় অদালতের বিচারকর্তা । সভ্যজনের মোকদ্দমা	১৮
ইংলণ্ডের বাণিজ্য । ইংলণ্ডের বিদ্যালয়	১৯
ইংলণ্ডের সম্ভাষ সমাচার । ইংলণ্ডের মাসিক সমাচার	২০
ইংলণ্ডের রাজকর । ইংলণ্ডের সৈন্য	২১
ইংলণ্ডের জাহাজ ও ইংলণ্ডের ভাগ ও পুখান নগর	
পুত্ৰ	২২
ইংলণ্ডের নদী ও পর্বত । ইংলণ্ডের চতুর্দিকস্থ উপদ্বীপ	২৪
ইংলণ্ডীয়াদিকৃত অন্য দেশ	২৫
ফ্রান্স	২৬
ফ্রান্সীয় বুজারাদি	২৭
ফ্রান্সীয়দের রাজ্য শাসন । উপপুত্র	২৮
ফ্রান্সীয় সৈন্য । জাহাজ । ভাষা	২৯
ফ্রান্সীয় বিদ্যাভ্যাস । ব্যবহার পদবিচারাদি	৩০
ফ্রান্সীয় পুখান নগর । বাণিজ্যাদি	৩১
ফ্রান্সীয় নদী । পর্বত	৩২
ফ্রান্সীয় ধাতুর আকর । চতুর্দিকস্থ উপদ্বীপ । ফ্রান্সীয়	
দিকৃত অন্য রাজ্য	৩৩
রুশিয়া	৩৪

রুবিয়ার ইশ্বরারাদনা । লোকসংখ্যা । রাজ্যশাসন	১১৫
রুবিয়ার পুধান নগর	১১৬
রুবিয়ারদের বাণিজ্য । রুবিয়ার পুধান নদী । পর্বত	১১৭
রুবিয়ার সৈন্য ও জাহাজ । উপদ্বীপ	১১৮
আত্ৰিয়া । আত্ৰিয়ার নানারাজ্য	১১৯
আত্ৰিয়ার রাজবংশ । আত্ৰিয়ার ইশ্বরারাদনা	১২০
আত্ৰিয়ার সৈন্য । পুধান নগর	১২১
আত্ৰিয়ার নদী ও পর্বত । প্রমিয়া	১২২
প্রমিয়ার নানাদেশে ভাগ । প্রমিয়ার ইশ্বরারাদনা	১২৩
প্রমিয়ার পুধান নগর । সৈন্য ও জাহাজ ও রাজকর ।	
প্রমিয়ার নদী ও পর্বত	১২৪
জানিয়া । জানিয়ার ব্যবস্থা ও আরাধনা ও রাজশাসন	১২৫
জানিয়ার সৈন্য ও জাহাজ ও রাজকর । ভাষা ও পুস্তক	১২৬
জানিয়ার পুধান নগর	১২৭
জানিয়ার নদী ও পর্বত । উপদ্বীপ । পূর্ব বৃত্তান্ত	১২৮
ইউরোপের মধ্যে তুরক দেশ । তুরকেরদের আরাধনা	১২৯
তুরকেরদের পুধান নগর	১৩০
তুরকের নদী ও পর্বত । উপদ্বীপ । নেদর্লণ্ড রাজ্য	১৩১
নেদর্লণ্ডের ইশ্বরারাদনা	১৩২
নেদর্লণ্ডের পুধান নগর	১৩৩
নেদর্লণ্ডের নদী ও পর্বত । হুগ্‌লীয় অর্থাৎ ওলেন্দেজের	
নিগের অবিকৃত অনাংশ দেশ । স্বীদেনের বিবরণ	১৩৪
স্বীদেনের ইশ্বরারাদনা	১৩৫
স্বীদেনের পুধান নগর । পুধান নদী । স্বীদেনের নিকটস্থ	
উপদ্বীপ	১৩৬

জ্যোতিষ বিবরণ।—

আকর্ষণ বিষয়।—

ঐশ্বর্য মকল বস্তু এমন স্থান কাল প্রাপ্ত হইলে যে
মকল বস্তু মহত্ত্ব সৃষ্টি হইতে পারে পরস্পর আকর্ষণ করে
তাঁহাতে মকল বস্তু চতুর্দিকস্থ সূক্ষ্ম বস্তুকে আঁপ
নারদের অভিমুখে আকর্ষণ করে এই প্রযুক্ত সূক্ষ্ম পৃথি
বীকে ও অন্য গুহকে আকর্ষণ করে এবং পৃথিবী চন্দ্র
কে আকর্ষণ করে যেহেতুক পৃথিবীইহাতে মে লক্ষ্য।—

পৃথিবী উপরিমু আকর্ষণ বস্তু।—

পৃথিবীর উপরিমু মকল বস্তু আকর্ষণ শক্তিযুক্ত পৃথিবীর
মধ্যস্থল পর্যন্ত আকর্ষিত হয় তাহাতে পৃথিবীর প্রতি
দিন ঘূর্ণন হইলেও নগর গ্রাম বৃক্ষ পর্বত মাঝর অগ্নি
যাদি যাবদ্বস্তু পৃথিবীর উপরেই দৃঢ়রূপে থাকে। এবং
মকল বস্তুতে যে ভারি বোধ হয় সেও আকর্ষণের
শক্তি দ্বারা যেহেতুক পৃথিবী মকল বস্তুকে আঁপনার
দিকে আকর্ষণ করে সে আকর্ষণের বিপরীতে কোন
বস্তু ওঠাইতে হইলে সুতরাং ভারি বোধ হয়। কোন

জ্যোতিষ বিবরণ।—

ইক্ষুকাদি বস্তু ওজ্জ্বল হইয়া উঠিলে যাবৎ নিষ্কপের শক্তি থাকে তাবৎ ওজ্জ্বল ওঠে সে শক্তি নষ্ট হইয়া পৃথিবীর আকর্ষণদ্বারা সেই বস্তু পৃথিবীতে পুনর্বার পড়ে।

চলনের প্রথম ব্যবস্থা।—

যত বস্তু ঐশ্বরের শক্তিতে চলিত হইয়াছে সেই শক্তি যাবৎ নিষ্কল না হয় তাবৎ সেই বস্তু সর্বদা চলনময়ী থাকে এই হেতুকে পৃথিব্যাদি সকল গৃহ সূর্যের চতুর্দিকে চালায়ান হইয়া সর্বদা সেই চলনময়ী থাকে।

খগোলবিষয়।—

যে বিদ্যাতে গৃহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষের চলন এবং তাহারদের ব্যবস্থা জানা যায় তাহার নাম খগোলীয় বিদ্যা।—

জ্যোতিষের বিষয়।—

জ্যোতিষ বস্তু এই প্রথম সকল গৃহেরদের মধ্যবর্তী সূর্য। দ্বিতীয় আশ্বিন নিয়মানুসারে সূর্যকে পুদক্ষিন করী গৃহ। তৃতীয় অনিয়মে সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করী বৃষকেতু। চতুর্থ বৃষ তারা তাহার নিষ্ঠান কেহ মনে করে যে সেই বৃষ তারা অন্য পৃথিবীর সূর্য।

সূর্য্যবিষয় ।—

সূর্য্য-নিষ্ঠল ও অজীবন ও তেজোময় ও মৰ্দ্দী পরি
ভ্রমণশীল সকল গৃহের মধ্যস্থলস্থিত এবং গৃহের
দিগকে তেজ ও ঔষ্ণতা দেয় সে পৃথিবীহইতে দশ লক্ষ
ভূত এবং পৃথিবীহইতে আট কোটি ছত্রিশ লক্ষ
ফোশ অন্তর ।

সৌর জগতের বিষয়ে ।—

সূর্য্যের চতুর্দিকে নিত্য ভ্রমণকারী গৃহ ও গৃহের
দের চতুর্দিকে নিত্য ভ্রমণকারী যে গৃহগৃহ তাহারদের
নাম সৌর জগৎ ।—

আলোক বিষয় ।—

পৃথিবীহইতে সূর্য্য আট কোটি ছত্রিশ লক্ষ ফোশ
অন্তর সূর্য্যের তেজ বিশ পলে পৃথিবীতে পঁথছে ।

গৃহবিষয় ।—

সূর্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমণকারী এবং সূর্য্যহইতে ঔষ্ণতা
ও তেজোগ্রাহক বস্তুর নাম গৃহ তাহার। এই বৃহ
শুক পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি এইমাত্র পূর্বে জানা
ছিল ।

অর্জিয় শীর্ষীণ পুভৃতি নবদৃষ্ণ গৃহ।—

অনুমান এগার শত তিরানব্বই শনে একটা গৃহ
দেখা গেল তাহার নাম অর্জিয়ম এবং তাহার কতক
বৎসরের পর আর চারি গৃহ আনা গেল তাহার
দের নাম শীর্ষীণ ও পাল্লম ও জুনো ও ফেল্লম এই চারি
গৃহ চকুর আগোচর কেবল দূরবিনদ্বারা দেখা যায়।

গৃহেরাদেশের গায়নবিষয়।—

এই সকল গৃহ চকনের প্রথম ব্যবহৃত মত সূর্য্যের চতু
র্দিকে প্রদক্ষিণ করে এবং গৃহের নিয়মানুসারে সূর্য্য
তে নিত্য আকর্ষিত আছে কেননা সূর্য্য তাহারদের
পুতোকহইতে এবং সমুদায়হইতে ও বহু।

গৃহেরদের বৎসরীর চলনের বিষয়।

সূর্য্যের চতুর্দিকে গৃহেরদের গমনের নাম বৎস
রীয় গমন। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দিকে তিন শত পঁয়
ষষ্টি দিন পৌনর দণ্ডের মধ্যে একবার প্রদক্ষিণ করে
তাহাতে এক বৎসর হয়।

গৃহেরদের কক্ষার বিষয়।

সূর্য্যের চতুর্দিকে পুতোক গৃহ যে মণ্ডলাকার পথ
দ্বিয়া চলে তাহাকে কক্ষা বলি।

গুহেরদের আঙ্গিক চলন বিষয়।

প্রত্যেক গুহ সূর্য্যকে গুদক্ষিণ করণকালে চক্রের ন্যায়
আপনার আলোর ওপরেও ঘোরে এই আঙ্গিক চলন।

দিবা রাত্রির কারণ।—

পৃথিবী আপন আলো ঘাটি দণ্ডের মতী এক পাঁক
ঘোরে তাহাতে দিন রাত্রি হয়। পৃথিবীর যে ভাগে
সূর্য্যের তেজ লাগে সেই ভাগে দিন হয় এবং যে
ভাগে তেজ না লাগে সেই ভাগে রাত্রি হয়।

ওঙ্ক অবিহ্ন লোকবিষয়।—

মমসূত্রপীতন্যায়ৈ অর্থাৎ পরম্পর ওঙ্ক অবিহ্নভাবে
যাহারা পৃথিবীতে থাকে সে লোকেরদের পরম্পর দিবা
রাত্রি বিপরীত হয়। আমাদেরদিগের স্থানইহাতে অবিঃ
মমসূত্রপীতে যে স্থান সে স্থানে এ স্থানইহাতে ত্রিশ
দণ্ডের পর সূর্য্যোদয় হয়। যখন এখানে দুই পুহর দিন
তখন সেখানে দুই পুহর রাত্রি যখন এখানে দুই
পুহর রাত্রি তখন সেখানে দুই পুহর দিন। বাঙ্গালা
দেশের অবিঃ মমসূত্রপীত স্থানে বড় শীতপ্রযুক্ত লোক
নাই।

কাল বিষয় ।

কাল স্থির করা অতিদুষ্কর জ্যোতিষ পণ্ডিতেরা বৎসর যাম দিন দণ্ড পল বিপল অনুপল পুরীহ মরীচীহা পরীহ পুভূতি নিয়মে ৩৬৫ । ৪৫ । ১৩ন পক্ষ পয়ষষ্টি দিন পোনর দণ্ডে বৎসর করিয়া ব্যবহার করিতেন। ইংলণ্ড দেশে তিন শত পয়ষষ্টি দিবসে কমে তিন বৎসর করিয়া চতুর্থ বৎসরে তিন শত চেষষ্টি দিবসে এক বৎসর করে ঐ অধিক পোনর দণ্ডকে চারি বৎসরে এক দিন বিরিয়া লয় ।

পূর্বাছানরাহ বিষয় ।

পুতিদিন মূর্নেতে পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে যায় তাহাতে সূর্য্যের তেজ পৃথিবীর পূর্ব দিকে প্রথম যে স্থানে লাগে সে স্থানে প্রাতঃকাল হয় সেই তেজ মাথার ওপর লাগিলে দুই গুহর হয় পরে যখন সে তেজ পৃথিবীর সেই স্থানে পশ্চিম দিকে পড়ে তখন অপরাহ্ন হয় । ইংলণ্ড হইতে পোনর দণ্ডের আগে বাঙ্গালাতে সূর্য্যোদয় হয় ।

বুধ গুহ বিষয় ।

বুধ গুহ সকল গুহ হইতে সূর্য্যের নিকট এবং তিন

কোটি পঁচিশ লক্ষ ঘাটি হাজার ফাঁশ অন্তর । তাহার
ব্যাস দুই হাজার আট শত মাইত্রিশ ফাঁশ । বৃহ
চৌরশী দিনে সূর্য্যকে একবার পুদক্ষিন করে । এখান
হঠাৎ বহু সমুদয় গোল দৃষ্ট হয় তা যে
হঠাৎ প্রকৃত বৃহৎ সূর্য্যতেজে আচ্ছন্ন
থাকে

শুক বিষয় ।—

শুক গ্রহ সূর্য্যহইতে পঁচ কোটি আটানব্বই লক্ষ
ফাঁশ হাজার ফাঁশ অন্তর । সে দুই শত চব্বিশ
দিনে সূর্য্যকে একবার পুদক্ষিন করে ও আনন আলে
সাতান্ন দণ্ড বহু পলে ঘোরে সে গ্রহ পৃথিবীর
মত বড় ।—

পৃথিবী বিষয় ।—

পৃথিবী সূর্য্যহইতে আট কোটি ছত্রিশ লক্ষ ফাঁশ
অন্তর । এবং সূর্য্যের চতুর্দিক তিন শত পঁয়ষট্টি
দিন পোনের দণ্ডে পুদক্ষিন করে তাহাকে বৎসর বলি
এবং আনন আলে ঘাটি দণ্ড ঘোরে তাহাকে দিন
বলি এবং আনন আলে আড়াই দণ্ডের মত একান্ন
হাজার ফাঁশ ঘোরে । তাহার ব্যাস ছয় হাজার
নয় শত আটহত্তর ফাঁশ । তাহার চন্দ্রনামে এক

ঔপগুহ আছে সে তাহার চতুর্দিকে ঔনত্রিশ দিন
মাতে মাতাইশ দণ্ড ঘোরে।—

মঙ্গল গুহবিষয়।

সূর্য্যহইতে মঙ্গল গুহ বার কোটি মাত্ৰ লক্ষ
বিশ হাজার ক্রোশ অন্তর। এবৎ জয় শত চার
দিনে সূর্য্যকে এক পাঁক পুদক্ষিণ করে তাহাতে এক বৎ
সর দশ মাস কিছু অধিক বাইশ দিন হয় এবৎ আপন
আলে একষষ্টি দণ্ড মাতে মাইত্রিশ পলে ঘোরে সে
পৃথিবীহইতে অল্প সুদূ। তাহার ব্যাস তিন হাজার
জয় শত জিয়াশী ক্রোশ। এবৎ দেখা যায় যে সে অতি
শয় রক্ত বর্ণ। মঙ্গলের ঔপগুহ নাই।

বৃহস্পতি

বৃহস্পতি সূর্য্যহইতে তেতাল্লিশ কোটি বার লক্ষ ক্রোশ
অন্তর। চার হাজার তিন শত বত্রিশ দিনে অর্থাৎ
বার বৎসরে সূর্য্যকে একবার পুদক্ষিণ করে আপন
আলে পচিশ দণ্ডের মধ্যে এক পাঁক ঘোরে সে পৃথিবী
হইতে চৌদ্দ শত গুন বড় তাহার চারি ঔপগুহ আছে
এবৎ দূরবিনদ্বারা তাহার গাত্রে কথক পট্টকার মত
দেখা যায়।

শনি ।

শনিতে ণনআশী কোটি বিন লক্ষ ফোঁশ
তাল মে ণনত্রিশ বর্ষে সূর্য্যকে এক পাঁচ পুদক্ষিন
করে আশী আলে পাঁচিশ দণ্ড চল্লিশ পালে এক পাঁচ
ঘোঁষে সূর্য্যবাহইতে নব্বই ণন বড় কিন্তু চক্ষুদিয়া
ভাল মতে পায় দেখা যায় না । তাহার মাত ণন
গুহ আছে এবং তাহার চতুর্দিকে অমলগ্ন মণ্ডল
আছে ।

অর্জিয়ম কিম্বা হর্কেল ।

হর্কেল সাহেব অনুমান এগার শত তিরানী মনে এই
তার পুথ্য দেখিয়াছিল ইহাতে তাহার মস্ত্রমে গুহর
নাম হর্কেল হইল সেই গুহ সূর্য্যবাহইতে এক শত আ
টান কোটি চল্লিশ লক্ষ ফোঁশ অস্তুর । সে তিরানী
বৎসরে একবার সূর্য্যকে পুদক্ষিন করে । তাহার জয়
ণনগুহ কিন্তু চক্ষুর্দ্বারা পায় দেখা যায় না ।

অন্য চারি গুহের বিষয় ।

এই চারি গুহের নাম শিরীশ ১ পালুম ২ জুনো ৩
বেঙ্কা ৪ ইহার বার শ মতর মনে দেখা গিয়াছে ।

জ্যোতিষ বিবরণ।—

শরীরীণ ও বেষ্টা সূর্য্যহইতে বাইশ কোটি আক্ষাণী লক্ষ কোশ অন্তর। এবং তুনো সূর্য্যহইতে ছাট চল্লিশ লক্ষ কোশ অন্তর। পাল্লম কত ও তাহা দ্বির হয় নাই তাহার অতিক্রুতাপ্রযুক্ত অন্তরান নাম হইল অর্থাৎ ক্ষুদ্র তার।

বীমকেতু বিধয়।—

বীমকেতুসমূহ গৃহের মত সূর্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে তাহারদিগের চলনের কাল নির্ণয় নাই এই প্রযুক্ত বীমকেতুরদের মৰ্য্যো কেবল তিনটর গমন দ্বির করিয়া জানা গিয়াছে যখন তাহার সূর্য্যের নিকট আইমে তখন মলঙ্গুল দেখা যায় এবং তাহারদিগের কক্ষা দ্বির নাই কখনই সূর্য্যের অতি আমন হয় তা হাতে সূর্য্যতেজে দগ্ধ হয় কখনই এমত দূর যায় যে অতি শীতপ্রাপ্ত হয়।—

আকাশ ঋতু বিধয়।

গোলবেত্তারা আকাশকে ওত্তর দক্ষিণ ভাবে তিন ভাগ করিয়াছে মধ্য স্থানে রাশিচক্র ওত্তরে ওত্তর ঋতু দক্ষিণে দক্ষিণ ঋতু এই তিন ঋতুর মৰ্য্যো যেরূপ তাহা আছে তাহার আকৃতি অনুসারে নাম পাইয়াছে।

রাশিচক্র বিষয় ।

আকাশ বা গীমণ্ডলের ওত্তরে মাতে তেইশ অংশ দক্ষিণে মাতে তেইশ অংশ এই মাতচল্লিশ অংশ যেক্টে রাশিচক্র কহা যায় পৃথিবী আপন বক্রগতিদ্বারা ইহার মাতা থাকিয়া ঘোরে ইহার বহির্ভূত কখন হয় না ঐ রাশিচক্রকে সমান বারো ভাগে বারো রাশি কহা যায় । মোষ ৪ বৃষ ২ মিথুন ৩ কর্কট ৪ সিংহ ৫ কন্যা ৬ তুলা ৭ বৃশ্চিক ৮ বীনু ৯ মকর ১০ কুম্ভ ১১ মীন ১২ একরাশি মশাদ নক্ষত্রদ্বয় ভাগ করেন ।

তারা বিষয় ।

গুহেরা যেমত আপন স্থান ত্যাগ করে সেমত তারাগণ আপন স্থান কখন ত্যাগ করে না তারা অনেক আছে কিন্তু চক্ষুদ্বারা তিন হাজারের অধিক দেখা যায় না তাহারা আপন তেজে আপনারা প্রকাশিত হয় । পণ্ডিতেরা মনে করে যে এক ২ তারা এক ২ সূর্য যেমন আমাদের সূর্যের চতুর্দিকে রাশিচক্র ভ্রমণ করে সেমত তারারদের চতুর্দিকে এক ২ রাশিচক্র ভ্রমণ করে । তারাগণ পৃথিবীহইতে অতিদূর যে তারা অতি নিকট সেও পৃথিবীহইতে দেড় লক্ষ কোশ অধিক ।

গুহনবিষয়।—

এক জ্যোতিষ বস্তুর জায়া দ্বিতীয় জ্যোতিষ বস্তুর
শরীরে পড়িলে গুহন হয়। চন্দ্র সূর্য্য গুহন প্রতিমাসে
না হয় তাহার কারণ এই পৃথিবী ও সূর্য্য হইবার মাঝে
চন্দ্র সমসূত্রপাতে থাকিলে চন্দ্র সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করি
লে সূর্য্য গুহন হয়। পৃথিবীর বক গতিপুঙ্ক্ত সমসূত্র
পাতে না থাকিলে আচ্ছন্ন হয় না। গুহনও হয় না।
এবং চন্দ্রগুহনে ও সূর্য্য ও চন্দ্রের মাঝে পৃথিবী সমসূত্র
পাতে থাকিলে পৃথিবীর জায়া চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিলে চন্দ্র
গুহন হয়। পৃথিবীর বক গতিপুঙ্ক্ত জায়াতে আচ্ছন্ন
হয় না গুহনও হয় না। প্রতিবৎসরে গুহন দুই বা
তের ন্যূন হয় না এবং সাত বারের অধিকও হয় না।
সকল গুহন সকল দেশে দেখা যায় না মর্ক দেশ
সাধারণ গুহন কখন হয় না।

সূর্য্যগুহন বিষয়।

যখন সূর্য্য আর পৃথিবীর মাঝে চন্দ্র থাকে তখন
সূর্য্যগুহন হয়। সূর্য্যহইতে চন্দ্র ক্ষুদ্র এইহেতুক
চন্দ্রের জায়া সূর্য্যের সমস্ত মণ্ডল ব্যাপ্ত করিতে পারে
না। এই পুঙ্ক্ত সূর্য্যগুহনে মর্কগ্রাস হয় না।

পৃথিবীর আকার বিষয়ে ।

পৃথিবী পুণ্য গোলাকৃতি কিন্তু মর্যতোভাবে গোল নহে উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রে কিঞ্চিৎ চাপা আছে ।

পৃথিবী গোলাকৃতির এক প্রমাণ ।

যখন চন্দ্র ও সূর্যের মধ্য পৃথিবী থাকেন তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের গাত্রে লক্ষ্যে তাহাতে চন্দ্র গুহন হয়। সেই ছায়াতে জানা যায় যে পৃথিবী গোল যেহেতুক যে বস্তু যেমত সে বস্তুর ছায়াও সেই মত অতএব গোলাকৃতি ছায়াদ্বারা পৃথিবী গোল জানা যায় ।

পৃথিবীর গোলাকৃতির অন্য প্রমাণ ।

যখন জাহাজ তীরহইতে সমুদ্রমধ্যে গমন করে তখন পৃথিবীর গোলাতাপ্রযুক্ত সে জাহাজের নীচ ভাগ প্রথম লোকেদেরে আদৃশ্য হয় এই কণক্রমে যত দূর যায় ক্রমে নীচহইতে আদৃশ্য হয় অতিদূর হইলে সমুদ্রায় জাহাজ আদৃশ্য হয় । যদি পৃথিবী গোল না হইত তবে সে সমুদ্রায় জাহাজ দৃষ্ট হইত কিন্তু ভালরূপে দৃষ্ট হইত না । এবং সমুদ্রহইতে যাহারা তীরে আইসে তাহারা পৃথিবী পর্বতের মস্তক

দর্শন করে ক্রমে, নিকট হইলে বৃক্ষ ঘর ইত্যাদি দর্শন হয় শেষে সে স্থানের মৃত্তিকাপর্য্যন্ত দর্শন হয়।

পৃথিবীর গোলাকৃতির অন্য প্রমাণ ।

উদাহরণ্য কোনহ লোক ইংলণ্ড হইতে জাহাজের উপর পূর্ব দিকে গমন করিয়া মুখ না ঘিরাইয়া এক মুখে পুনর্বার সেই ইংলণ্ড দেশে আসিয়াছে যদি পৃথিবী গোল না হইত তবে এই রূপ আসিতে পারিত না।

পৃথিবীর আকার ।

পুরাণে লিখিয়াছেন যে পৃথিবী আদর্শের মত সমান ও কেহ বলেন যে পৃথিবী চতুষ্কোণা ও কেহ বলেন ত্রিকোণা কিন্তু সূর্য্যমিহ্মান্ত ও মিহ্মান্তশিরোমণি প্রভৃতি গুলিতে কেহন যে পৃথিবী কদম্ব পুষ্পের মত গোলাকৃতি । এই প্রকার জ্যোতির্বেত্তারদের কথা আমার দের কথার সহিত মিলে ও প্রমাণমিহ্মন্তও বটে।

পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস ।

পৃথিবীর পরিধি একইশ হাজার আট শত পাঁচ হাজার কোশ এবং তাহার ব্যাস অনুমান সাত হাজার কোশ । পৃথিবী গুল্যে আছে আকর্ষণের ব্যবস্থাতে

চন্দ্রগৃহন বিষয় :

যখন চন্দ্র ও সূর্যের মধ্য পৃথিবী থাকে তখন সূর্যের তেজ পৃথিবীর ব্যবধানপূরক চন্দ্রে লাগিতে পারে না তজ্জনি চন্দ্রগৃহন হয় চন্দ্রইহাতে পৃথিবী বড় এ পূরক কখন সমাপ্ত হয়।

চন্দ্রের বিষয় ।—

চন্দ্র পৃথিবীহইতে ক্ষুদ্র এইপূরক চন্দ্র পৃথিবীকর্তৃক আকর্ষিত হয়। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঔনত্রিশ দিনে এক পাক প্রদক্ষিণ করে তাহাতে চান্দ্র মাস হয়।

পৃথিবীতে যেমত ৩৪ নীচ স্থান সেমত চন্দ্রে দূরবীন দ্বারা দেখা যায় ও যে স্থান ৩৪ মে স্থানের জায়া ত্রিকোন এবং ৩৪ স্থানের ওপরে আলো থাকিলে তাহার নীচে মে আলো দেখা যায় না ইহাতে জ্ঞান হয় যে মে চন্দ্র পৃথিবীর মত। যে ঔনত্রিশ পাক ভ্রমানে চান্দ্রমাস হয় সেই ঔনত্রিশ দিনে তাহারদের এক দিন এক রাত্রি হয়।

জোয়ার ভাটা বিষয় ।

পূর্বে বলা গিয়াছে যাবৎস্ত মহাকুতুমান্বারে পরস্পর আকর্ষিত হয়। অতএব পৃথিবী চন্দ্রকে আক

ধন করে চন্দ্রও পৃথিবীকে কিস্কিন্দ আকর্ষণ করে পৃথি
বীন্দ্র জল চাক্ষুশ্যপুষ্ক তাহাতে অনায়াসে আকৃষ্ট
হয়। অতএব চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণেও জলকে
আকর্ষণ করিয়া স্রুতবৎ করে তাহাতেই জোয়ার
ভাটা হয়।

নক্ষত্রবিষয়।

নানা দেশে তার। সকল যাঁকে বিলি আছে তাহার
দের নাম নক্ষত্র এই নক্ষত্র সকল যে অক্ষর আকৃতি
দেখা যায় সেই অক্ষর নাম পাইয়াছে হিন্দু পণ্ডিতের
দের মতে রাশিচক্রে গুণিত যে মাতাইশ নক্ষত্র
আছে সে এইঃ।

অশ্বিনী ৪। ভরণী ২। কৃতিকা ৩। রোহিণী ৪। মৃগ
শিরা ৫। আর্দ্রা ৬। পুনর্বসু ৭। পুশ্যা ৮। অশ্লেষা ৯।
মঘা ১০। পূর্বাফল্গুনী ১১। উত্তরাফল্গুনী ১২। হস্তা
১৩। চিত্রা ১৪। স্বাতী ১৫। বিশাখা ১৬। অনুরাধা ১৭।
জ্যেষ্ঠা ১৮। মূল্য ১৯। পূর্বাষাঢ়া ২০। উত্তরাষাঢ়া ২১।
অভিজিৎ ২২। শ্রবণা ২৩। বিনী ২৪। শতভিষা
২৫। পূর্বভাদ্রপদা ২৬। উত্তরভাদ্রপদা ২৭। রেবতী ২৮।

সূর্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে কিন্তু নিঃসরিত হয় না।
সূর্য্য তাইহকে আকর্ষণ না করিলে অবশ্য নিঃসরিত
হইত ।

সূর্য্যহইতে পৃথিবীর দূরত্ব ।

পৃথিবী যেমন পূর্বে কহা গিয়াছে আট কোটি চত্ব্বিশ
লক্ষ কোশ সূর্য্যহইতে অন্তর ও সূর্য্যের চতুর্দিকে তিন
শত পঁয়ষট্টি দিনে একবার ভ্রমণ করে তাহাতে বৎসর
হয় এবং আটাই দণ্ডের মতী একাদশ হাজার কোশ
ভ্রমণ করে অর্থাৎ এক পলে প্রায় তিন শত চল্লিশ
কোশ ভ্রমণ করে ।

পৃথিবীর চলন ।

পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ সময়ে আপন স্থানে
অর্থাৎ আপন আলে তিন শত পঁয়ষট্টিবার এক পোয়া
ভ্রমণ করে তাহাতে তিন শত পঁয়ষট্টি রাত্রি ও তিন
শত পঁয়ষট্টি দিন পোনের দণ্ড হয় ।

পশ্চিমহইতে পৃথিবীর পূর্ব্বদিগা গমনের বিষয় ।

পৃথিবী আপন স্থানে যে ভ্রমণ করে সে গমন পশ্চিম
হইতে পূর্ব্বাভিমুখ গমন । ওত্তরহইতে কখনও দক্ষিণ
গমন করে না দক্ষিণ ওত্তর দুই দিক সম্বন্ধে স্থির দেখা

যায় সেই দুই স্থান কেন্দ্র নামে কহা যায় । ওত্তরে ও দক্ষিণে কেন্দ্রের ওপর যে স্থান তারা মে অচল দেখা যায় পূর্ব পশ্চিমে যে তারা আছে তাহারাও অচল কিন্তু পৃথিবীর গমনাগমনে তাহাদেরিগের ওদয়ান্তু বোধ হয় বান্ধব কখনও চলে না ।

*
সূর্যকেন্দ্রভূতি বিদ্যায়ে ।

যে স্থানে ওত্তর কেন্দ্র কহা যায় সেই স্থানকে ভাস্ক রাচার্য্য ও অন্য২ জ্যোতির্বিদেৱা সূর্যকেন্দ্র কহেন ও যে স্থান দক্ষিণ কেন্দ্র কহা যায় সেই স্থানকে তাহারা বড়বানল কহেন । এই দুই স্থান অতিশয় শীতল এবং সেখানে শীতপুষ্পক্ৰমত জল জমাত হয় যে দেখানে আহাজের পথ থাকে না এবং পৃথিবী সৃষ্টি অবধি অদ্যপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি ওত্তর দক্ষিণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত যায় নাই এবং পুরাণে কহেন যে দক্ষিণ স্থান বড়বানল যেহেতুক সে মহাগ্নির স্থান কিন্তু একথা অপ্রমাণ যেহেতুক সূর্য্যহইতে দুই কেন্দ্র সমান দূর এবং সূর্য্যের তেজ সেই দুই স্থানে না লাগিতে সু মেঝেতে যেমন শীত বড়বানলেতেও তেমন শীত ।

পৃথিবীর পুৰ্ব্বান ভাগবিদ্যায়ে ।

ভূগোলবেত্তারা পৃথিবীকে ভাগ করিবার নিমিত্ত

পৃথিবীর মৰ্য্যে একটা রেখা কল্পনা করিয়া তাহার রেখাভূমি নাম রাখিয়াছেন, যেহেতুক সে রেখা পৃথিবীকে দুই ভাগ সমান করিয়া রাখে।

বিষুবরেখা বিষয়ে।

সেই রেখাভূমির ঙ্গে শূন্য সমান্তরালে এক রেখা কল্পনা করা যায় তাহার নাম বিষুবরেখা। সূর্য্য ১১ আশ্বিন ও ১১ চৈত্র সেই রেখাভূমির ওপরে থাকে এবং তাহার তেজ সে দিনে সমান্তরালে পৃথিবীতে পড়ে সেইহেতুক সর্বত্র দিবা রাত্রি সমান হয় তাহাকে বিষুবকাল কহা যায়। এবং সে সময়ে সে রেখাতে মধ্যাহ্ন ছায়া থাকে না অর্থাৎ সে দিনে দুই প্রহরের সময়ে সে রেখাভূমির ওপরে সূর্য্যের কিছু ছায়া পড়ে না ইহাতে নিরক্ষ এক নাম কহা যায়।

পৃথিবীর বক্রগতির বিষয়ে।

পৃথিবী সর্বদা সমান ভ্রমণ করিলে সূর্য্যের মহিমা ভূজকোটি ভাবে থাকিত এবং সর্বদা রেখাভূমিতে তেজ পড়িত তাহা না হওয়াতে রেখামানহইতে ১১ পৌষপর্য্যন্ত ক্রমে দক্ষিণে মাড়ে তেইশ অংশ বক্রগমন করে সেই দিন অবধি পুনর্বার ওস্তরমুখ ঘিরি যা আইসে এবং ১১ চৈত্রেতে পৃথিবীর মৰ্য্যে বিষুব

রেখাতে পঁথকে । সেই দিনাবধি ৪৪ আঘাত পর্যন্ত ওত্তর ভাগে মাড়ে তেইশঅংশ পর্যন্ত পৃথিবী যায় ঐ ৪৪ আঘাতাবধি ওত্তরহইতে ঘিরিয়া ৪৪ আশ্বিনে পুনর্বার পৃথিবীর মর্য্যে বিদ্যুৎরেখাতে পঁথকে । সেই দক্ষিণ গমনের নাম দক্ষিণায়ন ও ওত্তর গমনের নাম ওত্তরায়ন ।

পৃথিবীর বহুগতির ফল ।

যদি সূর্য্যের তেজ সেই সূত্রে সংঘটা সমানভাবে পড়িত তবে গ্রীষ্ম শীত প্রভৃতি ঋতুভেদ হইত না এবং দিবাযান ও রাত্রিমান সমান হইত কিন্তু পৃথিবীর বহুগতিপুঙ্ক ঋতুভেদ হয় ও দিবা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হয় ।

দক্ষিণায়ন ওত্তরায়নবিষয়ে ।

হিন্দু জ্যোতির্বেত্তারা ওত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের যে কাল নিষ্কয় করিয়াছেন সে গণনা দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় । তাহাতে ৪৪ চৈত্রের পর ৪৪ আশ্বিনপর্যন্ত ওত্তরায়ন হয় এই কাল দেবতারদিগের দিবস অমুরেরদিগের রাত্রি হিন্দুরা কহে । এবং ৪৪ আশ্বিনের পর ৪৪ চৈত্রপর্যন্ত দক্ষিণায়ন এ কাল অমুরেরদিগের দিবস দেবতারদের রাত্রি । গণিত শাস্ত্রে ইহার নানা প্রকার

পুমানদিয়াছেন এবং এই গাননাথ গুহনাদি আন্তোদয়
পুতাক হইতেছে কিন্তু পুরানবেত্তারা যাহার পুথ্যে
উত্তরায়ন আরম্ভ করিয়া আসাচর গ্রীষ্মঋতু দেবতার
দেব দিব্যাবহার করিয়া পূজাদি কর্ম চালাইতেছে
শ্রাবণের পুণ্য দিবসাবি দক্ষিণায়ন আরম্ভ করিয়া
শ্রী শ্রী পৌষঋতু দেবতারদিগের রাত্রি ব্যবহারে কর্ম
চালাইতেছে ।

কান্তির বিষয়ে ।

বিষুবরেখার আকাশে ওভর পার্শ্বে যে মাড়ে তেইশ
অংশপর্ষদ পৃথিবীর বক্ষয়ন হয় তাহার নাম
কান্তি ।

রাশিচক্র বিষয়ে ।

ওভর পার্শ্বে এই কান্তির সীমা মাতচল্লিশ অংশ
তাহার মধ্যে যে গৌলাকৃতি স্থান সে বার ভাগ হই
যাছে এবং সে স্থানে যে তারা দেখা যায় তাহারা ও
সে কপে বিভক্ত হইয়াছে তাহার নাম রাশি অর্থাৎ
কান্তির বার পুকার চিহ্ন সে রাশি যে জন্তুর আকারের
নাম সে জন্তুর নাম পাইয়াছে সে এই । মেষ বৃষ মিথুন
কর্কট মিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক ধনু মকর কুম্ভ মীন ।
সূর্য যখন যে কোন রাশিতে পুবিষ্ট হন তখন একটা

নূতন যাম হয় এবং লোকে কহে যে সূর্য্য অমুক রাশি পুবেশ করেন কিন্তু সে বাস্তবিক নহে কেবল পৃথিবী রাশি পুবেশ করে। কোন নূতন রাশিতে সূর্য্যের পুবেশের নাম মংক্রান্তি এইহেতুক যে দিনে সূর্য্যের রাশান্তর পুবেশ হয় সেই দিনকেও ব্যবহারে মংক্রান্তি কহা যায়।

ত্রোণিক বিষয়ে।

রেখাভূমির ওভর পাশ্ব মাড়ে তেইশ অংশ করিয়া মাতচক্রিণ অংশপর্য্যন্ত যে স্থান তাহার মস্তি রেখাভূমি থাকতে দুই ভাগ ইইয়াছে ওত্তর মীমার নাম কর্কট ত্রোণিক দক্ষিণ মীমার নাম মকর ত্রোণিক। পৃথিবীর ওরে যে স্থানকে ত্রোণিক কহি তাহার সমান ওর্ধ্বে আকাশের স্থানের নাম ক্রান্তি।

অক্ষাংশের বিষয়ে।

রেখাভূমিহইতে ওত্তর কেন্দ্র ও দক্ষিণ কেন্দ্রপর্য্যন্ত নব্বই অংশ আছে ইহার নাম অক্ষাংশ পুতোক অংশ ষাটি কোণ হয়। ইহার নাম অক্ষাংশ রাখা গিয়াছে যেহেতুক তাহা দিয়া পৃথিবী পুন্ম মাপা যায়।

ওত্তর অক্ষাংশবিষয়ে।

রেখাভূমিহইতে ওত্তর কেন্দ্রপর্য্যন্ত যে স্থান তাহার

নাম ওত্তর অক্ষাংশ। কলিকাতা নগর ওত্তর
বাইশ অক্ষাংশে এবং ইংল্যান্ড দেশের দ্রবীন
নগর লণ্ডন ওত্তরে বায়ান্ন অক্ষাংশে আছে ও দিও
হলদ্বীপ রেখাভূমিহইতে নয় অক্ষাংশ ওত্তর ততএব
তাহার বিষয়ে আমরা কহি যে সে ওত্তর নয় অক্ষা-
ংশে আছে।

দক্ষিণ অক্ষাংশবিষয়ে।

রেখাভূমিহইতে দক্ষিণ কেন্দ্রপর্ষ্যন্ত যে মাপ তাহার
নাম দক্ষিণ অক্ষাংশ।

দ্রুদিমবিষয়ে।

পূর্বহইতে পশ্চিমে যে মাপ তাহার নাম দ্রুদিয়া
তাহাতে পৃথিবীর দৈর্ঘ্য মাপ জানা যায়। অক্ষাংশের
মূল অর্থাৎ পৃথিবী ওত্তর দক্ষিণ মাপিবার আরম্ভস্থান
রেখাভূমি এই এক স্থানানুসারে সকল জাতীয়েরা
গণনা করে কিন্তু দ্রুদিয়া আরম্ভস্থানের বিষয়ে সকল
লোকেরা এক স্থানহইতে মাপিতে আরম্ভ করে না।
আমেরিকীয়েরা ও ফ্রান্সীয়েরা আপন রাজধানী নগর
হইতে মাপে। ইংল্যান্ডীয়েরা ও আপন রাজধানী
নগরহইতে মাপে।

ইংল্যান্ডের লণ্ডন নগরইহাতে পূর্ব পশ্চিম মান
কাল কলিকাতা নগর লণ্ডনইহাতে অক্ষাংশ অংশ
পূর্ব করিয়া আনিয়াছে এইহেতুক বাঙ্গালা দেশের কলি
কাতা নগর পূর্ব দ্রাঘিমা অক্ষাংশ অংশের মধ্য
আছে ।

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমামাত্র বিষয়ে ।

দ্রাঘিমা এক শত আশী অংশের অধিক কখন
হয় না কেননা মে পৃথিবীর পরিধির অর্দ্ধ ভাগ । এক
শত নব্বই পূর্ব দ্রাঘিমা কহা যায় না যেহেতুক মে
পশ্চিম এক শত মাত্র দ্রাঘিমা এবং অক্ষাংশ নব্ব
ইর অধিক হয় না কেননা মে নব্বই অংশ পৃথিবীর
পরিধির চতুর্থ ভাগ ।

পৃথিবীর কটিবদ্ধবিষয়ে ।

পৃথিবীর আরও ক্ষুদ্র ভাগ করিবার নিমিত্ত পাঁচটা
কটিবদ্ধস্বকণ মধ্য ভাগ আছে । প্রথম ওকটি
বদ্ধ । দ্বিতীয় মধ্যকটিবদ্ধ দুই । তৃতীয় শীতকটিবদ্ধ
দুই ।

ওকটিবদ্ধবিষয়ে ।

ওকটিবদ্ধ পৃথিবীর মধ্যস্থানে আছে যেহেতুক পৃথি

ধীর যে ভাগ সূর্য্যের অধিক তেজ পায় রেখাভূমির
ওত্তর পার্শ্বে মাড়ে তেইশ অংশপর্য্যন্ত তাহার সীমা।
বাঙ্গালা দেশ প্রায় অধিক ঔক্শকটিবন্ধের মবী আছে
এবং কর্কট ত্রোণিকেও আছে।

সমকটিবন্ধবিষয়ে।

ঔক্শকটিবন্ধের ওত্তর তেতাল্লিশ অংশ পর্য্যন্ত আর
ঐ ঔক্শকটিবন্ধের দক্ষিণ তেতাল্লিশ অংশ পর্য্যন্ত দুই
পার্শ্বে দুই সমকটিবন্ধ। রেখাভূমিহইতে ওত্তর
দক্ষিণ দুই পার্শ্বে মাড়ে ছেষট্টি অংশপর্য্যন্ত সম
কটিবন্ধের সীমা। সেই সমকটিবন্ধ ঔক্শকটিবন্ধের
যত ওক্শ নহে শীতকটিবন্ধের সতও শীত নহে
তৎপুষ্পক তাহার নাম সমকটিবন্ধ হইল। রেখা
ভূমির ওত্তরমূহুর নাম ওত্তর সমকটিবন্ধ।
ভূমির দক্ষিণমূহুর নাম দক্ষিণ সমকটিবন্ধ।
সকল হিন্দুমান এবং সকল ইংল্যান্ড ওত্তর সমকটি
বন্ধের মবী।

শীতকটিবন্ধেরবিষয়ে।

পৃথিবীর ওত্তর পার্শ্বে সমকটিবন্ধহইতে ওত্তর দ
ক্ষিণ কেন্দ্রপর্য্যন্ত যে মাড়ে তেইশ অংশ সে দুইকে

শীতকটিবদ্ধ কহি । সে দুই স্থান সূর্য্যাইতে অধিক
দূরত্বযুক্ত অতিশয় শীত এ কারণ শীতকটিবদ্ধ কহি ।
ওত্তর কেন্দ্রের নিকটে ওত্তর শীতকটিবদ্ধ । দক্ষিণ
কেন্দ্রের নিকটে দক্ষিণ শীতকটিবদ্ধ । এই দুই স্থানে
অতিশয় শীতপ্রযুক্ত প্রায় লোক বসতি নাই ।

পৃথিবীর মূল ভাগবিষয়ে ।

পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ প্রায় জল এক ভাগ
প্রায় মৃত্তিকা ।

পৃথিবীর মৃত্তিকার স্বাভাবিক ভাগবিষয়ে ।

পৃথিবীর নানা ভাগ আপনার আকৃতি অনুসারে
নানা নাম পাইয়াছে তাহার পাঁচ প্ৰকার ভাগ আছে ।
প্ৰথম দ্বীপ দ্বিতীয় ওপদ্বীপ তৃতীয় প্রায়দ্বীপ চতুর্থ ভূমুক
মধ্য পক্ষ্য অন্তরীপ ।

দ্বীপবিষয়ে ।

পৃথিবীর মধ্য যের স্থানে মৃত্তিকার অধিক ভাগ
এবং নানা দেশ ও তাহার মধ্য কোন সমুদ্র ব্যব
ধান না থাকে তাহার নাম দ্বীপ এই ভারত বর্ষকে
দ্বীপ কহা যায় যেহেতুক তাহার মধ্য অধিক দেশ ও
অনেক মণ্ডল আছে ।

ওপদ্বীপবিষয়ে ।

চতুর্দিকে জলেতে বেষ্টিত ক্ষুদ্র কিম্বা মহাভূমি ভাগের নাম ওপদ্বীপ যেমন লঙ্কা ও ইংলণ্ড দেশ ।

পুণ্ড্রদ্বীপ ।

যে কোন দেশ জলেতে চতুর্দিকে বেষ্টিত কিঞ্চিৎ স্থান মৃত্তিকার দ্বারা অন্য দেশের সহিত মঙ্গলগ্ন থাকে তাহার নাম পুণ্ড্রদ্বীপ ।

উম্বুকমণ্ডী ।

যৎকিঞ্চিৎ মৃত্তিকাদ্বারা সেই পুণ্ড্রদ্বীপ অন্য দেশের সহিত মঙ্গলগ্ন থাকিলে তাহার নাম উম্বুকমণ্ডী ।

অন্তরীপ ।

দেশে মঙ্গলগ্ন যৎকিঞ্চিৎ স্থান জলমধ্যবর্তী অথচ জলমগ্ন নহে তাহার নাম অন্তরীপ ।

জলভাগ ।

জলের যে ভাগ তাহার নানাপ্রকার নাম । প্রথম ভো যেখানে অনেক তল একত্র তাহার নাম সাগর । দ্বিতীয় সমুদ্র । তৃতীয় মোহনা । চতুর্থ হ্রদ । পঞ্চম মহাখাল । ষষ্ঠ খাল । ইহা চাঁড়া নদী ও অনুখাল ।

মাগির ।

পৃথিবীর মৰ্ব্বো যেখানে মকলহইতে অধিক জল
তাহার নাম মাগির যেমন মৃত্তিকাভাগের অধিক্য
প্রযুক্ত দীপ বহা যায় তেমন জলভাগের অধিক্য
প্রযুক্ত মাগির কহা যায় । মাগির পৃথিবীর মৰ্ব্বো তিন
টা আছে প্রথম আইল্যান্ডিক মে ইণ্ডোনি ও আফ্রি
কা এ দুই দেশহইতে আমেরিকাকে পৃথক করে ।
দ্বিতীয় ভারতীয় মাগির ভারত বর্মের দক্ষিণে । তৃতীয়
পাসিফিক অর্থাৎ প্রশান্ত মাগির মে আমিয়াহইতে
আমেরিকাকে পৃথক করে । এই মকল মাগির লবন জ
লেতে পূর্ণ এবং তাহারদিগের মৰ্ব্বো অনুমান পাঁচ
ছয় শত ওঁদ্বীপ আছে ।

মমুদু ।

যাহার জল মোহনা দিয়া মাগিরের মৰ্ব্বো পড়ে তা
হার নাম মমুদু ।

মোহনা ।

মমুদু যে লঘু পুন্ড পথ দিয়া মাগিরের মৰ্ব্বো পড়ে
তাহার নাম মোহনা যেমন ইণ্ডোনে দ্বানিয়া ও আ
ফ্রিকার মৰ্ব্বো জিব্রাল্ভরের মোহনা তাহার দ্বারা ভূ
মর্যাদ মমুদু মাগিরের মৰ্ব্বো পড়ে এবং আমিয়ার

মরী মালীক্কার মোহনা যেমন মৃত্তিকাতে ডম্বুমরী
তেমন জলেতে মোহনা ।

মহাখাল ।

সমুদ্রের যে জল কোন দেশের মরী পুবেশ করে
কিন্তু ভেদ করে না তাহার নাম মহাখাল যেমন
আমেরিকা দেশে মেক্সিকো নামে মহাখাল এবং
ভারত বর্ষের পশ্চিমে কচ নামে মহাখাল । মৃত্তি
কার ভাণ্ড যেমন অন্তরীপ জলের ভাগে তেমন
মহাখাল ।

খাল ।

সাগরের যে এক ভাগ জল দুই দিকে মৃত্তিকার
মরী জল পুবেশ করে ও দেশের মরী পুবেশ না হয়
তাহার নাম খাল । যেমন কলিকাতার দক্ষিণ
ভারত সমুদ্রের এক প্রদেশ ।

হুদ

চতুর্দিকে মৃত্তিকা থাকিয়া মরী অনেক জল থাকে
তাহার নাম হুদ অর্থাৎ বড় পুকুরিণী । আমেরিকা
দেশে এই রূপ দুই তিনটা আছে তাহার একটার পরি
মান লম্বে দুই শত চৌষট্টি ফোশ । এবং পীরমী

দেশের ওত্তরে ইণ্ডীস নামে হ্রদ সে এমত বড় যে সে পায় সমুদ্র কহা যায় এবং হিন্দুস্থানের ওত্তরে হিন্দু লোককর্তৃক অতিমান্য মানস সরোবর । যে মন মৃত্যকার মর্যো ওপদীপ তেমন জলের মর্যো হ্রদ ।

নদী ।

কোন পর্বতের অল্প স্থানহইতে জল নির্গত হইয়া স্রোতোদ্বারা কোন দেশের মর্যো দিয়া সমুদ্রে পড়ে তাহার নাম নদী । ভারত দেশে গঙ্গা নামে এক মহানদী হিমালয় পর্বতের অল্প স্থানহইতে নির্গতা হইয়া হিন্দুস্থানের মর্যোদিয়া তের শত কোশ আশিয়া কলিকাতার দক্ষিণে সমুদ্রে মিলিতা হইয়াছেন ।

অনুখাল ।

কোন নদীর এক ভাগ কোন দেশের মর্যো খানিক দূর পুৰিষ্ট হয় কিন্তু ভেদ না করে তাহার নাম অনুখাল অর্থাৎ ক্ষুদ্র খাল ।

পৃথিবীর খণ্ড ।

পৃথিবীর চারি খণ্ড হইয়াছে আশিয়া ও ইউরোপ ও আফ্রিকা ও আমেরিকা তাহার মর্যো সকলহইতে আশিয়া বড় ও ইউরোপ সকলহইতে ক্ষুদ্র ।

পৃথিবীর লোকগণনা ।

অনুমান পৃথিবীতে মাত্ৰ হাজার লক্ষ লোক আছে
তাহার মধ্যকার মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার লক্ষ ।
আফ্রিকাতে দুই শত লক্ষ । ইউরোপে মৌল শত লক্ষ ।
আমেরিকাতে এক শত আশী লক্ষ লোক আছে ।

পৃথিবীর মধ্যে ঐশ্বর্য্যবিত্তার নানা মত ।

পৃথিবীর মধ্যে চারি মত আছে প্রথম নানা প্রকার
দেবপূজকেরদের মত । দ্বিতীয় খ্রিস্টদেবেরদের মত
অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যকর্তৃক প্রেরিত ব্রাহ্মণের ভবিষ্যদ্বাণী
বের বিষয় এখনও খ্রিস্টদেবেরা সেই মতাবলম্বী । তৃতীয়
খ্রীষ্টীয়ানদের মত অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যিশু
খ্রীষ্টের মত । চতুর্থ মুসলমানদের মত অর্থাৎ
মহম্মদ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন ।

এ সকল মতাবলম্বী লোকেরদের বিবরণ ।

যাহারা দেবপূজা করে তাহাদের প্রথম বৌদ্ধ তা
হারা সিংহল দ্বীপে বুদ্ধ নামে ও বুদ্ধা দেশে গৌতমা
মা নামে ও চীন দেশে ফো নামে ও জাপান দেশে শ্যামা
নামে বুদ্ধকে পূজা করে । দ্বিতীয় হিন্দু তাহারা
হিন্দুরদের দেব দেবী মানে । তৃতীয় চীন ভোট তিব্বত

পুজিত দেশের কতক লোক তাহারা মহালামাকে
পূজা করে। চতুর্থ চীনায়ে লোকেরা তাহারা কং-যুমিকে
যানে। পঞ্চম কতক লোক তাহারা অন্য দেশে
অন্য দেবতাকে যানে। ইহা জাতি কতক লোক
আছে তাহারা কোন দেবতাকে যানে না।

এই মহল মতাবলম্বী লোকেরদের সংখ্যা ।

বৌদ্ধের মতাবলম্বী এক হাজার পাঁচ শত কুতি
লক্ষ লোক। হিন্দুরদের মতাবলম্বী নয় শত লক্ষ।
কং-যুমিপূজকেরা তিন শত লক্ষ। অন্য দেবতা
কে তাহারা পূজা করে তাহারা এক হাজার লক্ষ।
যিহদীয় লোকেরা ত্রিশ লক্ষ। গুরু যোয়ানেরা এক হা
জার নয় শত লক্ষ। মুসলমানেরা ছয় শত লক্ষ।

আমিয়া।

পৃথিবীর মধ্যে পৃথমে আমিয়াতে মনুষ্যসৃষ্টি।
আমিয়া মহল যথহইতে বস তাহার দীর্ঘতা ছয় হা
জার ছয় শত মন্তরি হোত। যেখানে অধিক পুষ্ক সে
যায়ে চারি হাজার ছয় শত কুতি হোত। আমিয়াতে
প্রায় পাঁচ হাজার লক্ষ লোক আছে আমিয়ার প্রায়

মকল দেশ পৃথিবীর উত্তর ভাগে অর্থাৎ রেখাভূমির
 উত্তরে।

उत्तमिषां मेषाः ।

আমিয়ার ওত্তরে হিম সমুদ্র তাহার দক্ষিণে ভারত
সমুদ্র ওত্তর পশ্চিমে ইউরোপের সহিত সংসর্গ।
দক্ষিণ : পশ্চিম মীমা আফ্রিকা পূর্ব মীমা পামিট্রিক
নাগর এবং বীরিং মোহনাদিয়া আমেরিকা হইতে
এক শত মন্তরি দুনিয়ার অংশেতে ভেদ হইয়াছে।
বোম্বাই অবধি ওত্তর আশী অক্ষাংশ পর্যন্ত ও
নৈটিশ পূর্ব দুনিয়া অবধি এক শত আশী পূর্ব দুনিয়া
পর্যন্ত তাহার মীমা।

আমিয়ার নানা দেশ ।

যদি আমরা হিন্দুর মতে রেখাভূমির দেশ হইতে
গণনা আরম্ভ করি তবে পুণ্যমতো ভারত দেশ তাহার
মধ্যে বাদীলা বেহার ইত্যাদি নানা দেশ । তাহার
নিশ্চয় উত্তরে ভোট ও তিব্বত তাহার উত্তরে ভাটার ।
বাদীলার উত্তরে কিছিন্ন পশ্চিমে ক্রমে নেপাল ও কা
শ্মীর ও কাবোল এবং উত্তর পূর্ব আমায় তাহার পূর্বে
চীন তাহার উত্তর পূর্ব জাপান অর্থাৎ তিনটা উপদ্বীপ ।

বঙ্গদেশের নিকটে দক্ষিণ পূর্ব বুক্ষা দেশ তাহার পূর্ব সীমায়
ও উত্তরে । হিন্দুস্থানের পশ্চিম পারশী তাহার পশ্চিমে
আরব এ সকল জাতি দক্ষিণ পূর্ব উপদ্বীপ আছে তা
হার মধ্যে প্রধান এই সুমাত্রা ও বর্নিও ও নব হলণ্ড ।

হিন্দুস্থান ।

পুণ্ড্র হিন্দুস্থান উত্তর জয় অক্ষাংশ অবধি পর্য্যন্ত
উত্তর অক্ষাংশ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব দ্বাদশমা মাতৃষ্টি
অংশ অবধি তিরানদ্বয় অংশ পর্য্যন্ত । তাহার
পূর্ব সীমায় আমায় ও বুক্ষা দেশ তাহার দক্ষিণ
ভাগে মগীর তাহার উত্তর পশ্চিমে সিন্ধুনদী । তা
হার উত্তর যে পর্বত হিমালয়ে আরম্ভ হইয়া বৃক্ষের
তালের মত গারো পর্বত ও কাজা পর্বত পর্য্যন্ত গিয়া
দক্ষিণে বেবান দেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছে । হিন্দুস্থা
নের যে স্থানে অতিশয় দীর্ঘতা অর্থাৎ কুমারী অন্ত
রীপ অবধি কাশ্মীর পর্য্যন্ত উত্তর অংশ মতের শত
চৌত্তর কোশ এবং যে স্থানে অতিশয় পুষ্ণ অর্থাৎ
আহুহইতে সিন্ধ দেশে করাচীবন্দর পর্য্যন্ত জাহ্নবী
অংশ অর্থাৎ ষোল শত কোশ । এই বড় দেশের
মধ্যে নানামণ্ডল আছে তাহার বিস্তারিত পঞ্চাৎ
লিখা যাইবে । এখন পর্বত ও নদী ও লোক ও

লোকসংখ্যা ও ভাষা ও পূজাদি ব্যবহার লিখা যাই
তেছে ।

হিন্দুস্থানের পর্বত ।

হিন্দুস্থানের পুরান পর্বত হিমালয় সেই ককাদমা
পর্বতে আরম্ভ হইয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া বালথের
ওতরে পৌঁছে এবং সেখানে হইতে দক্ষিণ পূর্ব দিকে
ভ্রমণ করিয়া গাংকো ও কশাই ও কচোত নামে নানা
পর্বত হইয়া রেকান পর্বতপর্যন্ত সীমা হইয়াছে সে
পর্বতশ্রেণী চারি হাজার ফ্রাংকানক । পূর্ব দিকে সে
রাঙ্গীলাক আসাম ও চীন হইতে প্রাকৃতরে । পৃথি
বীর মধ্যে মকল হইতে ওঃ পর্বত হিমালয় সমুদ্রের
তল হইতে সে আঠার হাজার ঘাট হাত ওঃ । এবং
আমেরিকার মধ্যে আন্দেস পর্বত দোহরা পূর্ব মকল
লোকে অনুমান করিত যে এ পর্বত মকল হইতে ওঃ
কিন্তু সেও চৌদ্দ হাজার হাতের অধিক সমুদ্র হইতে
ওঃ নহে । দ্বিতীয় রাঙ্গীর নিকটে বন্ধায়েল । তৃতীয়
রাজমহলের শ্রোবদ্ধ পর্বত সে শোন ও নর্মাদা
নদীর মূলে আরম্ভ হইয়া রাজমহলের গঙ্গার নিকটে
আমিয়া দক্ষিণে পুবেশ করিয়া নীলপর্বত নামে প্রসিদ্ধ
হইয়াছে । চতুর্থ দক্ষিণ দেশের ঘাট এবং বোম্বয়ের

দক্ষিণে মলয় পর্বত তাহাতে চন্দন ও এলাইচ জন্মে।
ইহা ছাড়া নানা দেশে ছোট পর্বত আছে।

হিন্দুস্থানের নদী।

হিন্দুস্থানে ছোট বড় অনেক নদী আছে ছোট পু-
স্ককে সকল মণ্ডালা হয় না কিন্তু পুধান নদী পুণ্য
গঙ্গা। তাহার মবো গঙক ও গোগরা ও শোন ও
মহানন্দা ইত্যাদি পুবেশ করে সে গঙ্গা হিমালয়ে
আরম্ভ হইয়া ডের শত ক্রোশ আমিয়া কলিকাতার
দক্ষিণে মাগারে পুবেশ করে। দ্বিতীয় সিন্ধু নদী কৈলাস
পর্বতে আরম্ভ করিয়া শতদ্রু ও বিপাশা ও ঐরাবতী
ও চন্দ্রভাগা ও বতস্তা ইহারদের সহিত মিলিয়া সিন্ধু
দেশের নিকট ভারত দেশের পশ্চিম সীমা এক
হাজার ক্রোশ চলিয়া ভারত মাগারে পুবেশ করে।
তৃতীয় ব্রহ্মপুত্র হিমালয়শ্রেণীতে আরম্ভ করিয়া তিব্বত
ও আমায় ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালার ওত্তর পূর্ব কোণে
পুবেশ করিয়া দক্ষিণের চাটিগ্রামের নিকট পদ্মাতে
আর্ধ্য গঙ্গাতে মিলিত হইয়া বাঙ্গালার খালে পুবেশ
করে। এই নদী ওত্তর কোল ও দক্ষিণ কোল নামে
আমায় দেশকে দুই ভাগ করে। এই তিন পুধান
নদী যে স্থানহইতে নির্গতা হয় সে তিন স্থান পুণ্য

পরস্পর নিকটে। এই নদী ছাড়া যমুনা ও নর্মদা ও
গোদাররী ও কৃষ্ণ ইত্যাদি অনেক ছোট নদী আছে।

হিন্দুস্থানের লোকসংখ্যা।

হিন্দুস্থানের লোকসংখ্যা কখন কেহ স্থির করে
নাই কিন্তু অনুমান করি যে দশ কোটি লোক হইতে
পারে। ইহার মধ্যে আট শত লক্ষ লোক ইংলণ্ডী
য়েরদের অধিকারে অবশিষ্ট দুই শত লক্ষ লোক
অন্য রাজারদের অধিকারে। তাহার মধ্যে পুর্বান
এইন্দির নদীর নিকটে শিখ ও দক্ষিণে নিতামালির
দেশ।

হিন্দুস্থানীয় ভাষা।

ভারত বর্ষের মূল সংস্কৃত নানা দেশীয় ভাষা এই
সংস্কৃতমূলক এবং ভারত বর্ষের মধ্যে যত অমর
তাহারও মূল দেবনাগরী। আট শত বৎসর হইল
মুসলমানেরা হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিল সেই অবধি
হিন্দুস্থানে পারস্যি ভাষা ও আরব চলিত হইয়াছে
এবং চলিত ভাষার মধ্যেও অনেক পারস্যি কথা প্র
বেশ করিয়াছে। ভারত বর্ষের মধ্যে নানা দেশে নানা
রূপে বাঙ্গালা আমাম মিথিলা কোশল ভট্টনের ভোজ
পুর বোধিন কাশ্মীর ওকল ত্রৈলিঙ্গ কর্ণাট বঁদেল

৷ও হরিজাতি কানাকুড় তখনগর হাতিতি যাড়ওয়ার
ভগোল৷ও বিকানিয়র ওজরাতি ওদয়পুর নেপাল মনি
পুর জমু পালনা মুলতান কচ মগবি ওজ্জয়নী দিল্লু
আনগর কামাও শিকাবতী ইত্যাদি নামে গুয় চল্লিশ
পুকার ভাষা চলিতেছে। বাঙ্গালা মনিপুর ব্রহ্মা
শায়া ভোট মৈথিল শিখ কাশ্মীর মুলতান বৈলিঙ্গ
ওড় তামল মলয়ালিম সিংহলীশ মোড় এই নামে
দেবনাগরহইতেও গুয় কুড় পুকার অক্ষর নির্গত হই
য়া চলিতেছে। পারসীহইতে একটাও নির্গত হয়
নাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে ঐশ্বর্য্যরাধনা।

ভারত বর্ষের মধ্যে তিন পুকার মত আছে প্রথম
হিন্দুর মত দ্বিতীয় মুসলমানের মত তৃতীয় খ্রীষ্টি
য়ানের মত। হিন্দুর মত ক্রমে পরিবৃত্ত হই
য়াছে। প্রথম বেদে এক তেজোময় আত্মা লোকেরা
অগ্নিতে সে আত্মার আরাধন করিয়া অগ্নির আরা
ধনা করিত। পরে দুই হাজার তিন শত বৎ
সর হইল বৌদ্ধেরা বেদার্থের অনুসারে এক মত স্থির
করিল। পরে ব্রাহ্মণেরা পুরান মতে দেব দেবীর
সাকাররূপ সৃষ্টি করিল এবং তাত্ত্বিকেরা তত্ত্বশাস্ত্রা

নুসারে ঐ দেব দেবীর পূজার নানা প্রকার ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন । তিন শত বৎসর হইল ঠেডনা দেব বৈষ্ণবেরদিগের এক মত স্থাপিত করিলেন । এক শত বৎসর হইল নানক পঞ্চান দেশে এক মত স্থির করিলেন ইহা ব্যতিরিক্ত প্রকৃত শাস্ত্রবেত্তারা কেবল জ্ঞানকাণ্ড মানেন কিন্তু কর্মকাণ্ড মানেন না জাতি বিবেচনা কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে অর্থাৎ পৃথিবীর আট অংশের একাংশে আছে ।

দ্বিতীয়তঃ মহম্মদ এক হাজার দুই শত বৎসর হইল মুসলমানেরদের এক মত সৃষ্টি করিলেন এবং আট শত বৎসর হইল মুসলমানেরদের মত ভারত বর্ষে প্রবিষ্ট হইল । তৃতীয়তঃ খ্রীষ্টের মত অর্থাৎ ব্রহ্মের পুত্র পৃথিবীর ত্রাণকর্তার মত । ব্রহ্ম তাঁহাকে মনুষ্যেরপুতি পাপের আরম্ভময়্যে স্বীকার করিলেন এবং নিকশিত সময় আইলে স্বীহইতে জাত সকল মনুষ্যকে পাপ ও দুঃখহইতে ওদ্ধার করিতে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন । তিনি স্বীহইতে অন্য লইয়া যিশু খ্রীষ্ট নামক হইলেন যিশু অর্থে ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট অর্থে অভিষিক্ত যিশু খ্রীষ্ট অর্থে অভিষিক্ত ত্রাণকর্তা । ইং

গোলাধার।—

পুঁথির পুঁথিকালে দেবপূজা করিতেন খ্রীষ্টের বাক্য
মতাক্রমে গৃহন করিয়া পৃথিবীর মৰীয়া এখন সকল
ইহাতে অতিবড় এবং জানবান ইহায়াছেন যদ্যপি
তঁাহারা কখনো এই মত জাভেন তবে অন্য দেশের
লোকের ন্যায় দুর্বল ও অজ্ঞান ইহািবেন।

হিন্দুস্থান।

হিন্দুস্থানকে দুই ভাগ করা যায়। উত্তর হিন্দুস্থান
ও দক্ষিণ হিন্দুস্থান। উত্তর হিন্দুস্থানের দক্ষিণ সীমা
ওজাটের নিকটবর্তী সমুদ্র ও নর্মদা নদী ও নর্মদার
উৎপত্তি স্থান ইহাতে কল্হণীয় রেখা বালেশ্বর পর্য্যন্ত ও
সুন্দরবনের নিকটবর্তী সমুদ্র। দক্ষিণ হিন্দুস্থানের উত্তরে
নর্মদা নদী অবধি দক্ষিণে কুমারী অভ্যুতী পর্য্যন্ত।
কোন ব্যক্তি হিন্দুস্থানকে তিন ভাগ করে দক্ষিণ হিন্দু
স্থান ও উত্তর হিন্দুস্থান ও মধ্য হিন্দুস্থান কিন্তু সুদূর
কালে নর্মদা নদীকে মধ্য করিয়া দুই ভাগ করা
গেল।

উত্তর হিন্দুস্থান।—

উত্তর হিন্দুস্থানের পশ্চিমে সীমা সিন্ধুনদী উত্তরে হি
মালয়শ্রেণী পূর্বে ব্রহ্মদেশ দক্ষিণে নর্মদা নদী ও
সমুদ্র

উত্তর হিন্দুস্থানীয় দেশ ।

সে তিন প্রকার । প্রথমতঃ ইংল্যান্ডীয়দের অধিকৃত
গঙ্গার ওভর পার্শ্বে গঙ্গা মাগর অবস্থি দিল্লী পর্য্যন্ত ।
দ্বিতীয়তঃ ইংল্যান্ডীয়দের অধিকারের পশ্চিমে ও
দক্ষিণে স্বরাজ্যবীন দেশ । তৃতীয়তঃ ইংল্যান্ডীয়দের
অধিকারের পূর্বে ও উত্তরে স্বরা জ্যবীন দেশ । পূর্বে
শাহ অকবর বাদশাহ্ যত্ন সুবা কুণ্ড করিয়াছিলেন
তাহার মাত সুবা এখন কমে ইংল্যান্ডীয়দের অধীন
হইয়াছে ।

ইংল্যান্ডীয়দের অধিকৃত হিন্দুস্থান ।

বাঙ্গাল্য ।

ইংল্যান্ডীয়দের অধিকারের মধ্যে বঙ্গভূমি অতি
ওঁর্ধ্বা জ্ঞান হয় । সে দীর্ঘ তিন শত ঘাট ফোঁশ প্রস্থ
তিন শত ফোঁশ এবং তাহার মধ্যে প্রায় পর্বত নাই ।
তাহার প্রাচীন নাম গৌড় এবং এই অধিকার
ভেদে সে বিভক্ত হইয়াছে যশোহর ও নবদ্বীপ ও
বর্ধমান ও মেদিনীপুর ও বীরভূমি ও রাজনহী ও
মহামুদসহী ও দিনাজপুর ও বঙ্গপুর ও কৌচবিহার
ও পূর্বনায়া ও বুদ্ধপুত্রের পূর্ব পারে অহম্ম ও ত্রিপুরা
ও চট্টগ্রাম । ইহার মধ্যে কৌচবিহার ইংল্যান্ড

গুয়েরদের প্রকৃত অধিকারের মর্যাদা নহে কিন্তু ইংল্যান্ড
গুয়েরদের আয়ত্তমাত্র । এই বাঙ্গালার উত্তর সীমা
দিনাজপুর ও রঙ্গপুর পূর্ব সীমা শ্রীহট্ট দক্ষিণ সীমা
গঙ্গাসাগর পশ্চিম সীমা রামগড় ও নালান্দা ।
অনুমান হয় বাঙ্গালার মর্যাদা এক কোটি বর্গ লক্ষ
লোক আছে । তাহার পুর্বীন নগর এই প্রথম
কলিকাতা মে মাড়ে বাইশ উত্তর অক্ষাংশ ও লণ্ডন
হইতে পূর্ব অক্ষাংশ দুাদ্বিঘাতে মে মকল হিন্দুস্থানের
রাজধানী । দ্বিতীয় ঢাকা নগর মে কলিকাতাহইতে
উত্তর পূর্ব এক শত বর্গ কোশ । মে পূর্বে বাঙ্গালার
রাজধানী ছিল । তৃতীয় মুরশেদাবাদ মে কলিকাতা
হইতে এক শত আশী কোশ ।

মিথিলা দেশ অর্থাৎ তীরথ ।

বাঙ্গালার পশ্চিম গঙ্গার উত্তরে ইংল্যান্ডগুয়েরদের
অধীন যে দেশ তাহার বিবরণ এই । তাহার মর্যাদা
বাঙ্গালামঙ্গলদ্বীপ মিথিলা তাহার দক্ষিণ সীমা গঙ্গা
উত্তর সীমা নেপাল । মিথিলা জিলাকে মুজফ্ফরপুর
কহে । গঙ্গা নদ উত্তরহইতে মিথিলা দেশের মধ্য
দ্বিঘা আমিয়া হাজীপুরে গঙ্গাতে মিলিত হইয়াছে ।
মিথিলার মর্যাদা বেতীয়া নামে এক স্থান আছে

সেখানে অনেক খ্রীষ্টিয়ান লোকের বসতি আছে ।

অযোধ্যা ।

মিথিলার পশ্চিমে অযোধ্যা । তাহার পুর্বান রাজ বানী লক্ষ্মণো । তাহার দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা গঙ্গা অযোধ্যার মধ্যদ্বারা গোঁগরা নামে মহানদী হিয়া লয়শ্বেনীহইতে আমিয়া চিরনজাপুর নিকটে গঙ্গা তে মিলিয়াছে আর গোমতী নামে এক নদী লক্ষ্মণোয়ের নিকটে দিয়া আমিয়া কাশীর পূর্ব গোঁগাল পুরের নীচে গঙ্গাতে মিলিয়াছে । রোহিলারা এই দেশের পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়াছিল এই প্রযুক্ত তাহার নাম রোহিলখণ্ড খ্যাত হইয়াছে । রোহিলখণ্ডের পুর্বান রাজধানী বাঁশবরেলি । অযোধ্যার উত্তর সীমা নেপাল ও দক্ষিণ সীমা গঙ্গা । তাহার আর এক নাম উত্তর কোশল ।

মগধ ।

গঙ্গার দক্ষিণে বাঙ্গালার নিম্নতম পশ্চিমে প্রথম মগধ দেশ এখন তাহার নাম বেহার খ্যাত । মগধ দেশ গঙ্গা দ্বারা মিথিলাহইতে বিভক্ত হইয়াছে । তাহার পূর্ব সীমা সীতাকুণ্ড ও পশ্চিম সীমা কাশীর নিকটে হ্যামেশ্বর শিখ । তাহার পুর্বান নগর পাটনা মুন্সল

মানেরা তাহাকে আত্মবিদ্যাহেতু কহে । অনুমান হয় তাহার মর্ষে দুই লক্ষ লোক আছে ও তাহার নিকটে শৌন নদীর মোহনা মগধ দেশের মর্ষে গঙ্গানামে মহাভীষ্মাল আছে এবং এই দেশে বুদ্ধাবতার ইহীয়া ছিলেন এই বুদ্ধের মত এখন অনেক দল ব্যাপ্ত হইয়াছে । অনুমান হয় যে এই দেশের মর্ষে ক্রিয়া তাহার ক্রিয়া পূর্বে দুই হাজার বৎসর হইল পাটলিপুত্র নামে এক মহানগর ছিল তাহার মত নগর তম্বুতীনে আর ছিল না সেই নগর এখন লুপ্ত হইয়াছে ।

কাশী ।

মগধ দেশের পশ্চিমে কাশী ক্ষুদ্রদেশ কাশীর কিছু দেশ গঙ্গার ওত্তর পারেও আছে । কাশী নগরে শাস্ত্র বিদ্যাভ্যাসের বিস্তার অনুশীলন আছে ।

বন্দেলখণ্ড ।

কাশীর দক্ষিণ পশ্চিমে বন্দেলখণ্ড তাহার পূর্বে ভাগের নাম ভগোলখণ্ড সেখানে পর্ণা নামে এক স্থানে হিরণ্যখনি আছে ।

মথুরা ।

বন্দেলখণ্ডের ওত্তর পশ্চিমে মথুরা দেশ যমুনার

পশ্চিমে তাহার রাজধানী পুথমে যথুর্বা ছিল । আর মুসলমানেরা অধিকার করিয়া আগরা রাজধানী করিল ।

কুরুক্ষেত্র ।

মথুরার উত্তর পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ হরিয়ানা মে দেশের পূর্ব দিকে দিল্লী নগর আছে মে দিল্লী পূর্বে সকল হিন্দুমানের রাজধানী ছিল কুরুক্ষেত্রের উত্তরে ইংল্যান্ডীয়েরদের অধিকৃত কতক দেশ আছে মে পঞ্চ পের অন্তঃপাতী ।

কান্যকুব্জ দেশ ।

পুয়াগ অবধি উত্তর পশ্চিম ও উত্তর গঙ্গা ঘমনার মধ্যবর্তী দেশ কান্যকুব্জ মে প্রায় তিন শত কোশ দীর্ঘ । সংস্কৃতে তাহাকে অন্তর্বেদী কহে ও মুসল মানেরা তাহাকে দোআব কহে তাহার পুর্বান নগর এই পুয়াগ ও কনৌজ ও ফরুকাবাদ ও আলীগড় ইত্যাদি । তাহার মধ্য বুজনামক এক ক্ষুদ্র দেশ আছে তাহার ভাষাকে বুজভাষা করিয়া কহে । গঙ্গার উভয় পাশ্বে ইংল্যান্ডীয়েরদের অধিকৃত যে দেশ মে প্রত্যেক দেশের ভাষা পৃথক কিন্তু মে সকল সংস্কৃতমূলক ।

ই-সুন্নিয়াদের অধিকাংশের দক্ষিণ পশ্চিমে স্বরাজ্য
ধীন দেশ ।

হিন্দুদের মধ্যে অত্যন্তর স্থান কাশ্মীর মেখানে
অতিমুন্দর ও বহুমূল্য শীল প্রস্তুত হয় তাহার দেশ
ইহাতে এক প্রকার জাগলের লোম লইয়া কাশ্মীরে
শীলনির্ম্মাণ করে । কাশ্মীরে পূর্ব হিন্দুর শাস্ত্রের বড়
প্রচার ছিল সে দেশ হিমালয় পর্বতশ্রেণীতে চতুর্দিকে
বেষ্টিত সে এখন কাণ্ণাহারের রাজ্যের অধীন ।

পঞ্চাল অর্থাৎ পঞ্চান ।

কাশ্মীর দেশের দক্ষিণে পঞ্চাল সে সিঙ্কুনদীর
পূর্বে সে দেশে শতদ্রু ও দিনাশা ও চন্দ্রভাগা ও ঐরাব
তী ও বিতস্তা এই নামে পাঁচ নদী আছে তৎসমুদয়
পঞ্চান কহে । তাহার প্রবিন নগর লাহোর ও
অমরেশ্বর তদ্রদেশীয় লোকেরা বাবা নানকের মতে
চলে তাহারদের ভাষা ও অক্ষর স্বতন্ত্র সে দেশ
পূর্ব কালে অনেক অধিকারে বিভক্ত ছিল এখন
সে সকল প্রযুত রণজিৎ-সিংহ আপন অধিকারে
আনিয়াছেন ।

রাজপুথান ।

পঞ্চালের দক্ষিণ রাখ্যের রাজপুতের দেশ তাহার

যথেষ্ট পুৰান এই দেশ অয়নগর ও বীকানিয়ার ও
যোবিন্দুর ও ওদয়পুর ইহারদের যথেষ্ট অয়নগর পুঠান
মেখানে অনেক মন্দির পুতক আছে রাজপুত্রদের
মকল দেশইহাতে বীকানিয়ার পশ্চিম বীকানিয়ার
মকভূমির অন্তঃপাতি। এই ভিন্ন ভোগাল ও কোটা
ও বিলমা মাগিরের নানা ক্ষুদ্র রাজ্য আছে।

যশোরভূরাও হোলকর দোলপুরাও মিজিয়াংর দেশ।

রাজপুত্রের দেশের পূর্বে ও দক্ষিণে হোলকর ও
মিজিয়াংর দেশ দক্ষিণ ও পশ্চিমে ওজরাটপর্বাৎ ও
ওত্তর ও পূর্বে যমুনা নদীপর্বাৎ। মিজিয়াংর রাজ
বানী নগর গোয়ালিয়র মে আগরাইহাতে ঘাটি
ফোর্স। তাহারদের দেশ দক্ষিণ নর্মদা নদীপর্বাৎ
ওজরাটের এক ভাগ ইংল্যান্ডীয়েরদের অধীন বোম্বই
য়ের অন্তর্গত। তাহার পুৰান স্থান মুরাধু গত
যুদ্ধেতে হোলকরের দেশের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা ইহ
যাছে।

মিজুদেশ।

মিজু নদীর পূর্ব পাশে মিজু দেশ মে মুসলমানের
দের কাণাহার রাজার অধীন তাহার রাজধানী হয়

দরাবাদ। রাজপুতেরদের দেশ হইতে মক্কাভূমি দ্বারা মে দেশ বিভক্ত হইয়াছে মে ভূমি দীর্ঘে তিন শত ঘাটি কোশ পূর্বে এক শত বিন্শ কোশ। ইয়দরাবাদ দুই আছে দক্ষিণ দেশে নিজামালীখাঁর রাজধানী এক। এবং পশ্চিম দেশে সিন্ধু নদীর তীরে কাণাহারের রাজার রাজধানী এক।

কছুদেশ।

সিন্ধু নদীর দক্ষিণে ওজরাটের ওত্তরে যে দেশ তাহার নাম কছু মে স্বরাজধানী। সিন্ধু নদীর অর্থাৎ আটক নদীর পশ্চিমে হিন্দুমান নহে কেননা হিন্দু লোক মে দেশে গৌলে জাতিভুক্ত হয়।

ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকারের ওত্তরে ও পূর্বে
স্বরাজধানী দেশ।

নেপাল।

ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকারের ওত্তরে অর্থাৎ তাইশ ওত্তর অক্ষাংশে ও পঁচাল্লী পূর্ব দ্রাঘিমাতে নেপাল দেশ মে পূর্বে ভোটেই দেশাবধি ওত্তর পশ্চিমে শ্রীনগর পর্য্যন্ত। ইংলণ্ডীয়েরা কতক বৎসর হইল নেপালের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া বরেন্দ্র

ওতরে নেপালের রাজার অধিকৃত কায়াঙ ও আল মোড়া এই দুই দেশ ও তাহার রাজ্যের তিন ভাগের এক ভাগ লইয়াছেন । নেপালের রাজধানী কাটমান্ডু মে পাটনার ওতরে এক শত ত্রিশ কোশ । নেপাল হইতে অনেক পুকার বহুমূল্য কাষ্ঠ আইসে ।

আমায় দেশ ।

বাঙ্গালার ওতর পূর্বে কোনে আমায় ক্ষুদ্র দেশ কিন্তু স্বরাজ্যধীন । ব্রহ্মপুত্র নদের ওতর যে আমায় দেশ তাহার নাম ওতর কোল ও তাহার দক্ষিণে দক্ষিণ কোল মেথানকার ভাষা পৃথক কিন্তু পুায় বাঙ্গালার মত । রঙ্গপুরের পূর্বে ইংল্যান্ডীয়েরদের দেশ ও আমায়ের দেশ এই ওতর সীমাতে গোয়ালপাড়া নামে শহর । আমায়ের তাবৎ বানিজ্যের বস্তু গোয়ালপাড়া হইয়া বাঙ্গালাতে আইসে ।

হিড়ম্ব দেশ ।

আহম্মের নিশ্চয় পূর্বে হিড়ম্ব দেশ মে দেশ স্বরাজ্যধীন তথাকার রাজা দুর্বল মেদেশে তাবৎ হিন্দু শাস্ত্র প্রমিত আছে । এই দেশ পূর্বে দিগো মনিপুরের সহিত সংলগ্ন । তাহার রাজধানী পূর্বে ওয়ারাভী ছিল সম্প্রতি থামপুর হইয়াছে ।

অয়ন্তীপুর ।

শ্রীহট্টের উত্তরে দশ কোশ অয়ন্তীপুর নামে ক্ষুদ্র দেশ মে হিন্দুরদের প্রাচীন দেশ মে স্বরাজ্যবীন তা হার রাজধানী অয়ন্তীপুর ।

মনিপুর ।

আমামের দক্ষিণ পূর্ব ও বাঙ্গালার নিম্নে পূর্ব মনি পুর এক ক্ষুদ্র দেশ ব্রহ্মা দেশের রাজ্যের অধীন । তা হার ভাষা স্বতন্ত্র ও মেথানকার রাজ্যের অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে এবং এতদেশীয় ব্রাহ্মণেরা মেথানে গমনাগমন করেন । মনিপুর ও বাঙ্গালার মধ্যে মেথ ও গারো ও খুঁকি ও খশাই এই পর্বতীয় লোক আছে । তাহারা লিখাপড়া জানে না তাহার দের মধ্যে কতক লোক ওলঙ্গ ।

উত্তর হিন্দুস্থানের সকল দেশ এই যেহেতুক তা হারদের পূর্বে ও উত্তরে ও পশ্চিমে হিন্দু নাই ।

দক্ষিণ হিন্দুস্থান ।

দক্ষিণ হিন্দুস্থান নর্মদা নদী অবধি কুমারী অন্তরঙ্গ পর্যন্ত মে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় । প্রথম ইন্দ্র প্রদেশের অধিকৃত দেশ দ্বিতীয় স্বরাজ্যবীন দেশ ।

ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকৃত দেশ।

বাঙ্গালার দক্ষিণ পশ্চিমে ঔৎকল দেশ। তাহার ভাষা ও অক্ষর পৃথক কিন্তু সংস্কৃতমূলক। তাহার পুৰ্ব্বান নগর সমুদ্রতীরস্থ বালেশ্বর ও কটক কটকের নিকটে জগন্নাথ দেবের মন্দির সে স্থানে নানা দেশ হইতে তীর্থ করিতে অনেক লোক যায় সেই লোকের মধ্যে এত লোক অনাহারে ও লবনাসুপীড়াতে মরে যে মন্দিরের নিকটে স্থান অস্থি শব্দময়। ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকার বালেশ্বর অবধি দক্ষিণ পশ্চিম কুমারী অভূরীপর্যন্ত সমুদ্রের তীরে নয় শত কোশপর্যন্ত আছে তাহার মধ্যে আর কোন রাজার অধিকার নাই। কুমারী অভূরী নদুরিয়া তিন শত ঘাটি কোশ ওত্তর পশ্চিমে ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকার। তাহার ওত্তর পশ্চিমে সমুদ্রের তীরে পুনাগুয়ায় মহারাজের অধিকার। ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকৃত দক্ষিণ হিন্দু স্থানের মধ্যে এই দেশ আছে ঔৎকল ও আন্ধ্র ও মহীসূরের কতক ভাগ ও দুবিড় এই সকল দেশের রাজধানী সমুদ্রতীরস্থ মান্দ্রাজ। তাম্রশীয়েরা তাহাকে চন্দ্রপত্তন কহে। সে ওত্তর ভের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দুই দ্বাদশিমাতে তাম্রশীয়ে ভাষা ঔৎকল ও তা

মাল ও তৈলঙ্গ ও কোঙ্কিন ও মলয়াল। গুজরাটের দক্ষিণ পূর্বে সমুদ্রতীরে বোম্বাই ও মালমেট ও অন্যান্য কতক দেশ। বোম্বাই ও নিশ ওত্তর অক্ষাংশে ও তে হত্তর পূর্বে দ্রাঘিমাতে। বোম্বাই পৃথক মদর কলিকাতার অধীন বোম্বাইয়ের অন্তর্গত দেশ অল্প। ভারত বর্ষে ইংল্যান্ডীয়েরদের অধিকারে তিন মদর রাজধানী কলিকাতা ও মান্দরাজ ও বোম্বাই। পূর্বে মান্দরাজ মকলহইতে পুধান জিল পরে পনাশির যুদ্ধের পর কলিকাতা পুধান হইল। বোম্বাইয়ের অন্তঃপাতি দেশের ভাষা গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রী ও কোঙ্কিনী ও কর্ণাটী।

দক্ষিণ হিন্দুস্থানে স্বরাজ্যধীন বিরাট দেশ।

৩৮ ফলের পশ্চিমে পূর্বে মহারাষ্ট্র অর্থাৎ বিরাট রাজ্যের দেশ মে দেশ ওত্তরে নর্মদানদী তাহার রাজধানী নাগপুর মে প্রায় মকল হিন্দুস্থানের মধ্যবর্তী নগর। মে দেশের কর্ত্তা অন্যায় করিয়া লোকের দিগিকে পীড়া দেয় মেই দেশীয় পুজারা ইংল্যান্ডীয় পুজারদের মত সুখী ও নিশ্চিন্ত নহে মেখানে প্রায় প্রতিদিন গায় ও নগর লুট হইত কিন্তু ১৮১৭ সালে নাগপুরের রাজা ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত শঠতা করিলে ইংল্যান্ডীয়েরা তাহার রাজ্যের অধিক ভাগ লই

যাচেন ও সেখানে যথার্থ বিচার স্থাপন করিয়াছেন ।

পশ্চিম মহারাষ্ট্র দেশ ।

বিরাটের পশ্চিমে মহারাষ্ট্র অর্থাৎ পেশওয়ার দেশ তাহার রাজধানী পুনাগুায় বোম্বাইয়ের দক্ষিণ পূর্বে ষাটি কোশ তাহার মধ্য বিজাপুরের প্রায় সকল ভাগ আছে তাহার অধিকার পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত । ১৮ ১৭ সালে পুনাগুায়ের রাজা ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত শর্ত করিয়াছিল সেইহেতুক ইংলণ্ডীয়েরা তাহার দেশের অনেক ভাগ লইয়াছেন ।

মাদেশ ।

বোম্বাইয়ের উত্তর পূর্বে নর্মদার দক্ষিণ পাশে মাদেশ মে যশোবন্তর ও হোলকরের অধিকার ছিল । এখন ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকার হইয়াছে ।

নিজামালীর দেশ ।

বিরাটের দক্ষিণে নিজামালীর দেশ মে গৌদাবরী ও বরদা নদীদ্বারা বিরাটহইতে বিভক্ত আছে । সেই রাজ্যের মধ্য গোলকুণ্ডা ও বিদর ও আওরঙ্গাবাদের নিকট ভাগ । তাহার রাজধানী হুয়দরাবাদ মে নর্মদা পুরহইতে দুই শত চল্লিশ কোশ দক্ষিণে ।

মহামুর দেশ।

মান্দরাজের পশ্চিমে মহামুর দেশ সে পূর্ব হইতে
 রালী ও টিপু মুলতানের অধীনতাকালে অতিবৃহৎ
 ছিল কিন্তু ইংল্লণ্ডীয়েরা তাহার মধ্যাহ্নেতে অনেক
 লইয়াছেন এখন কতক স্বরাজ্যধীন আছে সে দেশ
 এক শত ঘাটি ফ্রাং দীর্ঘ ও এক শত ঘাট প্রাণ পুষ্ক
 এখন সে দেশ ইংল্লণ্ডীয়েরদের অধিকারেতে পরিবে
 ক্ষিত। তাহার রাজধানী শ্রীমঙ্গলপুত্র।

শুবনোর।

কুমারী অম্বরীপের ওত্তর পশ্চিমে কট্টনপর্যন্ত সমুদ্র
 দুতীরবর্তী শুবনোর নামে এক ক্ষুদ্র দেশ। তাহার
 মধ্য কট্টনের কতক ভাগ আছে সে এক শত ফ্রাং
 দীর্ঘ ও পঞ্চাশ ফ্রাং প্রস্থ। দক্ষিণ হিন্দুস্থানের বিভাগ
 এই।

হিন্দুস্থানের অন্যান্য আতির বসতি স্থান।

মান্দরাজের দক্ষিণ তৈলনগর প্রদেশার্থের বসতি
 স্থান তাহার সেই স্থান প্রায় দুই শত বৎসর অধি
 কার করিয়াছে। মান্দরাজের পশ্চিমে বিশ ফ্রাং
 ক্ষুদ্রচেরী কট্টনপর্যন্ত পুষ্ক বসতি স্থান। বোম্বাইয়ের

দক্ষিণ দিক শত কোশ প্রায় সে প্রাচীন শত বৎসর পৌত্তুগীশের অধীন এবং এখন পর্য্যন্ত ও তাহারদের অধীন আছে।

মিঃ-হলদীপ।

মান্দ্রাজের দক্ষিণ মিঃ-হলদীপ সে রেখাভূমির ও
 ত্তর জয় অক্ষাংশ অবধি নয় অক্ষাংশ পৌনের কলা
 পর্য্যন্ত সে প্রায় দুই শত বিন কোশ দীর্ঘ এক শত দশ
 কোশ প্রস্থ। তাহার মধ্যে প্রায় বিন লক্ষ লোক আছে
 এই দ্বীপ তিন শত বৎসর হইল পৌত্তুগীশেরা কতক
 অধিকার করিয়াছিল দেড় শত বৎসর পরে হলদীয়েরা
 অর্থাৎ ওলন্দেজেরা তাহারদিগকে দূর করিয়া অধি
 কার করিয়াছে। পরে বিন বৎসর হইল হলদীয়েরা
 দিগকে দূর করিয়া ইংল্যান্ডীয়েরা অধিকার করিয়াছে
 ক্রমে ২ ইংল্যান্ডীয়েরা সেই মিঃ-হলের সমুদ্রায় অধি
 কার করিয়াছে। তাহার রাজধানী নগর কলম্বোমেথান
 কার ভাষা পৃষ্ঠ তাহার অক্ষর স্বতন্ত্র তাহার বৌদ্ধ
 মতে চলে সকল দেশ হইতে মিঃ-হলে ওত্থয় মুক্তা
 জন্মে সেই মুক্তা জলের নীচে হইতে ডুব করা গঠায়।
 সে মিঃ-হলদীপের অন্তর্গত লক্ষা নামে এক ওপদ্বীপ

সেখানে রাফস নাই কিন্তু বাঙ্গালার মত লোক পরি
চুদ ভদ্রযাত্রা।

মালদ্বীপ ও লকডীদ্বীপ।

মিঃ হলদীপের পশ্চিমে অনেক ক্ষুদ্র ওপদ্বীপ আছে
তাহার নাম মালদ্বীপ সেখানকার লোক মুসলমান
সেইখানে কড়ি জন্মে সেইখানইহতে আমিয়া ম
ইত্র ব্যাপে। মালদ্বীপের ওত্তরে ক্ষুদ্র অনেক দ্বীপ
আছে সে সকলের নাম লকডীদ্বীপ।

হিন্দুস্থানের বাণিজ্য।

হিন্দুস্থানের বাণিজ্যের দ্রব্য প্রায় আপন দেশেই
জন্মে পৃথিবীর যাবি হিন্দুস্থানে এত দ্রব্য জন্মে যে
স্বদেশে ব্যয় হইলেও অন্য দেশে যায়। এমত
প্রায় কোন দেশে দ্রব্য জন্মে না। হিন্দুস্থানীয়েরা অন্য
দেশোৎপন্ন দ্রব্যের প্রয়োজন অধিক রাখে না। এই
দেশ বস্ত্র ও তুলা ও আফ্রিম ও নীল প্রভৃতি দিয়া
অন্য দেশের ওপকার করে। হিন্দুস্থানোৎপন্ন বস্তু
পৃথিবীর প্রায় প্রতিদেশে যাবি গমন করে এবং এই
বাণিজ্যদ্বারা হিন্দুস্থান বিনেতে পূর্ণ হইতেছে এবং
বাঙ্গালাকে অধিক পূর্ণ করিতেছে।

হিন্দুস্থানের ওত্তর দিক্‌মুদে

ভোট ও তিব্বত ।

বাঙ্গালার নিশ্চয় ওত্তরে তিব্বত তাহার এক ভাগ ভোট । তিব্বত ওত্তরে মাতাইশ অক্ষাংশহইতে মাইত্রিশ অক্ষাংশপর্যন্ত এ দেশের ভাষা ও অক্ষর পৃথক্ অক্ষর প্রায় দেবনাগর । তাহার মহালামা মন্ডক এক মনুষ্যের পূজা করে যখন এক মহালামা মরে তখন অধিকারিরা মহালামার আকৃতি পুরুতি দেখিয়া একটি সদ্‌বালককে পমন্দ করিয়া কহে মহালামার প্রাণ এই বালকেতে পুবেশ করিয়াছে অতএব তাহাকেই পূজা করে তাহার রাজধানী লামা তাহার প্রায় সকল চীনের অধীন ।

তাতার দেশ ।

তিব্বত দেশের ওত্তরে তাতার এক অতিমহাদেশ তাহার তিন ভাগ । প্রথমতঃ স্বাধীন তাতার মেখান কর লোকেরা আপন বাদশাহের অধীন । দ্বিতীয়তঃ চীনের তাতার তাহার চীনের অধীন এই ভাগ ওত্তর পূর্বে চীনের সহিত মংলু । তৃতীয়তঃ কথিয়া তাতার অর্থাৎ সিবেরিয়া এই ভাগ তিন ভাগের মধ্যে বড় নৈপলিমে ইওরোপের সহিত মংলু । তাহার ওত্তর

উত্তর কেন্দ্র ১৫ইয়ের মর্যাদা ভূমি নাই কিন্তু একটা হিম
 সমুদ্র সে সমুদ্রে কখনো জাহাজ পুবেশ করিতে পারে
 নাই। তাতার দেশে মানচু ও কালমক ও মঙ্গল এই
 তিন প্রকার জাতি আছে। মিবেরিয়ার উত্তরে ও পূর্বে
 কতক জাতি আছে তাহার অন্য তাতারহইতে মঙ্গ
 প্রকারে পৃথক তাতারের মর্যাদা অনেক মুদলমান তা
 হারদের একটা প্রবান ভাষা আছে তদনুযায়ি অনেক
 পৃথক ভাষাও আছে তাহার পূর্বভাগে কুকুরের দ্বারা
 গাতি চালায় তাতারের প্রায় সকল ভাগে লোকের
 ঘের ঘির বসতি স্থান নাই এক স্থানে তাহারদের গো
 মহিষাদির আহারোপযুক্ত ঘাসাদি ফুরাইলে তাম্র
 তুলিয়া নী পুত্র গোমেষাদি লইয়া অন্য স্থানে গিয়া
 থাকে এই প্রকারে বৎসরের মর্যাদা প্রায় পোনের ঘোল
 দার আশ্রিতদের স্থান পরিবর্তন করে। তাতার দেশে
 অন্য সকল পশুর মর্যাদা ছোড়া প্রবান ও তাতারীয়
 লোক ছোড়ার বিষয়ে আশ্রিতদিগকে শাস্তি করিয়া
 মান্য ও তাহার ছোড়ার মাংস খায় তাতারের উত্তর
 ভাগে ছোড়া ও গরু ও ঘোষের কৰ্ম্ম ইহা করিতে করে।

চীন দেশ।

হিন্দুস্থানের উত্তর পূর্বে চীন উত্তরে একইশ অক্ষাংশ

গোলাকারী—

অবধি একচল্লিশ অক্ষাংশপর্যন্ত এবং পূর্ব দিকিয়া
 আটানব্বই অংশ অবধি এক শত চৌত্রিশ অংশ
 পর্যন্ত। দীর্ঘ প্রায় ষাঁচ শত মণ্ডরি কোণ পুষ্ক চারি
 শত বিয়াল্লিশ কোণ তাহার পূর্বে ও দক্ষিণে সমুদ্র তা
 হার ওত্তর চারি শত কোণ দীর্ঘ একটা প্রসিদ্ধ দেওয়াল
 এবং স্যামোবন। তাহার পশ্চিমে তিব্বত অনুমান
 হয় যে সকল দেশইহাতে চীন দেশে আশ্বিন লোক
 আছে সে দেশ হিন্দুমানইহাতে ক্ষুদ্র ইহিয়াও বসতি
 প্রযুক্ত সে দেশ বড়। অনুমান হয় যে সে দেশে আঠার
 কোটি লোক আছে। চীন রাজ্য অতিপ্রাচীন তাহার
 প্রায় চারি হাজার বৎসর ইহল স্থিরভাবে আছে। চীনিয়
 লোকেরা হিন্দুর দেবতার নামও জানে না তাহার
 নিতুলোকেরদের পূজা করে আনেকে বোদ্ধ মতে চলে
 তাহারদের ভাষা অত্যন্ত স্বর ও ব্যঞ্জন নাই
 কিন্তু পূর্ব কালে তাহার সূর্য্য চন্দ্র জল অগ্নি কাষ
 পুভূতি বস্তুর নাম লিখিতে ইহলে সেই বস্তুর আ
 কার লিখিয়া লোককে বুঝাইত কিন্তু আকারহীন
 গুণাদির বিষয় লিখিতে ইহলে সেই গুণাদির দৃষ্টান্ত
 কোন আকার লিখিত তাহাতেই দেশ ব্যবহারে
 সকলে বুঝিত এখনও সেই রূপ ব্যবহার চলিতেছে
 তাহারদিগের ভাষায় এক স্বর ব্যতিরিক্ত ছিল

কিথা নাই তাহারদের জয় শত শব্দের অধিক নাই
এবং সেই শব্দ প্রায় সংস্কৃতানুযায়ী কিন্তু তাহারা গা
অত দূর এই মক্কা বর্ণ গুণায়ন করিতে পারে না।

চীনায়েরদিগের বানিজ্যাদি।

চীনায়েরা বানিজ্য স্বীকার করে না। কিন্তু বিন্ধ্যর
রেশম ও নার্কিন কাপড় তাহার দেশ ইংরোপের
মহাজনেরা বৎসর ফয় করে। এবং তাহারদি
গের চা প্রায় সকল ইংরোপের মধ্যে বাপে অন্য
কোন দেশে চা গুণায়ন হয় না। চীনা লোকেরা
স্বদেশে আর কোন দেশের লোককে বসতি করিতে
দেয় না এবং আপনাদের বাদশাহের নিকট অন্য
কোন দেশের ওকীলকে থাকিতে দেয় না। চীনায়ের
দের মৈন্য অতিদুর্বল এবং আপন চতুর্দিকস্থ দেশের
সহিত যুদ্ধেতে তাহারা পরাজিত হইয়াছে। কতক
বৎসর হইল ব্রহ্মার বাদশাহ চীনায়েরদের নয়
প্রদেশ লইয়া ভোগ করিতেছে তাহারা অদ্যপি ল
ইতে পারে নাই।

চীনায় লোকের চক্ষু ছোট তাহার দ্বারা সকল আতি
হইতে তাহারদিগের ভেদ জানা যায়। তাহারা
লক্ষ্যের বীক্ষণ করে তাহারা পায় দ্বাভিন্ন জল কখন

গোলদ্বীপ ।

পান করে না। তাহারদিগের বিদ্যাভ্যাস অধিব
তাঁহারদের মধ্যে কুলীন জাতি নাই কিন্তু সকল
লোক বিদ্যা দ্বারা কুলীন হয় এবং অনেক ছাপাখানা
ও অক্ষর-খানা পুস্তক সে দেশে আছে। কোড়িয়া
ও হায়নান ও ফরমোসা এই তিন ওপদ্বীপ চীনের
অধিকারে আছে।

আপান ওপদ্বীপ ।

আপান ওপদ্বীপ ওত্তরে বত্রিশ অক্ষাংশ অবধি এক
চল্লিশ অক্ষাংশ পর্যন্ত। এক শত ওনত্রিশ পশ্চিম দ্রা
ঘিমা অবধি এক শত বিয়াল্লিশ পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্যন্ত
তিনটা ওপদ্বীপেতে এক রাজ্য পুথয় মাইকপ দ্বিতীয়
মেইকপ তৃতীয় নাইপুল। ইহার মধ্যে নাইপুল সকল
ইহাতে বড় কিন্তু তিন শত চৌয়াল্লিশ কোশের অধিক
দীর্ঘ নহে পুথু চল্লিশ কোশ অনুমান হয় যে তাহার
মধ্যে দুই কোটি লোক আছে। বুদ্ধি তাহার চীনা
ইহাতে জাত তাহারদিগের জ্ঞানবান লোকেরা চীনা
পুস্তক পড়ে। ইতর লোকের অন্য ভাষা আছে তাহা
তে স্বর ব্যঞ্জন আছে তাহার হিন্দুর দেবতা জানেন
বৌদ্ধের মতে চলে তাহার আপনাদের দেশের
জাতীয় লোকের দিকে বসতি করিতে হয়।

চীনের দক্ষিণ অথচ বাঙ্গালার দক্ষিণপূর্ব দেশ

চীনের দক্ষিণ বাঙ্গালার দক্ষিণপূর্ব যথা স্থানে চারি পাঁচ দেশ আছে তাহারদিগের আকৃতি প্রকৃতি অঙ্গ বাঙ্গালার যত অঙ্গ চীনের যত । তাহার প্রাচ্য সর্বদা বাঙ্গালার যত স্রব ও বাঞ্ছন ঘটিত বাক্য কহে কিন্তু অনেক স্থানের শব্দ মিশ্রিত । আমরা এ দেশের বিষয় ক্রমে বলিব । চীনের দক্ষিণ আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার পূর্ব পর্য্যন্ত পুনর্বার কহিব ।

টঙ্কিন ও কচিন্‌টোন ও লাওম ও কাম্বোজ ।

এই ক্ষুদ্র চারি দেশ ওত্তর আর্কটিক অক্ষাংশ অবধি পশ্চিম অক্ষাংশ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব দ্রাঘিমা এক শত দুই অক্ষাংশ অবধি এক শত নয় অক্ষাংশ পর্য্যন্ত । টঙ্কিন এক শত চল্লিশ কোশ দূর এক শত দশ কোশ প্রস্থ চীনের সহিত সংলগ্ন । কচিন্‌টোন তাহার দক্ষিণে সমুদ্রপার্য্যন্ত । টঙ্কিনের দক্ষিণ পশ্চিম লাওম এবং কাম্বোজ ম্যান ওত্তর অক্ষাংশ কচিন্‌টোনের যত দক্ষিণে সমুদ্রপার্য্যন্ত আইমে টঙ্কিনহইতে লাওম ও কচিন্‌টোনহইতে কাম্বোজ একটা পর্ব্বত শ্রেণীদ্বারা বিভক্ত হইয়াছে । এ চারি দেশের অধিক ভাগ টঙ্কিনের বাদশাহের অধীন । টঙ্কিনে চীনেরদিগের

বিদ্যা ও অক্ষর চলিত আছে কিন্তু লাওম ও কাম্বো
জের স্বতন্ত্র অক্ষর প্রায় দেবনাগিরের মত তাহার
বৌদ্ধমতে চলে।

শ্যাম দেশ।

কাম্বোজের পশ্চিম শ্যাম নামে এক বড় দেশ ওত্তরে
বার অক্ষাংশ অবধি ঊনিশ অক্ষাংশ পর্যন্ত পূর্বে সর্বত্র
সমান নহে কোন স্থানে এক দুই অংশ কোন স্থানে
পাঁচ অংশ। তাহার ওত্তর পশ্চিম বুদ্ধা দেশ তথা
কার লোকের বিদ্যার ভাষা হির আনা যায় নাই কিন্তু
চীনের মত তাহারদের অক্ষর দেবনাগিরের মত।
বৌদ্ধের মতে তাহারদের ব্যবহার তাহারি বুদ্ধকে
গৌদাম্য বলে সেখানকার বিদ্যাবানেরা পালি
অর্থাৎ মাগধি ভাষা শিক্ষা করে সেই এক পুকার
স্মৃত। সেখানে লোক প্রায় চল্লিশ লক্ষ হইবে।

বুদ্ধা দেশ।

বাঙ্গালার পূর্ব দক্ষিণে বুদ্ধা দেশ ওত্তরে নয় অক্ষাংশ
অবধি চল্লিশ অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং পূর্ব দ্রাঘিমা তিরা
নব্বই অংশ অবধি এক শত দুই অংশ পর্যন্ত দীর্ঘ
এক হাজার সোণ মুদ্র প্রায় ত্রয় শত সোণ। তাহার

লোক সংখ্যা নিষ্কর জাত নহে অনুমান করি যে
 দেড় কোটি হইতে পারে । এখন তাহারদিগের পরা
 ক্রমবৃদ্ধি হইয়াছে পূর্বে এমত ছিল না তাহারদিগের
 মধ্যে অনেক যশস্বী আছে তাহার মধ্যে পুৰান
 বংশ অর্থাৎ পিণ্ড দেশ । তাহার রাজা পূর্বে মকল
 যশস্বীর কপ্তা ছিল পরে মন ৪৪৩০ মালে বুদ্ধা দেশের
 বাদশাহের পুত্র পুরুষ বণ্ড রাজ্যের সহিত বিব্রন্ধাচ
 রন করিয়া মকল যশস্বী অধিকার করিয়াছে এবং
 বুদ্ধা দেশ ন্যায় রাখিয়াছে এখন তাহার পুরুষ
 তাহার সিংহাসনে বসিতেছে । সে পুত্র চল্লিশ বৎ
 সর রাজ্য করিয়াছে । তাহারদিগের জাতি নাই ও
 তাহার গোদায়ার অর্থাৎ বুদ্ধের মতে চলে তাহার
 দেহ অক্ষর দেহনাগিরমূলক কিন্তু অক্ষরের আকার
 সিংহীনের মত ভাষা চীনের মত । সেখানেকার
 রাজা লোকেরদের পুতি অতিশয় অন্যায় দণ্ড করে
 এমত কোন দেশে নাই সে দেশে ওজীর অবধি ক্ষুদ্র
 চাকরপর্যন্ত কাহারে বেতন নাই কিন্তু লুট করিয়া
 যে যাচ্ছি সংগ্রহ করিতে পারে সেই তাহার বেতন ।
 সেখানেহইতে অনেক সেপাই বাহী অতিসেখানে
 সেপাইদের বহুসংখ্যক আছে বৌদ্ধধর্মের রাজধানী
 সেই দেশ অতি প্রচুর দেশের পুরোহিতেরা সেখানে

গিয়া মুনিষ্কিত হইয়া নর রাজো ব্যবহার করে
ব্রহ্মার রাজধানী নগর জীবা অর্থাৎ অমরপুর ঐ
অমরপুর চাটিগামের নিম্নে পূর্বে তাহার নিকটে দিয়া
ঐরাবতী নামে নদী বহিয়া বঙ্গ নগরের নিকটে
সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে সে নদী গঙ্গার ন্যায় বড়।
সে রাজ্যের স্থানের নাম দ্বারা এবং বাজার ব্যবহার
দ্বারা জানা যায় যে ঐ রাজ্য বৌদ্ধ মত প্রবেশ হও
নের পূর্বে সে দেশে হিন্দু ছিল। এখন হিন্দুমানের
পশ্চিম দেশের বিবরণ লিখি।

বলোচ নদী

বলোচ নদীর পূর্ব সীমা সিন্ধু নদী ও দক্ষিণ সীমা
ভারত সমুদ্র ও পশ্চিম সীমা পারস্য দেশ ও উত্তর
সীমা কাবুল ঐ দেশ উত্তর দক্ষিণ ভাগে দুই পাঁচ
শত কোশ ও পূর্ব পশ্চিমে চৌতা মাত্রে তিন শত কোশ
সে দেশের কতক ভূমিতে কোন শস্যাদি জন্মে না যে
হেতুক সে ভূমি কতক বালিমায ও আর কতক শুষ্ক
ময় এবং কোমর ভূমি অতুষ্কর। সেখানে কোন
প্রসিদ্ধ নদী নাই। ঐ দেশে দুই পুকার লোক আছে
তাঁহা দর ভাষা ও ব্যবহার ভিন্ন। বলোচী যাহা অতি
পরাধর্মী এবং তাহারদের কতক অধিক আদিম

হিন্দুধর্মের অনুসরণকারী বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা বসতি করে। ব্রহ্মনায়ে আর এক পুণ্যের লোক সেখানে আছে তাহার প্রায় পশ্চিমে আছে এক গৌরীমন্দির। বসন্তের দিবস পাত করে তাহার সকল মন্দিরমন্দির। সে দেশে হাজারি অর্থাৎ হাজারি হাজারের অর্থাৎ লোক নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারে না। সে দেশে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ হয় এবং হিন্দুজনের দ্বারা সে দেশে অতিশয় পরিচিত।

কাবোল দেশ।

কাবোলের রাজধানী নগর পোশোব ও কাবোল দেশ বেলোচিস্তানের উত্তরে তাহার পূর্ব সীমা সিন্দু নদী দক্ষিণ সীমা বেলোচিস্তান ওত্তর সীমা হিমালয় পর্বত পশ্চিম সীমা কাবুল দেশ।

এ দেশ অতিশয় উষ্ণ সেখানে নানাবিধ উত্তম ফলবান ওয়ান। সেই ওয়ানে নানাবিধ ইউরোপীয় ও হিন্দুস্থানীয় ফল আনো। তাহার দক্ষিণে হিরাট নগর কাবোলের দক্ষিণে হিরাট নগরের দিকে কেবল কানিয়র ভূমি ও পুণ্ড্র সেখানে কোন শস্য দি অর্থাৎ। তাহার উত্তরে সকল ভূমি বহুশস্য উৎপাদিত সকল প্রকার মন্দিরমন্দির প্রায় সকল আন

ধান অনুমান হয় যে এই আনগাঁনের লুণ্ঠ যিশর
লীগেরদের বংশের মস্তান। কাবোল দেশে গমনাগী
মত লতা অতিদুষ্কর যেহেতুক সে দেশ লুট ব্যবসায়ির
দের বহুক পরিপূর্ণ। তাহার তদ্রূপে গমনাগী
দেশে হাওয়ার মর্কস্ব কাড়িয়া লইয়া বহু করে।

পারস্য দেশ।

তাহার মর্যাদা পৃথক দেশ পারস্য ওতরে তবিশ আফগা-
ন অবশি ওলটলিশ আফগানসর্বাঙ্ক এবং পূর্ব
মিয়া জটলিশ আফগান অবশি আটলিশ আফগানসর্বাঙ্ক
দীর্ঘ এক হাজার পাখাশ যোগ পুন্হ আট শত আলা
কোশ। পারস্য দেশ বড় বটে কিন্তু তাহার মর্যাদা
দুই দেশ। পূর্ব দিগে হিন্দুস্থানের সহিত মঙ্গল
কাতাহার তাহার প্রধান নগর স্কাহান কিন্তু মিরাত
নায়ে এক বড় নগরও আছে তাহার অক্ষর ও ভাষা
বাঙ্গালাতে মন্দর জানা আছে তাহার মহম্মদের
মতে চলে কিন্তু আলী ও মতেয়া ও তাহার দুই পুত্র
হামেন ও হোমেনকে মানে এবং মহম্মদের তৃতীয়
পদাভিষিক্তকে মানে না পারস্য রাজ্য অতিপুণীন
তাহার পুণ্য চারি হাজার বৎসরের বিবরণ পাওয়া যায়
হিজরার বিশ বৎসরের কালে তাহার মুলমান

ইস। পঞ্চদশ শতাব্দী হইল দুই দেশ পৃথক হইল।
 কাটাহারের পঞ্চম রাজা মিন্‌হামনে বসিতেছে। তা
 হারি মদৌ মাত আট শত বৎসর হইল কাটাহার
 দেশে রাজত্বের নামে এক মহারাজা ছিল এবং সে
 সময় হইতে কাটারুদ্দীন মুসলমান আমিয়া কয়েক
 ভারত বর্ষ আগতির অবধি করিল।

আরব দেশ।

আরব দেশ পারস্যের দক্ষিণ পশ্চিম তাহার পূর্ব
 পারস্যের মহাখাল এবং ফরাত নদী তাহার পশ্চিমে
 ও দক্ষিণে মুক্ত নামে মহাখাল অর্থাৎ আরব সমুদ্র
 এবং ভারতীয় সাগর ওত্তরে পূর্ব ভূমধ্যসমুদ্র পর্য্যন্ত
 ওত্তরে তের অক্ষাংশ আরবি চৌত্রিশ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত
 এবং পূর্ব দুইশত ত্রিশ অংশ আরবি ঊনষাট অংশ
 পর্য্যন্ত। দীর্ঘ দূর পূর্ব কোণ এবং পূর্ব এক হাজার
 কোণ তাহার তিন ভাগ প্রথম পাপরিয় আরব
 দ্বিতীয় জর্জলীয় আরব তৃতীয় মুখদ আরব সে
 অতিশয় দক্ষিণ পারস্যের মত আরব রাজ্য পুণ্ডিন।
 মেখানকার লোক আবরাহামের পুত্র যিশাখানর
 বংশ তাহার বিষয়ে ও তাহার পরিজনর বিষয়ে
 লিখিত আছে যে যিশাখানর রাজত্ব মক্কা

লোকের বিপরীত হইবেক এবং সকল লোকের হাত
তাহার বিপরীত হইবেক এইহেতুক আরবীয়েরা
কখন কোন রাজার অধীন অস্বীকারি হয় নাই কিন্তু
তাহার এক দেশীয় হইয়াও স্বভাবপুঙ্খ পৃথক হই
যাচ্ছে তাহারদিগের আভিভেদ নাই কিন্তু তাহার
দিগের স্বভাব এই যে সে দেশদিয়া গমনকারী লো
কেরদিগকে মাঝিয়া বিনাদি লয় ইহাতেই অধিক নাম
খ্যাত হইয়াছে তাহার পুর্বান নগর এই মহম্মদের
জন্মস্থান মক্কা এবং তাহার কবরস্থান মদীনা মুহাম্মদ
আরব মোনা নামে এক পুর্বান নগর। সমুদ্রের
নিকট ঘোঁ নগর এই অদা ও মক্কা ও মস্কাট তদে
শীয়েরা মহম্মদের মতে চলেন তিনি আপন মত এ
দেশে বার শত চল্লিশ বৎসর স্থাপন করিয়াছেন।
আমুর মদৌ জানবান মুসলমানেরদের একবার মক্কা
দেখা অবশ্য কর্তব্য। তাহারদিগের ভাষা আরবি
এতদেশে সুন্দর চলিত আছে।

আমিয়ার্হিত তুরকের নানা দেশ।

এখন আমিয়ার মদৌ তুরক দেশের বিষয়ে কহিব।
সে আমিয়ার অতিশয় পশ্চিম দেশ তাহার মদৌ এক
নামে খ্যাত অনেক দেশ। তাহার পূর্ব নাম

পারস্য দেশ ওত্তরে ককেশাস পর্বত দিয়া বহিয়াই
তে থাকে হইয়াছে অনুমান হয় যে এই ককেশাস
পর্বত হিমালয়শ্রেণীর পশ্চিম সীমা । সে দেশ
পশ্চিমে জুম্বাবু সমুদ্রদ্বারা ইথিওপিয়া হইতে ভিন্ন
হইয়াছে । এবং পূর্ব সীমাতে ভিনিফ্রিস ও নাইল নদী
ওত্তর দক্ষিণ অক্ষাংশ অবধি প্যারাগুয়ান অক্ষাংশ
পর্যন্ত এবং পূর্ব দ্বিখিয়া আঠার অংশ অবধি বিয়া
ল্লিগ অংশ পর্যন্ত ।

এই দেশ বুদ্ধকৃত কর্ম ।

আমেরিকা জাতা পৃথিবীর ষাট মধ্যস্থান এই দেশ
মেখানে অনেক বড় কার্য হইয়াছে । পৃথিবী মে
খানে ষাট হাজার আট শত একইশ বৎসর হইল
বুদ্ধকৃত পৃথিবীর পুনিহইতে মনুষ্যসৃষ্টি হইল
অতীতঃ নুৎ ও তাহার তিন পুত্র এবং তাহারদের
তিন ভাষা বুদ্ধের আজানুনায়ে আশি গোষ্ঠীর
রক্ষার্থে কৃত এক মহাজাহাজে মহাপুলকালে রক্ষা
পাইল এবং তাহার হিমালয়শ্রেণীর এক পর্বতের
ওপরে পুনঃ উঠিল এবং এই দেশেও চারি হাজার
দুই শত বৎসর হইল যখন বুদ্ধ লোকেরদের পান
করনার্য তাহারদের ভাষা নষ্ট করিলেন তখন

সেই লোকের পরিজনেরা জিন্নভিন্ন হইয়া দেশান্তরী
কৃত হইল এবং কেহে ভারতবর্ষে ও চীন দেশে
আইল। তৃতীয়তঃ এই দেশে আপনাব্যবস্থা দণ্ড
আজ্ঞাতে যিশ্বরএলায় লোককে আর্থে আপন মনো
নোত লোককে এবরা ভাষাদ্বারা মর্হত্র প্রকাশ করিলেন
এবং দেশে আত্মারদের ব্যবহার দ্বারা ধর্ম্মপুস্তক প্র
দর্শন করিলেন।

এবং এ দেশে নিবাসিত সময়ে যুদ্ধের পুণ্য সিদ্ধ
নদীতে মতর শত আঁটি কোশ দূরস্থ যিহুদাই
দেশের মধ্যে পড়িলে তাহা নদীরে পড়িয়া অগ্নি লইয়া
তত্রিশ বৎসর সেইখানে রাস করিলেন পরে লো
কেরদের পাপখণ্ডনের নিমিত্তে মরিলেন এবং তিন
দিনের পর পুনর্বার উঠিলেন অনন্তরে প্রকাশ দিবস
আপন শিষ্যেরদের সঙ্গে হইয়া লোকেরদের পাপখণ্ড
নার্থে আপন মৃত্যুর সমাপ্তির মর্হত্র প্রচার করিতে
আজ্ঞা দিলেন। তাহার পর মরল লোকেরদের
সাক্ষাৎকারে স্বর্গে গেলেন।

আনহিয়া।

এই আনহিয়া পূর্বকালে দেশ ছিল এখন সে দেশ

আমরিয়া নামে খ্যাত নয় কিন্তু আমিয়াম্ তুরস্কী দেশের অন্তঃপাতী হইয়াছে পৃথিবীর মধ্যে পূর্বকালে যে সকল দেশ বড় ওতম ছিল সে এই দেশ আর মাদী ও কানিদ ও আশুর ও পালেস্তিন তাহার প্রায় এখন নষ্ট হইয়াছে। আশুর নামে রাজ্যের নাম ছিল পৃথিবীর মধ্যে প্রথম সেইখানে রাজ্য স্থাপিত হয়। চারি হাজার ছেহস্তরি বৎসর হইল আশুর নামে এক জন নগর স্থাপন করিল তাহার নাম নিনিবি। বাবেল নগর সে রাজ্যের এক প্রধান ছিল তাহার নাম বাবেল যেহতুক সেখানকার লোকেরা স্বর্ণ পর্যন্ত ওপানশীল একটা মণ্ডপ গাঁথিতে আরম্ভ করিল তখন সকল লোকের ভাষা এক মত ছিল মণ্ডপ করিবার সময় ব্রহ্ম তাহারদিগের প্রাণ ভাষা করিলেন যে কেহ কাহারো ভাষা বুঝিতে পারিল না তাহাতে ভাষা প্রাণ হইল এবং গাঁথনিহইতে যখন নিরস্ত হইল তাহাতে নগরের নাম বাবেল হইল। বাবেল নগর সেই মণ্ডপের ওপর হইল এবং পৃথিবীর মধ্যে সকলহইতে সে বড় এক নগর হয়ে হইল। সে এত বড় যে প্রাচীরের মধ্যে নগরীর সকলের আহারের নিমিত্তে ওপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। পারস্য কোরেশ রাজা নগরের বাহিরে মহাখাল কাটিয়া নগর

বর্তী ঘরাৎ নদীর জল মেই খালে আনিয়া নদীকে
 শুষ্ক করাইল। পরে নদীর শুষ্ক জল দিয়া মৈন্য
 লইয়া গিয়া নগর হস্তদশ করিল এবং নগরের
 অহরঃসীমাতে নগর লইবার সমাচার তিন দিনে
 পাইল। তাহার পরে রাজা চৌদ্দ শত বৎসর
 থাকিল পরে সে মতালর কর্তারা বিরুদ্ধাচরণ করিয়া
 রাজাকে মরিয়া মাদী ও দাশিদী নামে দুই রাজ্য
 স্থাপন করিল।

কাশিদেব রাজা।

আশুর দেশ নামের পর তাহার দুই হাজার পাঁচ
 শত বৎসর হইল কাশিদেব নামে রাজা জন্মিল এবং
 সে পৃথিবীতে এক শত বৎসরের মতো এক পুতান রাজ্য
 হইল তাহার পুতান নগর বাবেল। বাবেলের পত্তি
 তেরা জোতির্বিদ্যাতে বড় পুতান। গত চারি হাজার
 বৎসর পূর্বে তাহারদিগের গণনার আরম্ভ হইল।

খিশরএল দেশ।

তিন হাজার মাত শত বৎসর হইল যখন লোকে
 রা বুদ্ধের আরাধনা ত্যাগ করিয়া স্বার্থে নুতন দেব
 তাম্হি করিতে আরম্ভ করিল তখন বুদ্ধ অবর্য
 হায় নামে এক মনুষ্যকে কাশিদেব দেশে আপন পিতা

গোলদ্বীপ ।

আরহইতে অন্য দেশে যাইতে আজ্ঞা করিলেন এবং
 সেখানে বৃদ্ধ আপনার আরাধনা করিতে আজ্ঞা
 দিলেন এবং যে তাহার বংশেতে সকল মনুষ্য বর
 লাভ হইবে ইহা প্রতিজ্ঞা করিলেন । অবরাহাম কন
 আন দেশে বাস করিল এবং সেই দেশ অবরাহামের
 সন্তানকে দিতে বৃদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলেন । পরে অবরা
 হামের বংশ যিমর দেশে বাস করিল এবং সেই
 স্থানে দুই শত বৎসর নানাব্যভাষা ভোগ করিল ।
 বৃদ্ধ তাহারদিগকে সপরাফ্রম হস্ত দিয়া বাহির করি
 লেন এবং কনআন পুনঃ স্থাপিত করিলেন । তা
 হারদিগের বিপক্ষ দমন করিতে মহাশক্তি করিলেন
 এদেশে তাহার নয় শত বৎসর থাকিয়া বিস্তর পাপ
 করিল । শেষে বাবেলের রাজা তাহারদিগকে যুদ্ধে
 জয় করিয়া স্বদেশে লইয়া গেল । সতরি বৎসর
 পরে বৃদ্ধ তাহারদিগকে দেশে আনিলেন ও শ্রীম্হর
 অনুপস্থিত স্থানে তাহার থাকিল যাহার দ্বারা
 পৃথিবীর সকল লোক বন্য হইবেক এমত ব্রাহ্মণ
 শ্রীম্হকে তাহার বধ করিল এইহেতুক তাহারদিগের
 পুত্রান নগর যিরূশালয় রোমানদ্বারা নষ্ট হইল
 এবং তাহার সকল আত্মার মর্যাদা ভিন্নভিন্ন হইল
 এবং তাহার সকল দেশের মর্যাদা পৃথক আতি হই

গৌলান্দীয়ায় ।

যাচে । ইহা পুর্বে তাহারদিগকে আপন দেশে
আনিবার কাণ্ড তাহারদিগকে রক্ষা করিলেন । তা
হারদিগের মধ্যে অনেক লোক এখন কলিকাতায়
আছে ।

আরমানি দেশ ।

তুরক দেশের অত্যন্তর ভাগে অর্থাৎ কামপীয়া
ও কাল সমুদ্রের মধ্যে আরমানি দেশ । সে পুর্বে
কালে বড় পরাক্রমী ছিল এখন স্বরাধীন নহে
তাঁহার সকল গির্জাঘরের মধ্যে চল তাহারদের
ভাণ্ডা ও অস্ত্র স্বতন্ত্র । তদ্রূপ অনেক লোক
কলিকাতাতে আছে । এখন আমিয়া ওপদীপের বিব
রণ লিখি ।

আমিয়ার ওপদীপ ।

আমিয়াতে ওপদীপ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল দিখা
যায় না । সুগোলবোরা তাহারদিগকে তিন ভাগ
করিয়াছেন প্রথম আমিয়ার ওপদীপ পুর্বে চৌরান্ধী
দুগিয়া তবরি এক শত বত্রিশ দুগিয়া পর্য্যন্ত সে ওপ
দীপ অর্থাৎ আমিয়া পর্য্যন্ত ওপদীপ । দ্বিতীয় লক্ষ
লাগের ওপদীপ এবং তাহার চতুর্দিক ওপদীপ

নাম অম্বালামিয়া অর্থ- দক্ষিণ আমিয়া। ৩তীয়
 দিনে ত্রিশ অক্ষাংশ অবধি ওয়ার ত্রিশ অক্ষাংশ
 পর্য্যন্ত এবং পূর্ব দ্বাদশমি এক শত বত্রিশ অক্ষাংশ অবধি
 পশ্চিম দ্বাদশমি এক শত পঁয়ত্রিশ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত সকল
 মুন্সুর ওদীন তাহার নাম বহুদীন অর্থ, অনেক
 ওদীন।

আমিয়ায় ওদীন।

আমিয়ায় ওদীন এই মূষাত্র ও ঘাটা ও মোলকা
 ও মেলেবেম এবং ছিলিনীন ও বনিও।

মূষাত্র ওদীন।

মূষাত্র ওদীন আট শত ত্রিশ কোশ দীর্ঘ এক শত
 ষাটহতর কোশ পুষ্ ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকার। সে
 ধানকার লোক দুই দিন পুকার কতক যানাই তাহা
 কা মুসলমানের মতে চলে কিন্তু মেধানকার পুকৃত
 লোকেরা পায় কোন পূজা করে না মেখানে গোল
 মরিচ আনো। মূষাত্র ওদীনের অন্তঃপাতি বাকী
 ওদীনইহেতে রাঙ্গি আইমে মূষাত্রের মতী আঠান
 বাকী পূর্বে পরাক্ষী ছিল মেধানইহেতে মুন্সুর মুন্সুর
 মোতা আইমে মূষাত্র ওদীনে অনেক কালপর্য্যন্ত
 ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকার এবং বসতিস্থান আছে

যখন বান্ধিলার মাঝে ইংলণ্ডীয়দের ভূমিস্বত্ব
ছিল তাহাদের সেখানে বানিজ্যের স্থা
ছিল যেখানকার রাজধানী নগর বেকুলন।

যাবা ওপদ্বীপ।

সুমাত্রের পূর্বে যাবা ওপদ্বীপ পাঁচ শত ষাট কোশ
দীর্ঘ অক্ষাংশ কোশ পুন্ড্র তাহার পূর্বান নগর বাটেদিয়া
যেখানকার পুন্ড্র লোক যাবানীয় এক সেখানে
মালাইও আছে তাহারা সকলে মুসলমানের মতে
চলে। সেখানে অনেক ঠানও আছে তাহারা আ
পন ভাষা কহে এবং আপন দেবতার পূজা করে যা
হার নিকটে তিমোর নামে এক ওপদ্বীপ আছে সে এক
শত পাঁচতর কোশ দীর্ঘ বায়ান কোশ পুন্ড্র। যাবানী
য়েরা পূর্বকালে হিন্দুর মতে চলিত এখনও হিন্দুরদি
গের স্থাপিত প্রাচীন মন্দির ও প্রতিমাদি আছে কিন্তু
মুসলমানের অধিকার হওয়াতে সেই মত চলিত হই
য়াছে তাহার নিকটে একটা ওপদ্বীপে এখনও হিন্দুর
মত চলিত আছে যাবা ইন্দোনেশীয়দের অধীন।

বনিও ওপদ্বীপ।

নবহাও ওপদ্বীপ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে জান ছিল

গোলদ্বীপ

যে বর্ষিও ওপদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে বড় সে ঘাঁড়ার ওত্তর
 তিন শত কোশ দূরে সে আট শত কোশ দীর্ঘ পাঁচ
 শত ত্রিশ কোশ প্রস্থ সেখানকার লোক প্রায় কাল
 তাহার এক পুকার মহম্মদের মতে চলে সেখানে
 ইউরোপের লোকের স্থান নাই বাণিজ্যও অল্প কিন্তু ইউ
 রোপীয় লোকেরা সেখানে বসতি করিবার করিন
 এখন অনুমোদন করিতেছে। সেখানে অনেক
 স্থানীয় লোক আছে।

মানিলা ওপদ্বীপ।

মানিলা অর্থাৎ ছিলিখীন বর্ষিওর ওত্তর পূর্ব তিন
 শত কোশ এই নামে খ্যাত নয় দশ ওপদ্বীপ ম্যানিয়ার
 অধিকারে আছে তাহার প্রধান লুকানিয়া তাহার
 মধ্যে মানিলা নগর বাণিজ্যের বড় স্থান ম্যানিয়ার
 অধিকারে দুই শত বৎসর আছে।

মেলিবেম।

বর্ষিওর পূর্ব ভাগে পাঁচ ছয় ওপদ্বীপ মেলিবেম নামে
 খ্যাত তাহার ইউরোপের অধিকারে নহে। তাহার
 বন্দর এখন তাহার নিকটে আইমে এখন তাহার
 তাহাতে অবস্থা আদিয়া তাকাইতি করে।

মোলিকার ওপদীপ।

মেলেরেসের পূর্বে পাঁচ ছয় ওপদীপ অর্থাৎ মোলিকা
মেথানে জৈত্রী লবঙ্গ জায়ফল ইত্যাদি গুণ্য মশালা
জন্মে তাহারদের নাম আম্রয়না ও বাণ ও মেরায়
ও তের্ণাতি ও তিদোর ইহারা আম্রয়ার পুত্রান ওপ
দীপ। আম্রয়ার মকল ওপদীপের যথো অনেক চীনা
লোক আছে তাহারা মকল পুকার শিল্প কথো
নিবুল। এবং চীনের বাদশাহের ঐশ্য আশা
নাই যে তাহারা আপন দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে
যায় কিন্তু তাহারা গুপ্তরূপে এই মকল ওপদীপে যায়
এবং চীন দেশীয় স্ত্রী লোকেরা কখনও অন্য দেশে
যায় নী এইরূপে চীন দেশীয় লোকেরা যে দেশে যায়
সেই দেশীয় স্ত্রী বিবাহ করিয়া মস্তান ওপদীপ করিয়া
কাল ক্ষেপন করে। এইহেতুক এই মকল ওপদীপ
চীনা লোকেতে পরিপূর্ণ।

অম্বালানিয়া।

অম্বালানিয়া দক্ষিণ এক অক্ষাংশ অধিক মাত্র
দক্ষিণ অক্ষাংশপর্যন্ত এবং পূর্ব দ্রাঘিমা এক মাত্র

পৌনর অংশ অবধি এক শত আটাইত্তর অংশ
পর্যন্ত তাহার মর্যে এই আছে।

নব হলুও।

তাহার মর্যে পুণ্য নব হলুও ওপদ্বীপ দক্ষিণ এগার
অংশ অবধি দক্ষিণ ওনচল্লিশ অংশ পর্যন্ত পূর্ব দ্বাদশ
এক শত পৌনর অংশ অবধি এক শত পঞ্চাশ দ্বাদশ
পর্যন্ত সে দুই হাজার চারি শত ত্রিশ ফোশ দীর্ঘ এক
হাজার সাত শত ফোশ প্রস্থ। ১৭৭০ সালের পূর্ব
সুন্দরকণে আনা গোল না সেই সালে কাশ্মীর কুরু
সেই ওপদ্বীপ ইংল্যান্ডীয়েরদের অধিকারে আনিলেন।
সেখানকার লোক কৃষিকর্ম জানে না তাহার বনা ও
উলঙ্গ কিন্তু দেশ ভাল ও পীড়ারহিত সেখানে ইংল্যান্ড
যেরা নগরস্থাপন করিয়াছে সে নগর ক্রমে বৃদ্ধি
লাইতেছে। নব হলুওর দক্ষিণে এক ওপদ্বীপ তাহার
নাম জাভা মনের ভূমি সে এক শত চল্লিশ ফোশ দীর্ঘ
ও এক শত ফোশ প্রস্থ। সেখানকার লোক উলঙ্গ
তাহারদের চাঁচর বেশ। নব হলুও প্রায় তাবৎ ইও
রোপের মত বড় তথাপি নব হলুওয়ী লোকেরদের অস
ভাড়াপুষ্ট তাহার কোন প্রকারে ইওরোপের এক
কুদু নগরেরও তুল্য নহে।

শাপুরা।

নব ইলাশের ওত্তর পাঁচ অংশ দূর শাপুরা অর্থাৎ
নব গিনি অনুমান করি যে এক হাজার ছাব্বান্ন কোশ
দীর্ঘ এক শত তেহত্তর কোশ পুষ্ক। সেখানকার লোক
কাল কিন্তু দেশ অতিভাল পীড়ারহিত ভূমিও ওর্ষরা
তাহার চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ওপদ্বীপ আছে ক্ষুদ্র পুষ্ককে
সে সকল লিখা যায় না।

নব বৃত্তান।

ইহারদের ওত্তর পশ্চিমে নব বৃত্তান ও নব ঐলও
একশ শলযন ওপদ্বীপ। নব বৃত্তান ৪৭৬৭ মালে সুন্দর
মত জানা গেল সেইখানে আয়তল বৃক্ষ সুন্দরকণ
হয় সেখানকার লোক কাল এবং তাহারদের বেশ
টাঁচর নব ঐলও বিস্তর গোলমরিচ আনে। শলযন
ওপদ্বীপের বিষয়ে কিছু পুষ্ক জানা যায় নাই।

নব কালিদোনিয়া ও নব হেব্রিদেশ।

নব ইলাশের পূর্বে চারি শত কোশ নব কালিদোনির
নামে বড় এক ওপদ্বীপ সে এখনও মুঞ্চবশে জানা যায়
নাই ইহার পূর্ব নয় অংশ এক বীক ওপদ্বীপ আছে

গোলদ্বীপ

সে যাক নব হেরিদেশ নামে খ্যাত : সেখানকার
লোক রজা-অশ্ব বড় পণ্ডিত।

নব জীলাও :

নব জীলাওর দক্ষিণ পূর্বে ছয় শত কোশ অতরে নব
জীলাও দুই ওপদ্বীপ এক নামে খ্যাত তাহার একটা
মোহনা দ্বারা পৃথক সে প্রায় পাঁচ শত ত্রিশ কোশ দীর্ঘ
এক শত নয়ত্রিশ কোশ প্রস্থ। অম্বালানিয়ার মধ্যে
অনুমানে দশ লক্ষ লোকের অধিক নাই।

বহুপদ্বীপ অর্থাৎ পুশাঁও মাগিরের ওপদ্বীপ।

পুশাঁও মাগিরে যত ওপদ্বীপ তাহার বহুপদ্বীপ নামে
সংগৃহীত তাহার অনেক মকল লিখনের আবশ্যক
নাই। তাহার মধ্যে পুশাঁও ওপদ্বীপ বাকীকে নিরূপিত
আছে।

পিলু ওপদ্বীপ।

পুশাঁও পিলু ওপদ্বীপ ওত্তর আট অক্ষাংশে পূর্ব দ্রাঘিমা
এক শত নয়ত্রিশ অংশে তাহার অতি ক্ষুদ্র। ওত্তরা
লোক নব জীলাওর লোক হইতে কিছু সভা কিন্তু অদ্য
নি সেখানে কৃষিকর্ম প্রভৃতি শিক্ষা নাই।

লাদোন ওপদ্বীপ ।

দ্বিতীয়তঃ লাদোন ওপদ্বীপ পিলু ওপদ্বীপের ওত্তর পাঠ শত ত্রিশ কোশ দূরে । তাহার মাঝে বার ক্রিয়া চৌদ্দ ওপদ্বীপ আছে ।

কারোলীন ওপদ্বীপ ।

তৃতীয়তঃ কারোলীন ওপদ্বীপ তাহার ত্রিশটা একত্র । পুশান্ত মাগারে যত ওপদ্বীপের স্বাক আছে সেমক লের মাঝে এই স্বাক বড় উৎকৃষ্ট লোক ওপদ্বীপ তাহার মাঝে ও নারিকেল আহারে প্রায় জীবন ধারণ করে ।

মান্দ্রিচ ওপদ্বীপ ।

চতুর্থতঃ পুশান্ত মাগারের অতীতর মান্দ্রিচ ওপদ্বীপ চল্লিশ বৎসর হইল কাপ্তান কুককর্তৃক দেখা গেল । তাহার মাঝে ওঁইহী দুই শত চল্লিশ কোশ পরিধি সে বহুপদ্বীপের মাঝে পরিমাণে অতিবড় পুশান্ত ওপদ্বীপ । সেখানে এক প্রকার কঁঠাল বৃক্ষ আছে তাহার ফলে কাঁচ হয় এবং পৃথিবীর মাঝে সকলহইতে অতিশয় দীর্ঘ ইক্ষু জন্মে কাপ্তান কুক তিন বার পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করিয়া ওঁইহীতে লোকান্তর গাত হইলেন ।

মার্কীনা ওপদীপ ।

পঞ্চমতঃ মার্কীনা ওপদীপ নব হলান্ডের চারি হা
আর দুই শত কোশ নিষ্ঠায় পুঙ্ তদ্রতা লোক সকল
প্রায় বন্য ।

মোটৈমিটি অর্থাৎ সমূহ ওপদীপ ।

ষষ্ঠতঃ ওপদীপ ঘাট মতরিচী একত্র মোটৈমিটি
অর্থাৎ সমূহ ওপদীপ ইহার পুথান তাহেতি সে এক
শত কোশ পরিধি । এই ওপদীপে কতক ইংল্যান্ডীয়েরা
লোককে খ্রীষ্টিয় পথ লিখাইবার নিমিত্তে বাস করি
তেছে সেখানকার তাবৎ লোক আনন্দের পুতিয়া
পুজাদি পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টিয়ান মতে আসিয়াছে ।

ফ্রেণ্ডলি অর্থাৎ মিত্রভাব ওপদীপ ।

সপ্তম ফ্রেণ্ডলি ওপদীপ অর্থাৎ মিত্রভাব ওপদীপ
সে কাষ্ঠান কুকেতে দৃষ্ট হইল । অম্বালামিয়া ও
বহুপদীপের বিবরণ সমাপ্ত হইল । এই সকল ওপ
দীপ মন্যাত্তে অধিক কিন্তু বাসিন্দার বহুমাণে
যত লোক আছে তাহার সমামান্য লোক এক
স্থানে কুত্রাপি নাই । অম্বালামিয়া ও তাহার ওপদীপের বিব
রণ সমাপ্ত হইল ।

পৃথিবীর দ্বিতীয় ভাগ ।

অর্থাৎ ইওরোপ ।

আমিয়ার লোকাবস্থিতি ইত্যনের পরে বহুকালানন্তর ইওরোপে লোক বসতি হইল । আমিয়ার পরিমাণ হইতে ইওরোপের পরিমাণ তিন ভাগ ন্যূন এবং সেখানে আমিয়ার তিন ভাগের এক ভাগ লোক তথাপি তাহারদিগের পরাক্রম এমন যে ইংলণ্ডীয় কিম্বা ফরান্সিস্ কিম্বা রুশিয়া ইওরোপের মধ্যে এই তিন পুরাতন জাতি পরস্পর কেহ কাহাকে যদি না থামায় তবে এক জাতীয় লোক পৃথিবী জয় করিতে পারে । এবং ইংলণ্ড দেশ এ তিনের মধ্যে অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া এবং চতুর্দিগের সহিত ঘেষ থাকিলেও আপন পরাক্রমে এমত বড় হইয়াছে যে পুণ্য সকল পৃথিবীর লোক তাহারদিগের অনুরোধ রাখে ইহার কারণ এই যে তাহারা আপনাদের পূর্বে যে অজ্ঞানের আশ্রয় ছিল তাহা ত্যাগ করিয়া বুদ্ধের সেবা করিয়াছে । ইহার ফল এই যে পুণ্যমত বুদ্ধের নিকট সকলেই সমান এবং এমন কোন জাতি নাই যে বুদ্ধ অন্যহইতে তাহাকে অধিক প্রেম করেন ইহা অতিসুন্দর রূপে জানা আছে । দ্বিতীয়তঃ এই যে ক্ষুদ্র ও মইৎ সকল লোকের বিদ্যা গৃহনের শক্তি

যাহিণে আপন মন বিদ্যাতে পূর্ণ করা ওচিৎ যেহে
তুরু বিদ্যা হইলে বুদ্ধিসেবা সুন্দর মত হয় এবং
আপন আত্মীয় বর্গের ওপকার হয়। এই বিবেচ
নাদ্বারা ইউরোপের এত পরাক্রম হইয়াছে ইহা জানা
যায় কেননা পূর্বকালে আর্মিয়ার লোকেরদের মত
মায়ন দেবতা ও পুরোহিতেরদের মতে চলিত তখন
তাহারদিগের মত পরাহম ছিল না। ইহা শু
দেখা যায় যে ইউরোপের মতী যে লোকেরা অজ্ঞা
নতাপ্রযুক্ত পুরোহিতেরদের বশীভূত অর্থাৎ দ্বানিয়া
ও পৌত্তলিক দেশীয়েরা তাহারা ইউরোপের মতী
অতিপরাক্রমবহিত। ইউরোপের মতী যে লোকের
দের বিদ্যাবিষয়ে আত্মবিক্রী চেষ্টা থাকে তাহার
দের পরাক্রম ইংল্যান্ডীয়েরদের মত অন্য সকলই
তে অতিশয়।

ইউরোপের সীমা।

ইউরোপ আর্মিয়ার নিম্নে পশ্চিমে এই দুইয়ের মতী
কোল নদী ব্যবধান নাই এইহেতুক আর্মিয়ার পশ্চিমে
সীমা ইউরোপের পূর্ব সীমা মঙ্গলগা। উত্তর সীমা
হিমালয় পশ্চিমে সীমা আটলান্টিক সমুদ্র তাহার
দ্বারা আমেরিকা হইতে পৃথক হইয়াছে দক্ষিণে ভূমধ্য

সমুদ্র তাহাতে আটকাইতে বিভক্ত হইয়াছে ও ওর
মাইত্রিশ অক্ষাংশাবধি আটঘড়ি অক্ষাংশপর্যন্ত
এবং পশ্চিম দ্রাঘিমা নয় অংশ অবধি ষাট অংশ
পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত। দীর্ঘ দুই হাজার নয় শত
ফোশ পুর্ন দুই হাজার আটঘড়ি ফোশ। মেথানকার
লোকসংখ্যা অনুমান পোনের কোটি।

ইউরোপের পূর্বকালীন ঐশ্বর্যরাবিতা।

পূর্বকালে ইউরোপের মর্ত্ত দেবপূজা ছিল এবং
আপন দেশের দেবতা মানিত। ইংলণ্ডের দেবতা
এইং রবি ও মোম তুস্কা ও বোদেন ও ঘুগি দেবী
এবং সেই দেবতারদের নামানুযায়ি মাতবাদের
নাম হইয়াছে। কিন্তু যখন বীর্ষপুস্তক মেথানে
পঁহুছিল তখন ক্রমে দেবপূজা ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টিয়ান
হইল।

পাপীর মত স্থাপনের বিষয়ে।

খ্রীষ্টের মরনের তিন চারি শত বৎসর পরে
রোম দেশের বড় ওপদেশক অতিপরাক্রমী হইয়া
সকল খ্রীষ্টিয়ানের ওপর কর্তৃত্ব করিল এবং বুন্সের
তুল্য আপনাকে মানিতে আজ্ঞা দিল এবং ক্রমে ইউরো

পের রাজারদের অনুগ্রহ পাইয়া আপনার আত্মালঙ্ক
কে নষ্ট করিতে লাগিল এবং আপন মিথ্যা কাল্পনিক
তা প্রকাশের ভয়ে স্বম্ভাষাতে বীষপুস্তক পড়িতে
মকলকৈ মানা করিল এবং আপনাকে পাণী নামে
খ্যাত করিয়া ইওরোপের সকলের ওপরে পুরুষানুক্রমে
এক হাজার বৎসর রাজ্য করিল এবং স্বর্গ ও
নরকের মধ্যে মিথ্যা এক স্থান কল্পনা করিল ও সকল
লোকে শিখাইল যে মনুষ্যের পুণ একবারে স্বর্গে
কিন্তু নরকে যায় না কিন্তু মরনানন্তর পুণ ঐ মধ্য
স্থানে যায় পরে ওপদেশকেরদের প্রার্থনানুসারে স্বর্গ
কিন্তু নরকগামী হয়। এই কথ মিথ্যা প্রচারনা করিয়া
লোকেরদের স্থানে এত টাঁকা খাইত যে ইওরোপের
চতুর্গোশ ভূমি তাহারা ভোগ করিত।

পাণীর মতইহাতে ওঙ্কারের বিষয়ে।

তিন শত বৎসর হইল ছাপাযন্ত্রদ্বারা অনেক পুস্তক
প্ৰস্তুত করিয়া ইওরোপের লোকেরা পড়িতে লাগিল
ইহাতে তাহারা জানিল যে আয়ারদিগের ওপরে
রোমের পাণীর কোন আজ্ঞা করিবার অধিকার নাই
এবং কতক রাজা ও নগরের প্রধান লোক পাণীর
অনুরোধ ভাগ করিল তাহারা প্রচেষ্টা নামে খ্যাত

ইইল। পরে পাপকর্তৃক তাহারদিগের অনেক
দমন করাতে প্রায় দশ লক্ষ লোক মারা গেল ওখানি
পাপীর মতে পুনর্বার না গিয়া আপন মতে রহিল।

ইউরোপের এতৎকালীন ঐশ্বর্যরাবিনা।

এই সময়ে ইউরোপের অর্দ্ধেক লোক খুটেঞ্চু মতে
পুবেশ করিল অবশিষ্ট অর্দ্ধ লোক পাপীর অধিকারে
রহিল তাহারদের নাম কখন পাপিষ্ট ও কখন
রোমানকাতোলিক কহা যায়। সমুদায় খ্রীষ্টান
মেই মতে আছে। কথিয়া দেশ কখন পাপীর অধীন
ছিল না কিন্তু পূর্বকালীন গ্রীক দেশস্থ খ্রীষ্টিয়ানের
মতে এখন চলে। তাহারদিগের গ্রীক মণ্ডলীর অনু
সারে খ্রীষ্টিয়ান কহা যায়। তুরুকেরা মুসলমান কিন্তু
আলী ও ফতেস ও হামেন হোমেনকে মানে না এত
ব্যতিরিক্ত অনেক যিহুদী লোক আছে তাহার অল্প
ভাগি ব্যতিরেকে বর্ম্মপুস্তক মানে কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস
করে না। ইহাতে দেখা গেল যে ইউরোপের মধ্যে
এই পুকার আরাবিনা আছে পাপিষ্টের মত ও খুটেঞ্চু
দের মত ও গ্রীক মণ্ডলীর মত এই তিন পুকার লোকে
রা সমুদয় বর্ম্মপুস্তক মানে এবং যিহুদী লোকেরা অ
ল্পভাগি মানে না এবং মুসলমানেরা তাহা মানে না

ইউরোপের সমুদ্র ।

পৃথিবীদেশের নদী ছাড়া ইউরোপের মধ্যে মাগিরের প্রবেশ আছে তাহারদিককে সমুদ্র কহা যায় তাহাতে ইউরোপের লোকের বিন ঐশ্বর্য্যাদি বিষয় ওৎকার হয় ইহার মধ্যে প্রবীন এই ভূমবীম্ সমুদ্র সে মতর শত ঘাটি কোণ দীর্ঘ ও ইউরোপকে আচ্ছিন্ন হইতে পৃথক করে । দ্বিতীয় বাল্টিক সে ওত্তরে চলিয়া স্বীদেন ও দেনমার্ককে পুষ্টিয়া ও কষ্টিয়াহইতে বিভক্ত করে । . তৃতীয় কষ্টিয়া ওত্তর ভাগে শ্বেত সমুদ্র তাহার মধ্যে অনেক ওৎদ্বীপ আছে । আটলান্টিক মাগিরের এক ভাগ ইংলণ্ডকে জার্মানিহইতে পৃথক করে তাহা কে কখনও ওত্তর সমুদ্র কহা যায় । এবং সেই মাগিরের এক ভাগ ইংলণ্ডকে স্প্যানিয়াহইতে পৃথক করে তাহার নাম বিস্কায়া খাল ইউরোপের ওত্তরে আর্ক্টিক সমুদ্র অর্থাৎ হিম সমুদ্র তাহা দিয়া আহাজ কখন প্রবেশ করে না যেহেতুক জলের ওপরে জল জমাও পর্ব্বত মর্দদা চলে কোন আহাজ গৌলে তথা নিম্নারা পড়ে ।

ইউরোপের পর্ব্বত ।

ইউরোপের সকলস্থানে আল্প নামে পর্ব্বত ও এই

শ্রোণীস্থান পর্যন্ত দশ হাজার পাঁচ শত হাত ওচ দ্বিতীয়
 প্রাক্তনইতে মানিয়াকে বিভক্তকারী পিরেনিস। তৃতীয়
 কার্পাতিয়া পর্যন্ত যে নরবেকে স্বীদেনইতে বিভক্ত
 করে। চতুর্থ আপেনীন পর্যন্ত হেমসের শ্রোণী এই
 দুই কিছু ক্ষুদ্র।

ইউরোপের নানাদেশ ।

ইউরোপের চতুর্দশ রাজ্য তাহার মধ্যে পরাক
 যেতে প্রবীন ইংলণ্ড। দ্বিতীয় কথিয়া মে ইউরোপের ও
 গুর পূর্ব ভাগে। তৃতীয় প্রাক্তন ইংলণ্ডের অতিক্রম।
 চতুর্থ আফ্রিয়া। পঞ্চম পুথিয়া মে এক শত বৎসরের
 মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। ষষ্ঠ মানিয়া। সপ্তম তুরকী।
 অষ্টম নেদরলণ্ড। নবম স্বীদেন। দশম দেলবার্ট। একা
 দশ পোর্তুগাল। দ্বাদশ স্পেনজেলণ্ড। ত্রয়োদশ জর্মান
 নির ক্ষুদ্র দেশ। চতুর্দশ ইতালি। ইউরোপের এই
 দেশ তাহারদিকাকে বশতার ও পরাকমানুসারে ক্রমে
 লিখিল্যাম যেহেতুক সকল দেশের দিগ্দিগেশে মন
 স্থান আনা অপেক্ষায় দেশের ক্ষুদ্র ও মহত্ব ও সবলত্ব
 ও দুর্বলত্ব ও বিনিত্ব ও নিব্বিনিত্ব আনা ভাল। অতএব
 ইংলণ্ড অবস্থি করিয়া অন্য দেশ ক্রমে লিখিল্যাম।

ইংলণ্ড।

ইংলণ্ডের মরীচি চারি ভাগ পূর্ব চারি পৃথক রাজ্য ছিল ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড ও বেলু এই তিন এক উপদ্বীপে আছে ঐলণ্ড মে এক পৃথক উপদ্বীপ পুণ্য উপদ্বীপের এই উপদ্বীপ তিন ভাগের এক ভাগ।

ইংলণ্ড উপদ্বীপ।

ইংলণ্ড উপদ্বীপ ওত্তর পক্ষাংশ অক্ষাংশ অবধি আটান্ন অক্ষাংশ পর্যন্ত তাহার যেখানে অতিশয় দীর্ঘতা মে যাহা পীঠ শত দশ কোশ। ইংলণ্ডের ওত্তর দিক দেশ তাহার পূর্ব হলণ্ড তাহার পশ্চিম ঐলণ্ড উপদ্বীপ। ইংলণ্ড ওপী। এই সকল দেশইহাতে সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত হইয়াছে মে সমুদ্রের স্থান বিশেষে নাম বিশেষ হইয়াছে ইংলণ্ড ও ঐলণ্ডের লোকসংখ্যা এক কোটি ষাট লক্ষ অর্থাৎ চতুরশ্রু এক কোশে দুই শত বাইশ লোক। বেলু পূর্বকালে স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল কিন্তু জয় শত বৎসর হইল ইংলণ্ডের অধীন হইয়াছে অদ্যাপি ও আপন ভাষা আছে কিন্তু ইংলণ্ডীয় ভাষাইহাতে অনেক বিভিন্ন।

স্কটলণ্ড।

স্কটলণ্ড ইংলণ্ডইহাতে ভিন্ন জিল কিন্তু স্কটলণ্ডের

রাজা চতুর্ঘাৎকুর ইংলণ্ডের রাজা সম্রাট হেনরির
কন্যা বিবাহ করিয়া তাহার পৌত্র ঘাৎকুর ১৬০৩ সালে
দুই রাজ্য ভাগ করিল ১৭০৭ সালে দুই দেশ একাধি-
কার হইয়া এক রাজ্য হইল। সেই দুই দেশীয় ভা-
ষা এক অর্থাৎ ইংলিশীয় ভাষা। স্কটলণ্ডের প্রকৃত
ভাষা অর্থাৎ গালিক সে এখন কেবল তাহার ওপর
ভাগে পর্বতীয়েরদের মধ্যে চলিত। অনুমান করি
যে স্কটলণ্ডে বিশ লক্ষ লোক আছে।

এল্ডু।

এল্ডু ওপদ্বীপ ইংলণ্ড হইতে নিম্নে পশ্চিমে ইংলণ্ড হ-
ইতে সে সমুদ্রের এক প্রদর্শনদ্বারা বিভক্ত হইয়াছে।
সে দীর্ঘ দুই শত ঘাটি কোণ প্রায় এক শত ত্রিশ কোণ
তাহার লোকসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ তাহার এক ভিন্ন
ভাষা কিন্তু ইংলিশীয় ভাষা সেখানে চলিত আছে
সেই ছয় শত পঞ্চাশ বৎসর ইংলিশীয়েরদের অধীন
হইল। কিন্তু আট্টার বৎসর হইল দেশের সভ্যদের
অজ্ঞাতে ইংলণ্ডের সহিত মিলন হইল। এখন
ইংলণ্ড ও বেঙ্গ ও স্কটলণ্ড ও এল্ডু এক রাজ্যের অধীন
ও এক মহাসভাতে এই চারি দেশের লোক আইমে

এম্যান বাবুয়া মতে ব্যবহার করে ঐলওর প্রায় মক
ল ভাগ পাণ্ডিত্য।

ইংল্যান্ডের পূর্বকালাবধি অবিকারী।

এমন অবস্থান হয় যখন ও ইলওইতে আসিয়া ইং
ল্যান্ডে পুথ্য ইংল্যান্ডের বাস করিল যেহেতুক ঐ দুই
দেশ পরস্পর নিকটস্থ খ্রীষ্টীয়ানের শকের পূর্ব বায়ান
বৎসর জুলিয়স্ কাইসার রোমানের এক সেনাপতি
ইংল্যান্ড জয় করিল রোমানেরা চারি শত পঞ্চাশ বৎসর
মেথানে রাজ্য করিল পরে আপনাদের রাজা রক্ষার
নিমিত্ত তাহা ভাগ করিয়া আপন রাজ্যে মৈন্য লই
য়া গেল। পরে মাক্কনের ইওরোপ নিকটবর্তি দ্বীপ
ইহাতে ইংল্যান্ডে আসিয়া তাহার গুম করিল। অনেক
যুদ্ধের পর মাতটা রাজ্য স্থাপন করিল ১৮০ ১০৪৬ মালে
দেন্নার্কের ইংল্যান্ড জয় করিল। ১০৬৬ মালে ফ্রান্সের
এক পুত্র নর্মন্দিহইতে ওলিয়াম নামে এক নরম্যান
সমৈন্য আসিয়া দেশ জয় করিল। সেই ওলিয়ামের
মহান এখনও সিংহাসনে বসিতেছে। সেই বংশ
এখন মাত শত পঞ্চাশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিতেছে।

ইংলণ্ডীয়েরদের ঈশ্বরারবিনা ।

ইংলণ্ডে পাপিষ্ঠ না হইয়া প্রায় সকল লোক খুটে ঘনু যতে চলে ইংলণ্ডে খুটেচহমত দুই পুকার আছে । অর্থাৎ প্রথমতঃ ইংলণ্ডের স্থানিত মত । দ্বিতীয় তা হার ভিন্ন অঙ্গমাতেরদের মত । ইংলণ্ডের স্থানিত মণ্ডলীর ওপরে চব্বিশ দীর্ঘাবাক্ষ এবং- দুই প্রবান দীর্ঘাবাক্ষ এবং আটটার হাজার ওপদেশক । দেশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ইংলণ্ড ও বেলে মত দশ হাজার ভাগী আছে । প্রত্যেক ভাগী একই ওপদেশক নিক নিত আছে । পুতিরবিবারে দুইবার ওপদেশকেরা ব্রহ্মের ঈশ্বরবিনা করে তাহার নৃথিবীর শস্যের দশ মাংশ বেতন পায় ।

সাবত দিন অর্থাৎ রবিবার ।

মণ্ডাহের প্রথম দিন ইংলণ্ডে কেবল ব্রহ্ম সেবার্থে নিরুপিত আছে বোন লোক সে দিনে কৃষিকর্মপুত্ৰিত কোন ব্যবসায় করে না মহাজন লোক হিমাবাদি ও আদান প্রদান কিছু করে না সে দিবসে সকল বিচারের স্থল বন্ধ । এই যতে এক দিন বিশ্রাম করি যা পুনঃ কার্যায়ত্তে অতিশয় ওদোণা হয় । এবং

সেই দিন বীৰ্মপুস্তক পড়িয়া ও শুনিয়া বুকের পুতি ও আপন পরিবারের পুতি ঘে কর্তব্য তাহাও জানি তে পায় ।

অসম্মতেরদিগের বিষয়ে ।

ইংলণ্ডের স্থাপিত মতের মতান্তরাচারিরা অসম্মত নামে খ্যাত যেহেতুক তাহারা স্থাপিতমত ভিন্ন আপন বিবেচনার মত বীৰ্মপুস্তকের অর্থ করে এবং পুস্তকের বাক্য পাঠেতে বুকের পুতি প্রার্থনা না করিয়া অর্থনার সময়ে আপন মনের বিবেচনাতে ঘে প্রার্থয়িতব্য হয় তাহাই প্রার্থনা করে তাহারাও রবিবারে বুক্ষা রাবিনা করে সে সময়ে বীৰ্মপুস্তক পড়ে এবং লোকের দিগকে উপদেশ করে তাহাদের উপদেশকেরা আপন কারণ কেহ ব্যবসায় করে কেহ বীৰ্মার্থে অন্যকে শিক্ষা দেয় প্রায় সকলে শ্রোতারদের কিছু বিন দানেতে পুনর্দারন করে ক্রমে সেই অসম্মতেরদের মত বৃদ্ধি হইতেছে ।

ইংলণ্ডের রাজাশাসন ।

এক রাজা ও দুই সভার দ্বারা ইংলণ্ডের শাসন হয় রাজা মহিলে তাহার মহান রাজা হয় কিন্তু সেও সভ্যদেরদের সিদ্ধান্তধীন । রাজা যুদ্ধ ও শাস্তি করি

তে পারেন এবং রাজকর্মে লোকও নিযুক্ত করিতে পা-
রেন এ সকল কর্ম ব্যবস্থানুসারে করিতে পারেন ও ব্য-
বস্থা ব্যতিরিক্ত কাহাকেও হত করিতে পারেন না এবং
মভাম্বেরদের আনন্মতিতে কোন ব্যবস্থা স্থাপন করিতে
পারেন না এবং পুজারদের কর লইতে পারেন না।

মভাম্বেরা দেশের ব্যবস্থা স্থাপন ও নিবৃত্তি করিতে
সমর্থ আছেন। সে এই দুই সভা প্রথমতঃ কুলীনের
দের সভা দ্বিতীয়তঃ সামান্য লোকেরদের সভা কুলী-
নেরদের সভাতে কুলীন বংশের জাত লোকেরা জ্যেষ্ঠ
তানুক্রমে বসে এবং ষষ্টিশ বীর্ষাধিকারী এবং দুই
পুত্রী বীর্ষাধিকারীও বসে। লোকেরদের সভাতে
পুয়োত্তম অধিক সে সভাতে দেশমুকর্তৃক যনোনীত
তিন মংলগ্ন দেশের কিস্কিদ্ধিক ছয় শত জন বসে
তাহারদিগের পুত্রী বীর্ষা এই বংশের ইমিল নির্ণয়
করা এবং ওত্তম বিবেচনা পূর্বক ব্যবস্থা করা যেহেতুক
তাহারদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজকর ও ইমিল
রাজা লইতে পারেন না। যাহারা ব্যবস্থা বিপ-
রীত কোন কর্ম করে এবং দেশের বিপদ করে তাহার
দের নামে এই সভায় নালিম হয়। এই সভাতে
হেষ্টিংস সাহেবের নামে নালিম হইয়াছিল।

গৌনিবায় ।

ইংলণ্ডের পুণ্ড্রিক অর্থাৎ আদালতে

বিচারকর্তা ।

ইংলণ্ড দেশে দাদশ জন পুণ্ড্রিক তাহারা যাহা জীবন সেই কর্মে নিযুক্ত যেহেতু তাহারা যদি কোন অপ্রদত্ত কর্ম না করে তবে রাজা তাহাদেরিগকে কখন কর্মচ্যুত করিতে পারেন না । ইংলণ্ড দেশে জয় ভাগ করা গিয়াছে দুই পুণ্ড্রিক জয় মাসের কারণ এক ভাগে গিয়া যত মোকদ্দমা নিকাশ করেন ।

মত্য জনের দ্বারা মোকদ্দমা ।

যখন কোন লোক অভিযুক্ত হইয়া বিচারস্থানে আনা যায় তখন তাহার মহরামী বার জনকে পুণ্ড্রিক তাকিয়া তাহাদেরিগকে মত্য করিয়া মাকির পুণ্ড্রিক জাতি করাইয়া সেই বার জনকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই লোক দোষী কি না । তাহাদের কথানুসারে সে লোকের অপরাধী কিম্বা অনপরাধী হয় । যদি তাহারা সে অভিযুক্তকে অপরাধী কিম্বা অনপরাধী নিশ্চয় করে তবে পুণ্ড্রিক তাহার অন্যথা করিতে পারেন না এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই বার

গোলবিদ্যা

জনের মাঝে যদি কাঁহাতেও সম্মত না হয় তবে অন্য কেহ তৎমূলে নিযুক্ত হয়। এই রূপ বিচারের ফল এই ইংলণ্ডে দুম দিয়া মোকদ্দমা হইতে পারে না। এবং পুতোক লোকের বিন কুড়ি টাকা কিম্বা কুড়ি লক্ষ হইক যাহার যে থাকে সে তাহারি দ্বির আছে রাতা কিম্বা অন্য কেহ লইতে পারে না।

ইংলণ্ডের বানিজ্য।

ইংলণ্ডের বানিজ্য অন্য দেশের বানিজ্য হইতে অধিক যেহেতুক বিশ বৎসর হইল এক বৎসরে নানা দেশ হইতে লণ্ডন নগরে যত দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি হইল তাহার মূল্য ষাট কোটি টাকা ইহা ব্যতিরিক্ত অন্য ঘোপ নগরে যত দ্রব্য আমদানি রপ্তানি হয় তাহার মূল্য ইহা অতিবিস্তর হয় এবং সেই বৎসর অবধি বানিজ্য অনেক বাড়িয়াছে।

ইংলণ্ডের বিদ্যালয়।

ভাগ্যবান লোকের বিদ্যার জন্য অনেক বিদ্যালয় আছে তাহার মাঝে দুইটা বিদ্যালয় প্রধান এই অক্সফোর্ড মেখানে মতের বিদ্যালয় আছে এবং কাম্বিজ মেখানে ষোলটা বিদ্যালয় মেখানে সকল পুকার ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা দেয় কিন্তু দুইটি লোকের বিদ্যা

জানার্থে দিনাযুলো এখন আট হাজার পাঠশালা নি
যুক্ত আছে সেখানে দুঃখি লোকের বালকেরা দিনা
যুলো পুস্তক ও বিদ্যা পায়।

ই-প্লেগের মস্তাহের সমাচার ।

রাজার যত বিষয় এবং ওজীরের যত কর্ম এবং
যে ব্যবস্থা হওনের কল হয় সেই ব্যবস্থার ও তাহার
বিষয় সমাজেরদের বিবেচনা ও যে বিবাদ হয় প্রতি
মস্তাহে সে জানা যায় এই জান পত্রদ্বারা দেশের
সকল সমাচার সম্বন্ধ জানা যায়। এবং ব্যবস্থার
লোক প্রতিষ্ঠা তাহার পড়িতে পারে তাহার পড়িয়া এ
সকল বিষয় জ্ঞাত হয়। লগুন নগরইহাতে প্রতি
মস্তাহে এক লক্ষ সমাচার পত্র নির্গত হয় ইহা
ব্যতিরিক্ত দেশের প্রতিভাগের এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র নগ
রের সমাচারপত্র আছে ইহাতে রাজার ও ওজীরের
ভাল মন্দ কর্ম তথনি দেশে ব্যক্ত হয়।

ই-১৩ দেশের সামগ্রিক সমাচারের পুস্তক।

এই মণ্ডাঙ্কিক সমাচারপত্র ব্যতিরিক্ত যামে কিম্বা
তিন যাম অন্তরে এক পুকার পুস্তক জাণা যায় এই
পুস্তকের যাবৌ মেই মামের সমাচার পুনঃ লিখিত
হয় মেই মামের যাবৌ যে নতুন পুস্তক জাণা যায়

তাহার ন্যায় ও বিবরণ ও ভাল মন্দ রচনার বিবেচনা মকল থাকে। মাসীয়া পুস্তকে লোকেদের ওপকারমুঠক বিষয় অনেক আছে এই রূপ পঞ্চাশ হাজার পুস্তক মাসীয়া পুস্তক পাওয়া মর্ষত্র বাণ্ড হয় ইহাতে মর্ষদেশীয় লোকেরা জানিতে পায় যে কি রূপে লোকেদের ওপকার ইহাতে পারে। আর বৎসরের মর্ষো কাব্য ও অলঙ্কার ও স্মৃতি ও ন্যায় ও নীতি ও ইতি হাস ও জ্যোতিষ ও অন্য নানা বিদ্যা বিষয়ক নতুন পুস্তক অনুমানে মাত শত জাপা যায়।

ইংলণ্ডের রাজকর।

ইংলণ্ড দেশের রাজকর ভূমি ও দুবা পুজ্জতিহইতে ওৎপন্ন হয়। বৎসর মর্ষামেরদের আঁজাতে রাজকর আদায় করা যায় সে রাজকরের মংখ্যা চল্লিশ কোটি।

ইংলণ্ডের মৈন্য।

এখন অযুদ্ধ সময়পুস্তক মৈন্য অনেক নুন করা গিয়াছে অনুমান এখনও এক লক্ষ মৈন্য পুস্তক আছে ইহারা মকল ইংলণ্ডীয় লোক কিন্তু অন্য দেশীয় নহে ইহার চতুর্থাংশেও আমিয়া মকল দেশ জয় করা যায়।

ইংলণ্ডের আহাজ ।

ইংলণ্ডের প্রকৃত পরাক্রম মৈনামূলক নহে কিন্তু আহাজমূলক এই আহাজদ্বারা তাহার সমুদ্রা ওপরে প্রাধান্য আনয়ন ইন্তে রাখিয়াছে । ইহাতে পৃথবীর অতিদূর দেশীয় লোকেরদের ভয় জন্মায় । ইংলণ্ডের আহাজ মকল দেশের আহাজহইতে কেবল বড় মে নহে যদি মকল দেশের আহাজ একত্র হয় তথাপি ইংলণ্ডের আহাজ মে সবলহইতে বহুমান্যক । যুদ্ধোপস্থিতি সময়ে ছোট বড় প্রায় হাজার আহাজ প্রস্তুত হয় । এবং তাহার মধ্যে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার নাবিকদি থাকে ।

ইংলণ্ডের ভাগ ও পুধান নগরবৃত্তি ।

ইংলণ্ডদেশে চল্লিশটা পুধান ভাগ আছে । বেঙ্গুর বার পুধান ভাগ কিন্তু ভাগতুল্য নগর নাই । ইংলণ্ডের পুধান নগর লণ্ডন স্কটলণ্ডের পুধান নগর এডিন বর্গ ঐর্লণ্ডের পুধান নগর ডব্লিন । লণ্ডন নগরে অনুমান দশ লক্ষ লোক আছে । কিন্তু আর কোন নগরে এক লক্ষের অধিক লোক নাই । সেই নগর দীর্ঘ জয় কোশ পুহু তিন কোশ তাহার মধ্যে আট হাজার রাহা এবং চারি শত গির্জাঘর । সেই

নগর দ্বিগুণ টেমস নামে নদী বহে নগরের মাঝে
 সেই নদীর ওপরে চারি পুল আছে তাহার মাঝে এক
 পুল গৌলিতে এক কোটি টাকা ব্যয় হইল। লণ্ডনের
 পর যর্ক নামে নগর খৃস্ট-মনীয় যোহেতুরু পূর্বকালে
 ইংলণ্ডের উত্তর ভাগে মে পুর্বান নগর জিল ইংলণ্ডের
 পশ্চিম ভাগে বৃন্তল পুর্বান এক নগর। লিবপুল নামে
 এক ঘোণ নগর বৃন্তল হইতে কিছু ক্ষুদ্র মে নগরের সম
 হিত গত তিন চারি বৎসরের মাঝে ভারতবর্ষের বা
 নিজা ওপস্থিত হইয়াছে কিন্তু পূর্ব জিল না এখন পক্ষাণ
 জাহাজ লিবপুল হইতে ভারতবর্ষ আইনে। বাত
 নামে ইংলণ্ড দেশের অতি সুন্দর নগর এবং তাহার
 বোঁশীশাভিদায়ক জলের খৃস্ট মা বড়। মাঝেকের পূর্ব
 এক ক্ষুদ্র গ্রাম জিল কিন্তু তুনার ব্যবসায়েতে এক শত
 বৎসরে মহানগর হইয়াছে। বর্মিঙ্গাম পূর্বে ক্ষুদ্র
 এক গ্রাম জিল কিন্তু কর্মাকারের ব্যবসায়ের দ্বারা মহ
 হানগর হইয়াছে। এখন সেখানে ষাটি হাজার
 লোক সেই কর্মে নিযুক্ত আছে। শেফিল্ড বীরঘুত্ৰ অ
 স্ত্রাদি ব্যবসায়েতে বড় নগর হইয়াছে সেখানে পঁয়
 তাল্লিশ হাজার লোক আছে তাহার ঘোণ নগর এই
 নোঁর্ডমোন্ ও প্লিমোন্ ও হালমোন্ ও হল ইত্যাদি।

ইংলণ্ডের নদী ও পর্বত ।

ইংলণ্ডের নদী বড় নহে অধিকও নহে তাহার মধ্যে তিন পুরাতন নদী এই পুথ্য টেমস্‌ মে এক শত ফ্রাঙ্ক বহিয়া সমুদ্রে পুবেশ করে । দ্বিতীয় মেবের্ন ইংলণ্ডের পশ্চিমে এক শত বত্রিশ ফ্রাঙ্ক চলিয়া বস্তুলের নিকটে সমুদ্রে পুবেশ করে । তৃতীয় হম্বর মে নব্বই ফ্রাঙ্ক বহে । এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র অন্য কতক নদী আছে । ইংলণ্ডের পর্বত বড় ৩৪ নহে । স্কটলণ্ড দেশে অতি শয় ৩৪ পর্বত বেনেবিন মে সমুদ্র হইতে তিন হাজার হাতের অধিক ৩৪ নহে । এবং রেব্লের অতি শয় ৩৪ পর্বত এত ৩৪ নহে ।

ইংলণ্ডের চতুর্দ্ভুদ্র ওপদ্বীপ ।

ইংলণ্ডের চতুর্দ্ভুদ্র ওপদ্বীপ অনেক নাই কিন্তু মেইন্‌ ওপদ্বীপে কৃষি বাণিজ্যাদি সকল হয় । এবং ইংলণ্ডে যত ভাল নিবন্ধ আছে সেখানেও মে আছে । তাহার পুরাতন এই বৈটে ওপদ্বীপ মেতের ফ্রাঙ্ক দীর্ঘ এগার ফ্রাঙ্ক পুথ । গার্মি ও জর্মি ও আল্ডর্নি এবং মার্ক ইহার বৈটে ওপদ্বীপ হইতে বাষট্টি ফ্রাঙ্ক দূরে । ইহার মধ্যে গার্মি বড় মে এগার ফ্রাঙ্ক দীর্ঘ আট

ফ্রান্স পুঙ্খ এই সকল পুঙ্খকালে প্রাদেশিকদের অধিকার ছিল। দেশের অভ্যন্তরে নিকটে মিলিনামে খ্যাত এক শত ওপদীপ আছে তাহার মধ্যে অনুমান হাজার লোক। বেঙ্গের নিকটে বাইশ ফ্রান্স দীর্ঘ ঘোল ফ্রান্স পুঙ্খ আরলেমনামে এক ওপদীপে দুইদ নামে পুরো হিডেরা পুঙ্খ থাকিত সেখানে তাম্র জন্মে। যান ওপদীপ মাতাইশ ফ্রান্স দীর্ঘ তের ফ্রান্স পুঙ্খ পুঙ্খ কালে সে স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।

স্কটলণ্ডের ওপদীপ এই। হিব্রিডিস অর্থাৎ পশ্চিম ওপদীপ। অক্লি ওপদীপ এক শত ওপদীপ। ইর্লণ্ডের ওপদীপের পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র তাহার মধ্যে প্রধান যে সে এগার ফ্রান্স দীর্ঘ ও নয় ফ্রান্স পুঙ্খ।

ইংল্যান্ডীয়দের অধিকৃত অন্য দেশ।

ইংল্যান্ডীয়দের অধিকার পৃথিবীর চারি ভাগে আছে। সেই দেশের বিবরণ লিখিতে তাহার বিশেষ লিখা যাইবেক এখানে কেবল নামমাত্র লিখি। আমেরিকা দেশে কানাডা ও নব স্কোশিয়া ও নতুন লব দেশ এবং লাবাদোর ইহার মধ্যে অনুমান পাঁচ লক্ষ লোক আছে। আমেরিকার নিকটে পুঙ্খ সকল

ওপদ্বীপ ইংলণ্ডীয়েরদের অধীন। আফ্রিকা দেশে
সিএরালিওনা ও মেনেগাল ইত্যাদি এবং ওত্তমাশা
অন্তরীপ ও মরিসিয়াম ওপদ্বীপ। আফ্রিকার মধ্যে
ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকৃত রাজ্য কহা গিয়াছে এই স
কল মুক্ত ইংলণ্ডের রাজার অধীন দশ কোটি লো
কের লুণ হইবেক না।

দ্বিতীয়

দ্বিতীয় পূর্বাধিক পৃথিবীর মধ্যে পরাক্রম দ্বিতীয় রাজ্য
ছিল কিন্তু এখান কথিয়া তাহার দিগাহইতে পরাক্রম
হইয়াছে কিন্তু পরাক্রমের মৈত্র্য নাই এতদ্বারা
ইংলণ্ডের পর দ্বিতীয়ের বিবরণ কহি। দ্বিতীয়ের পশ্চিমে
আটলান্টিক সাগর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও সাগর
ও স্পেন জের্সি ও জার্মানি এবং ওত্তরে ইলণ্ড। আট
লান্টিক সাগরের আটের ফ্রান্স প্রমু এক পুদেশদ্বারা
দ্বিতীয় ইংলণ্ডহইতে বিভক্ত। দ্বিতীয়ের মায়া ওত্তরে
বিয়াল্লিশ অক্ষাংশাবধি একান্ত অক্ষাংশপর্যন্ত
পশ্চিমে চারি দ্রাঘিমাভাগ মাত পূর্ব দ্রাঘিমাপর্যন্ত
পাঁচ শত বাইশ ফ্রান্স দীর্ঘ পাঁচ শত ফ্রান্স প্রমু। লোক
সংখ্যা দুই কোটি আশী লক্ষ এবং এক লক্ষ আটশ

স্বাক্ষর চতুর্দশ কোশ এক চতুর্দশ কোশে এক শত
আশী লোক আছে ।

স্বাক্ষরদের বুদ্ধিরাশি ।

স্বাক্ষরদের মত রোমেনকাতোলিক তাহার মত
কুড়িটা প্রধান বর্মাবাক্ষ আছে এক শত ত্রিশটা
বর্মাবাক্ষ এবং দেড় লক্ষ ওপদেশক । সেইখানে
পুণ্ডিতদের মত অনেক বর্মাবাক্ষ চলিতেছে
কিন্তু রোমেনকাতোলিকদের ওপদেশকেরা সেই
অবস্থি তাহারদিগের সমস্ত ওপদেশ করিয়াছে
যে তাহার। সময়ে দেশের লোক সংখ্যায়ে
পুণ্ডিত মতাবলম্বী পত্র অংশের এক অংশের
অধিক নাই । যেমত ইংলণ্ড দেশের ওপদেশ
কেরা পৃথিবীর ওপন্ন বস্তুর দশমাংশদ্বারা কাল
ক্ষেপন করে সেইমত ত্রিশ বর্মাবাক্ষের পূর্বে স্বাক্ষর ছিল
কিন্তু তাহারদের ওপন্নবেতে বাজে অমী মকল এক
বারে বিফল হইল সে বাজে অমী সে দেশের তৃতী
মাংশ ছিল এবং তাহার। যে পৃথিবীর ওপন্ন বস্তুর
দশমাংশ পাইত তাহা একেবারে লুপ্ত হইল তদবধি
তাহার। তাহা আর কখনও পায় নাই ।

দ্বীপেরদের রাজ্যশাসন ।

পূর্বকালাবধি দ্বীপের রাজার ঐক্য বিপত্তা ছিল এবং তাহার ও তাহার চাকরের আত্মতে লোক কার্য গোরে বদ্ধ হইত এবং দণ্ডোপ করিত তাহারদের কখন ইংলণ্ডীয়দের মত দেশের সভা ছিল না । কিন্তু পুজা লোকের সম্মতিবাহিতরূপে রাজকর লইত ইহার ফল এই দ্বীপের লোক ইংলণ্ডীয় লোক হইতে দ্বিগুন হইয়াও অন্যকে সহায় না করিয়া কখন ইংলণ্ডীয়দের সহিত যুদ্ধে জয় করিতে পারে নাই ।

দ্বীপদেশের ওপলব ।

খ্রিঃ ১৫মর হইল পুজা লোকের রাজার ও কুলীনেরদের ও বীর্ষাব্যক্তদের অন্যায় আর সহিতে না পারিয়া রাজাকে বধ করিল । পরে কিছু কাল মকল বিষয় অস্থির হইলে বোনাপার্ত নামে এক মহামেনা পতি আপনি রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিল ও চতুর্দশ ১৫মর পর্য্যন্ত ইউরোপের রাজারদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুায় তাহারদিগকে নিঃশেষ করিল । তৎপরে অন্য রাজারা ইংলণ্ডীয়দের সহিত মিলিয়া বোনাপার্তকে রাজভ্রষ্ট করিয়া দ্বীপগোলের ন্যায় সমুদ্রের

এক দ্বীপে রাখিল । এবং যে রাজা পূর্বে মারা গেল
তাহার ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইল কিন্তু অনেক
লোক তাহার রাজত্বে অসম্মত আছে ।

ফ্রান্সীয়েরদের মৈন্য ।

বোনাপার্তের মৈন্য প্রায় দশ লক্ষ ছিল । কিন্তু তিনি
সিংহাসন হইতে ওতাক হইলে অনেক লোক হই
য়াও অনুমান আড়াই লক্ষ মৈন্য এখন আছে ।

ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজ ।

এক শত বিশ বৎসর হইল ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজ
ইংলণ্ডীয় জাহাজের সমান ছিল কিন্তু সে সময়ে এক
যুদ্ধেই ইংলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল ।
তাহারদিগের জাহাজ এখন ইংলণ্ডীয়েরদের জাহা
জের চতুর্থাংশও নহে । তাহারা ইংলণ্ডীয়েরদের
জাহাজ হইতে অধিক জাহাজবিশিষ্ট না হইয়া প্রায়
এখন যুদ্ধ করে না ।

ফ্রান্সীয় ভাষা ।

ফ্রান্সীয় ভাষা প্রায় লাভিনমূলক । যেহেতুক
ফ্রান্স পূর্বে রোমানের অধীন ছিল এবং তদন্থে রো
মানের ভাষা চলিত ছিল তাহারদের ভাষা অতিমুন্দর

এবং মকল ইউরোপের মতো চলিত এবং তাহার
মতো কাব্য ও ন্যায় ও জ্যোতিষশাস্ত্র অनेক
মুদ্রণ প্রসূ আছে।

ফ্রান্সীয়েরদের বিদ্যাভ্যাস।

ফ্রান্সে ভাগ্যবান লোকের কারণ অনেক বিদ্যালয়
আছে কিন্তু দুঃখি লোক বিদ্যাভ্যাস করে এমনতর
নাই এইহেতুক নীচ লোক প্রায় ভয় পড়িতে
পারে না অতএব লোকেরদের মধ্যে অধিক ভাগ
মূর্খ এবং অন্ধের ন্যায় পুরোহিতেরদের বাক্য দ্বারা
জান করে। ইংলণ্ডে যেমন দুঃখি লোক বিনা
মূল্যে বিদ্যা পায় সেমত ফ্রান্সে কিছুমাত্র নাই।

ফ্রান্সীয়েরদের ব্যবহারপদ বিচারাদি।

ফ্রান্স দেশে সভ্যের দ্বারা বিচার হয় না কিন্তু
মোকদ্দমা দুই তিন প্রাতিষাক্ষের দ্বারা নিশ্চয় করা
যায় তাহারদের বিচারের আজ্ঞাপত্র হিঁর। ফ্রান্সের
গুপ্তবীর পূর্বে রাজা কিম্বা মন্ত্রির আজ্ঞাযাত্রতে
লোকেরা কারাগারে রাখা যাইত। এবং সে
স্থানেতে বদ্ধ জনেরদের আশ্রয় কেহ যাইতে
পারিত না এবং কোন লোক যদি অন্য কাহাকেও

দেখ করিত তবেরাজার চাকরকে ঘুম দিয়া আঁতা
পত্র আনয়া আপন শত্রকে ঘাবড়ান বন কারাগারে
বদ্ধ করিত । এবণ পিতা কুন্দ হইয়া পুত্রকে এবণ
ভ্রাতা কুন্দ হইয়া ভ্রাতাকে এই কন করিত কিন্তু গাত
ত্রিশ বৎসরাবধি সে ব্যবহার নাই ।

ফ্রান্সের পুধান নগর ।

ফ্রান্সের পুধান নগর পারিস তাহার মধ্যে অনুমান
জয় লক্ষ লোক । লিওঁ নামে নগরে অনুমান এক লক্ষ
লোক । সে স্থানে রেমস ও অরি ও কানডের শিল্প
কর্ম আছে । মার্নেল ভূমধ্য সাগরের এক ঘোপ
নগর সেখানে অনুমান আশী হাজার লোক আছে
বোর্দো নামে অন্য এক ঘোপ নগর বানিজ্যের বড়
স্থান সেখানে অতিসুন্দর মদ্য জন্মে । আঁমোত ন
গরে অনুমান চল্লিশ হাজার লোক আছে সেই স্থানে
মজ্জিপত্র স্বাক্ষর হওয়াতে সে স্থান অতিখ্যাত ।
ওতরে বৃক্ষ পুধান এক ঘোপ নগর ।

ফ্রান্সের বানিজ্যাদি ।

এক শত বৎসর হইল ফ্রান্সে বনাত ও কাপড় ও রেমস

ও মৃত্যুর কাপড় পুত্তির বানিজ্যেতে ইংল্যান্ডেইতে
অতিরিক্ত কারখানা ছিল এমন তাহার পুখান ৬০
পদ্ব বস্তু মদিরা। সেই ভূমিতেই মদিরাতনক দ্রাক্ষা
লতাবাখলা আছে। ইওরোপের সকল স্থানইহাতে
সে স্থানে ওত্তম মদিরা জান্না ।

ফ্রান্সের নদী ।

ফ্রান্সের পুখান চারি নদী আছে । লোঁঅর ও রোন
ও গারোন ও সেন । সেন দুই শত বিশ কোশ বহি
য়া হাবুদে গ্যামের নিকটে মাগারে প্রবেশ করে ।
লোঁঅর পশ্চিমে চারি শত চল্লিশ কোশ বহিয়া মাগা
রে প্রবেশ করে । রোন দক্ষিণে চারি শত চল্লিশ কোশ
চলিয়া ভূমধ্যসু সমুদ্রে প্রবেশ করে । গারোন নদী
পিরেনিস পর্বতে আরম্ভ করিয়া ওত্তর পশ্চিমে দুই
শত বিশ কোশ বাহ ।

ফ্রান্সীয় পর্বত

ফ্রান্স দেশের পর্বত এই প্রথম সিবেনিস সে রোন
নদীর পশ্চিমে । দ্বিতীয় পিরেনিস সে ফ্রান্সকে স্পানি
য়াইহাতে পৃথক করে তাহার মাঝে যে অভ্রাহ সে
সমুদ্রইহাতে মাত হাজার তিন শত হাত ওচ । অল্প
নামে পর্বত ফ্রান্সকে ইতালিইহাতে পৃথক করে ।

ফ্রান্সের বাতুর আকর ।

পূর্বকালে কহা গেল যে ফ্রান্সে মোনার আকর ছিল এখন নিশ্চয় হইল যে সেখানে দুই তিনটা কনার আকর আছে এবং কতক তাঁবার ও মীনার আকর আছে কিন্তু ইংল্যান্ডের তুল্য নহে । ফ্রান্সের অনেক প্রদেশে লোহার আকর আছে ।

ফ্রান্সের চতুর্দিক্‌ ওপদ্বীপ ।

এ সকল ওপদ্বীপ ক্ষুদ্র ও অল্পপুয়োজনক তাহার পুৰ্ব্বান কৰ্মিকা মে বোনাপার্তের অন্তর্হীন । দ্বিতীয় ওনেরোন মে ছাদশ কোশ দীর্ঘ এক কোশ প্রস্থ । তৃতীয় বেলল মে আট কোশ দীর্ঘ দুই কোশ প্রস্থ ইত্যাদি ।

ফ্রান্সীয়েরদের অধিকৃত অন্য রাজ্য ।

পূর্বে আমেরিকা দেশে ফ্রান্সীয়েরদের অনেক রাজ্য ছিল প্রায়ষাটি বৎসর হইল ইংল্যান্ডীয়েরা যুদ্ধে সকল আক্রমণ করিল । আমেরিকার নিকটস্থ ওপদ্বীপে ফ্রান্সীয়েরদের কতক ওপদ্বীপ আছে তাহার পুৰ্ব্বান মানদোমিপ্পো ফ্রান্সীয়েরদের অধিকার হইতে গিয়া তাহারদের গোলামেরদের অধীন হইয়াছে । আফ্রি

কার মর্বো বোর্বন নামে ওপদীপ আছে কিন্তু মরিসি
 যম ওপদীপ তাহারদিগেরইহতে ইংলণ্ডীয়দের
 অধিকারে আনিয়াছে। আনিয়ার মর্বো মন্দরাভের
 নিকটে মুদচেরি এবং চুচড়ার নিকটে মেননগর ইং-
 লণ্ডীয়েরা তাহারদিগকে পুনরায় দিয়াছে এতদ্ব্যতিরিক্ত
 ভারত বর্ষে তাহারদিগের আর অধিকার নাই।

কম্বিয়া।

আনিয়ার মর্বো কম্বিয়ার অধিকারে যে দেশ আছে
 তাহার বিবরণ পূর্বে কহা গিয়াছে এখন কম্বিয়ারদের
 অধিকৃত যে দেশ ইওরোপের মর্বো আছে তাহার
 বিষয় কহি। যেহেতুক বস্তুতো কম্বিয়া মুদ্রীয়ইহতে
 পরাক্রমী নহে সেইহেতুক কম্বিয়া তৃতীয় দেশ। ইওরো-
 পের মর্বো কম্বিয়ার দেশ মন্তরি ওত্তর অক্ষাংশাবধি
 ওরালিয়া পর্যন্তইহতে ওত্তর বিষাল্লিশ অক্ষাংশপর্য্য-
 ত্ত। এবং পূর্বে দুাদিম্য তেইশ অংশাবধি ষাট দুাদি-
 ম্যপর্য্যন্ত অর্থাৎ চৌদ্দ শত ক্রোশ দীর্ঘ আট শত
 আশী ক্রোশ ব্রূম। কম্বিয়া দেশ প্রায় দুই শত বৎ-
 সর ইহল ইওরোপে সুন্দররূপে আনা ছিল না কিন্তু
 এক শত বৎসর ইহল পিতর নামে তাহারদের এক
 বড় রাজা আপন মিত্রহামন তাগি করিয়া কতক কাল

ইংলণ্ডে ও ইলণ্ডে বাস করিয়া তথাকার বিদ্যা ও শিল্প কর্ম শিখিয়া আপন দেশে পুনর্বার আইল ও আপনাব পুত্রদিগকে শিখাইল কষিয়ার পরাক্রম তন্মূলক।

কষিয়ার ঈশ্বরবাহিনী।

কষীয়েরা খ্রীষ্টিয়ানের মতে চলে কিন্তু রোমীয় মত অর্থাৎ পাপিষের মত গ্রহন না করিয়া খ্রীক খ্রীষ্টিয়ানেরদের মতে চলে অতএব খ্রীক মঙ্গদায় খ্যাত তাহারদিগের বীর্ম্যমুখক পুকাশ নিমিত্ত অনেক নিবন্ধ আছে।

কষিয়ার লোক মনোখ্য।

কষিয়াতে লোকমনোখ্য তিন কোটি ঘাটি লক্ষ। তাহার অনেক পুদেশ অতিশয় হিমযুক্ত তাহার ওত্তর ভাগে আশ্বিন অবসি হাল্‌এনপর্যন্ত সূর্যের ওদয়বোধ হয় না তৈয়াক আঘাচ যামে অন্ত হয় না এবং দশ মাসপর্যন্ত বরফ পড়ে।

কষিয়ার রাজ্যশাসন।

কষীয়েরদের রাজার রাজ্য একাধিপত্য। রাজা ও মন্ত্রির আজ্ঞাতে সকল কর্ম হয় লোককে কারাগারে

রাখিতে পারে এবং সকল বিনাদি লইতে পারে ইহা
 তে তাহারদের কেহ কিছু করিতে পারে না। ইংল
 ঙ্গের যেমত সভাদ্বারা মোকদ্দমা সেখানে তাহার
 দের কিছুই নাই সেখানকার ভাষা ভিন্ন আর কোন
 ভাষার মত নহে তাহারদের ছত্রিশ বছর। সে দেশে
 ইতর লোকের বিদ্যাভ্যাস অল্প পূর্বে সে দেশে অণ
 রাশি লোকেরদের নানা রূপ কদর্য দণ্ড করা যাইত
 কিন্তু এখন তদ্রূপীদেরদের সভ্যতা হওয়াতে সে রূপ
 দণ্ড করে না এবং সে দেশে এই এক ব্যবহার আছে
 যে রাজা তাহার প্রতি ক্রোধ হন তাহাকে মিথিয়ারা
 নামে অতিশীতব্রূহীক দেশে পাঠান সে লোক সে
 খানে অতিশীতব্রূহীক অনেক কষ্ট পায়।

কষিয়ার প্রাচীন নগর।

কষিয়ার রাজধানী পিতম্বর্গ এক শত বৎসর হই
 ল পিতর রাজ্যে স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে অনু
 মান দুই লক্ষ লোক। যক্ষা এই দেশের প্রাচীন রাজ
 দানী বোনাগর্তকরূপ আটার শত বার মালে গৌ
 ডান গৌর তাহার আগে পিতম্বর্গের তুলা লোক
 ছিল। বঙ্গা নদীর নিকট আশ্রাধান নগরে মত্তরি
 হাজার লোক আছে।

কষীয়েদের বানিজ্য।

কষীয়েদের বানিজ্যের সুন্দর বৃদ্ধি হইতেছে চীন প
র্যন্ত বানিজ্য চলে এবং বৎসরের মধ্যে অনেক দ্রব্য
কষীয়েরা চীনহইতে আনে। তাহাঁদের বানিজ্যের
বস্তু এইঃ চেরবী ও লোম ও শর্ক ও ধূনা ও মাঝান।

কষিয়ার পুশান নদী।

কষিয়ার পুশান নদী এইঃ বলা পুশান মে অনুমান
চৌদ্দ শত কোশ বহিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে। দ্বিতীয়
দশ শত শত কোশ বহিয়া আমোফ সমুদ্রে প্রবে
শ করে। তৃতীয় নদীর তাট শত আশী কোশ বহি
য়া ইণ্ডক্কীন নগরে প্রবেশ করে। চতুর্থ নদীর কষি
য়াকে তুরক দেশহইতে পৃথক করে মে পাঁচ শত ত্রিশ
কোশ বহিয়া ইণ্ডক্কীনের সমুদ্রে পড়ে। পঞ্চম নদী
চারি শত চল্লিশ কোশ বহিয়া আর্কেক্সেলের মহাধা
লে পড়ে। এইঃ নদীব্যতিরিক্ত অন্যঃ ক্ষুদ্র নদীও
আছে লিখিবার আবশ্যক নাই।

কষিয়ার পর্বত।

কষিয়ার পর্বত অনেক নহে এবং ওঃ নহে বালতি
পর্বত সমুদ্রহইতে আট শত হাতের অধিক ওঃ নহে।

১৮৭৬ সাল পর্যন্ত কষীয়ার বানিজ্যের অবস্থা

অত্যন্ত পবিত্র দুই হাজার মাত শত হাত সমুদ্র হইতে উঠ নহে।

কথিয়ার মৈন্য ও জাহাজ।

কথিয়ার অনেক মৈন্য একত্র করিতে পারে অল্প কাল গাভে ঘ্রাণের সহিত যুদ্ধ তাহারদের জয় লক্ষ মৈন্য জিন। তাহারদিগের জাহাজ সংখ্যাতে অত্যন্ত নহে। কিন্তু ইংলণ্ডের তত্বর্ষী নহে। অনুমান তাহার রাজকর প্রতিবৎসর প্রায় আট কোটি টাকা।

কথিয়ার ওপদীপ।

কথিয়ার ওপদীপ অল্প দূরত্বের মহাশালের মধ্য দ্বিত একটা ওপদীপ কনস্টান্ট নামে এক সুন্দর ঘোণ নগর আছে। বালির মাগারে ওমেল ও দাগো এই দুই ওপদীপ আছে। নব তেম্মা ওপদীপ এবং তাহার চতুর্দিক পঁচ ওপদীপে লোক নাই। দ্বিতীয় বর্গন মহাশাল দুই শত ঘাট কোশ দীর্ঘ ওত্তর আশী অক্ষাংশ পর্যন্ত ব্যাপে কিন্তু শীতপ্রযুক্ত লোক বাস করিতে পারে না। সেখানে অগ্নিহায়ন মাসের প্রথমে সূর্যের অন্তরোধ হয় এবং জালপ্তন মাস পর্যন্ত আর দেখা যায় না। এবং সূর্য তৈজস মাস

অবশি ভাদ্রপূর্ণিমা মর্কদা ওদিত থাকে অকণ্ঠ হয় না। সেখানে কেবল এক জাতীয় বৃক্ষ আছে সে কখনও জয় অঙ্গুলির অধিক বাড়ে না।

আম্রিয়া।

আম্রিয়া ইণ্ডোরোপের মধ্য পরাক্রম চতুর্থ তাহার পূর্ব সীমাতে তুরক ও কম্বিয়া ওত্তরে কম্বিয়া এবং মাক্কানি ও বাবারিয়া পশ্চিমে স্কিথোল্ড এবং ইতালি দক্ষিণে ভূমধ্যসমুদ্র। সে দেশ দীর্ঘ জয় শত ষাটি কোশ প্রস্থ চারি শত পঞ্চাশ কোশ অনুমান সেখানে দুই কোটি তিন লক্ষ লোক।

আম্রিয়ার নানা রাজ্য।

প্রথম আম্রিয়া এক দেশ তৎপুত্র রাজার অধিকা রে যত দেশ আছে সেও আম্রিয়া নামে খ্যাত। দ্বিতীয় ইন্দুরী সে পূর্ব কালে স্বতন্ত্র নামেখ্যাত। তৃতীয় বোহেমিয়া। চতুর্থ ব্রান্সিলেব্রিয়া। পঞ্চম দালাসিয়া। ষষ্ঠ বেনিস পূর্বকালে সে নগর অত্যন্ত শালী ছিল সেখানে পূর্বে ভারত দেশের বাণিজ্যের সকল দ্রব্য যাইত ও সেখানহইতে ইণ্ডোরোপের মধ্য মর্কদা ব্যাপিত

এবং সেখানে বানিজ্যমূলক ঐশ্বর্যের অতিশয় বৃদ্ধি
হইয়াছিল । কিন্তু তিন শত বৎসরব্যধি সে ক্রমে
ন্যূন হইয়াছে যেহেতুক তিন শত বৎসর হইল
ওতমাণী অন্তরীণ ঘুরিয়া আহাজ চলিতে লাগিল
তাহাতে ঐ বেনিস্ নগর আহাজের গমনাগমন
রহিত হইল তৎপুত্র তাহার স্থান হইল ।

আন্নিয়ার রাজবংশের বিষয়ে ।

জয় শত বৎসর হইল এই বংশের পূর্ব পুরুষ ওতো
সে হান্সবার্গ দেশের ভূমিদার ছিল তাহার সন্তান
রোদল্ফ তিনি জর্মনির ওপরে সকলের মানোন্নাতি
রাজা হইলেন । আন্নিয়ার আর যে দেশ সেই বংশ
শ্যেরদের অধিকারে আছে সে সকল দেশ ক্রমে বি
বাহের যৌতুকদ্বারা সেই বংশ পাইয়াছে । আন্নিয়ার
রাজা পূর্ব কালে জর্মনির বাদশাহ্ কহা যাইত কিন্তু
দশ বৎসর হইল বোনাপার্ত তাহার জয় করিয়া জ
র্মনির কতক প্রদেশ আপন স্বাধীন করিয়া তদবধি
আন্নিয়ায়ান্দ্রে রাজত্বকর্মে তাহাকে খাতি করিল ।

আন্নিয়ার ঐশ্বর্যরাহিনা ।

আন্নিয়ার পুত্র প্রায় সকলে রোমানক্যাথোলিক পুত্র

বালে বোহেমিয়ার মধ্যে অনেক পুটেফ্রু জিল কিন্তু তাহার) রোমানকাতোলিকেরদের দ্বারা বিক্রম্ব হইয়া লুপ্ত পুয় হইয়াছে। আন্ড্রিয়ার রাজার ঐকাধিপত্য সেখানে সভ্যদ্বারা মোকদ্দমার পুসরীও নাই এবং লোকের শরীর ও বিনমস্বত্তি রাজমন্ত্রির অধীন যদি লইতে চাহে তবে লইতে পারে।

আন্ড্রিয়ার মৈন্য।

আন্ড্রিয়ার রাজা অনেক মৈন্য একত্র করিতে পারে কোন মসগে তিন লক্ষ মৈন্য একত্র করিয়াছে। কিন্তু তাহারদিগের যুদ্ধোৎসাহী জাহাজ একটাও নাই। তাহারদিগের রাজকর অনুমান আট কোটি টাকা। ইংলণ্ডে যেমন ইতর লোকের বিদ্যাভ্যাসের ওণায় আছে তেমন সেখানে নাই।

আন্ড্রিয়ার পুৰান নগর।

আন্ড্রিয়ার রাজধানী নগর বিএম্বা অনুমান তাহা তে আড়াই লক্ষ লোক। এবং ইতালি দেশে মিলান সেখানে অনুমান এক লক্ষ ত্রিশ হাজার লোক। প্রাগ নামে বোহেমিয়ার পুৰান নগরের মধ্যে আশী

হাজার লোক। প্লেস্‌গর্গনাথক হঙ্গিরির পুৰান নগরে
ত্রিশ হাজার লোক।

আম্রিয়ার নদী ও পর্বত।

দানুব নদী পুৰান মে এগার শত পঞ্চাশ কোশ চলি
য়া ইণ্ডুকীন মাগিরে প্রবেশ করে। ইচ নদী পাঁচ শত
কোশ বহিয়া দানুবের সঙ্গে মিলে। ইন নদী স্থিৎ
জলধের মধৌ ৩৫৭৭ হইয়া দুই শত বিশ কোশ
চলিয়া দানুবের মধৌ প্রবেশ করে। এলু নদী বোহে
মিয়াতে ৩৫৭৭ হইয়া মাগিরে প্রবেশ করে। এতদ্বাতি
রিক্ত অন্য ক্ষুদ্র নদীও আছে আম্রিয়ার মধৌ পুৰান
পর্বত এই আল্প তাহার বৃত্তান্ত কহা গিয়াছে। দ্বি
তীয় তুলিয়া পর্বত তাহারা ইতালিকে কার্পাতিয়াহইতে
পৃথক করে। কার্পাতিয়া পর্বতশ্রেণী হঙ্গিরির ওত্তরে
ও পূর্বে আছে। মে শ্রেণী চারি শত পঞ্চাশ কোশ
দীর্ঘ তাহাতে যে পুৰান ওচ মে সমুদ্রহইতে পাঁচ হা
জার মাত শত হাত ওচ। মেখানে রূপা ও রান্নি
ও মীমা পুভ্ৰতি বাতু পাওয়া যায়।

পুষ্টিয়া।

প্লেস্‌গর্গমে ইণ্ডোপের মধৌ পুষ্টিয়া পর্বত মে এক শত

২৫ম্বর হইল বন্ধিছু হইয়াছে পূর্বে অতিসুদু ছিল।
তাহার পূর্বে ও দক্ষিণে আশ্রিয়া ও কষিয়া। পশ্চিমে
জর্মানির মণ্ডল ওত্তরে বাল্টিক সাগর। ওত্তরে পঞ্চাশ
অক্ষাংশাবধি বায়ান্ন অক্ষাংশপর্যন্ত এবং পূর্বে দুই
দ্বিঘা সাত অংশ অবধি একত্রিশ অংশপর্যন্ত। দীর্ঘ
পাঁচ শত বিন কোশ বৃহৎ আড়াই শত কোশ। মা
ক্কোনি সমেত লোক সংখ্যা এক কোটি।

পৃথিব্যার নানা দেশে ভাগ।

প্রথম ব্রান্দেনবর্গ দ্বিতীয় পুরুত পৃথিব্যা তৃতীয় মিলে
মিয়া। চতুর্থ পোলণ্ডের এক প্রদেশ। পঞ্চম মাক্কোনির
এক প্রদেশ।

পৃথিব্যার ঐশ্বর্যরাবিতা।

পৃথিব্যার স্থাপিত মত প্রটেক্টন্ত কিন্তু রোমানকাতো
লিক ও আছে। এই দুই মতের পরস্পর ঘেঘ নাই।
রাজা একাধিপতি কিন্তু শাসন অনুগৃহযুক্ত। তাহার
দিগের সভাদ্বারা যৌকদ্দমা নাই সকল যৌকদ্দমা
বিচারকর্তার দ্বারা হয়। কিন্তু সেখানে অযাযার্থ
অল্প।

পুষ্টিয়ার পুখান নগর ।

পুষ্টিয়ার রাজধানী বেলিন অনুমান মেখানে দেড় লক্ষ লোক কনিম্বদেশ অন্য এক নগর মেখানে পঞ্চাশ হাজার লোক । মিলেমিয়ায় পুখান নগর বেলা তহাতেও পঞ্চাশ হাজার লোক দাভুজিগ নগরে ছত্রিশ হাজার লোক মে বানিতার বড় এক নগর । পুষ্টিয়াতে শিল্পকর্ম বিস্তর নাই । আদর্শ ও লোহ ও পিতল ও কাগাজের শিল্পকর্ম কিছু আছে । তাহার কাঁচ ও তাম্র অন্য দেশে পাঠাইয়া দেয় ।

পুষ্টিয়ার মৈন্য ও জাহাজ ও রাজকর ।

পুষ্টিয়ার মৈন্য পূর্বকালে অতিশয় জিল অর্থাৎ দুই লক্ষ এখন অনেক নূন হইয়াছে তাহারদিগের জাহাজ নাই রাজকর ২৫ মর্য চারি কোটি টাকা ।

পুষ্টিয়ার নদী ও পর্বত ।

পুখান নদী এলু তাহার বিষয় পূর্ব কথা গিয়াছে । দ্বিতীয় ওদের মে তিন শত ফোশ বহিয়া বালুক মাগারে প্রবেশ করে । তৃতীয় বিস্তলা কার্ণাতিয়া পর্বতে ওপন্ন হইয়া চারি শত ফোশ বহিয়া দাভুজিগের লিকটে সমুদ্রে প্রবেশ করে । মিলেমিয়াতে বড়ক

গুলি পর্যন্ত আছে সে অতিসুন্দর। পৃথিবীতে মতরি
হাত মৃত্তিকা খনন করিলে অনেক আশুর পাওয়া
যায়।

স্বানিয়া।

পরাক্রমে স্বানিয়া ঘর সে ওতরে ছত্রিশ অংশ
বহি চৌয়াল্লিশ অংশ পর্যন্ত। এতৎ পশ্চিম
দ্রাঘিমা নয় অংশ পি পূর্ব তিন অংশ গাছ। তাহার
দক্ষিণে ও পূর্বে তুষারী সমুদ্র পশ্চিমে পোর্থুগাল ও
তরে আফ্রিক সাগরের এক প্রদেশ যেখানে তা
হার অধিক দীর্ঘতা সেখানে পাঁচ শত আটাইশ
ক্রোশ যেখানে অধিক প্রস্থতা সেখানে চারি শত চ
ল্লিশ ক্রোশ। তাহার লোকসংখ্যা এক কোটি।

স্বানিয়ার ব্যবস্থা ও আরাধনা ও রাজশাসন।

স্বানিয়ার পুজা রোমানকাতোলিক তাহারদিগের
আট পুৰান বির্মাবিক্ষ ও চতুর্ল্লিশ বির্মাবিক্ষ ও দেউ
লক্ষ ওাদেশক। সে রাজা একাধিপতি সেখানে বৃহৎ
সেবাবিষয়ক মোকদ্দমার একটা অদালত আছে সে
খানকার লোককে সেই অদালতে আনিলে অতি
যোজকের সহিত অভিযুক্তের মাফা হয় না এবং

তাহার নামও শুনিতে পায় না কিন্তু নানাক্ষয়ত্রণী
দিয়া শেষে দগ্ধ করে ইহাতে লোক ভীতিপূরুষ
অস্থির । মেগানকার ইতর লোকেরদের বিদ্যাভা
সের ওপায় নাই ।

সানিয়ার মৈন্য ও জাহাজ ও রাজকর ।

সানিয়ার অধিকারে দক্ষিণে আমেরিকা আছে সে
খানে মোনা ও রুপার আকর ইহাতে অনুমান হইত
যে সানিয়া দেশ অতিশয় বিনবান কিন্তু রাজশাসনের
অত্যাচারপূরুষ সে সকল দেশইহাতে দরিদ্র ।
তাহার এত মৈন্য ছিল যে পূর্বকালে ইউরোপীয় স
কল দেশের ভয় জন্মাইত এখন কেবল নামমাত্র ।
তাহারদিগের জাহাজ ইংলণ্ডের জাহাজের পঞ্চাশ
ভাগের এক ভাগও নহে কিন্তু মোনা রুপার রাজ্য
ইহাও রাজকর পাঁচ কোটি টাকার অধিক নহে ।
ইংলণ্ডের রাজকর তাহাইহাতে দশগুন অধিক ।

সানিয়ার ভাষা ও পুস্তক ।

সানিয়ার ভাষা প্রায় সকল লাতীনমূলক পূর্বকালে
তাহারদের বিদ্যাতে অনেক প্রশংসা ছিল । এখন
বুক সেবার সেই জদালত লয়েতে বিদ্যাহানি হই

যাচ্ছে । তথ্যনি বিশ বিদ্যালয় আছে কিন্তু তাহারা
সকলে পুরোহিতেরদের অধীন । ইউরোপে বৎসর ২
যত গুরু পুস্তক হয় সেই অদলিতের লোকেরা সেই ২
গুরুর বিষয়ে এক প্রকার এই নিয়ম চাপায় যে এই
সকল গুরুর মাঝে এই ২ গুরু কেহই পতিবেক না ।

স্বানিয়ার পুর্বান নগর ।

স্বানিয়ার রাজধানী মাদ্রিদ তাহাতে দেড় লক্ষ
লোক । কাদিজ এক পুর্বান ঘোণ নগর তাহাতে
সত্তর হাজার লোক । মালাগা এক ঘোণ নগর সে
খানে অত্যুত্তম মদিরা জন্মে সেখানে অনুমান
চল্লিশ হাজার লোক । বার্সিলোনা অন্য এক ঘোণ
নগর সেখানে ওত্তম রেশমী বস্ত্র জন্মে অনুমান সে
খানে এক লক্ষ লোক । ভোলেদোতে এক পুর্বান
বীর্ষাবিদ্যের বসতি সে বীর্ষাবিদ্যের বার্ষিক বেতন মাত
লক্ষ টাকা সেখানে অনুমান পচিশ লক্ষ লোক ।
সেবিলেতে ওত্তম নারঙ্গি জন্মে অনুমান সেখানে
আশী হাজার লোক । স্বানিয়ার দক্ষিণ সীমাতে
জিব্রাল্টার ভূমধ্য সমুদ্রের মোহনায় একটা বড়

দুর্গা সে ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকারে এক শত বৎসর
আছে।

স্বানিয়ার নদী ও পর্বত।

স্বানিয়ার প্রধান নদী এরো সে তিন শত আশী
কোশ বহিয়া ভূমবীহ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে
গাদান্‌কুবির নদী আটাই শত কোশ বহিয়া কারি
জের মহাখালে মিলে। প্রাদিয়াতা সমান দীর্ঘ
বহে। তাগাম স্বানিয়া ও নোতুগাল দেশ দিয়া চারি
শত পঞ্চাশ কোশ বহিয়া মাগারে পড়ে। তাহার
দিগের পর্বত বড় উচ্চ নহে।

স্বানিয়ার ওপদীপ।

স্বানিয়ার ওপদীপ এই মাজকা ও মিনকা ও ইবিকা
ইহারা ভূমবীহ সমুদ্রে।

স্বানিয়ার পূর্বকালের বৃত্তান্ত।

সন সাত শত সালে মুসলমানেরা স্বানিয়া দেশাধি
কার করিল এবং তাহার সাত শত বৎসরের অ
ধিক কাল রাজা ভোগ করিল। চৌদ্দ শত বিরান্‌বই
সালে স্বানিয়ার রাজা মুসলমানেরদের দেশের প্রভুত্ব
দূর করিল।

ইউরোপের মধ্যে তুরক দেশ।

তুরক অধিকৃত অনেক প্রাচীন দেশ ও মণ্ডল আছে। তুরকেরা যে দেশ জয় করিয়া লইয়াছে ইউরোপীয় সেই দেশ দীর্ঘ মাত্র শত কোশ পুঙ্খ জয় শত কোশ। ওসমের নীম্বর নদী পূর্ব ইউরোপীয় সমুদ্র দক্ষিণে ভূমধ্য সমুদ্র পশ্চিমে আফ্রিকা দেশ। তাহার মধ্যে এই দেশ প্রথম মল্লারিয়া দ্বিতীয়া বেসারানিয়া তৃতীয় বালা দিয়া চতুর্থ রোমানিয়া তাহার মধ্যে গ্রীক দেশ পাওয়া যায়। পঞ্চম রোমানিয়া অর্থাৎ বুর্জালের গ্রীক দেশের এক ভাগ। ষষ্ঠ আফ্রানিয়া সপ্তম সেরিয়া অষ্টম বস্টিয়া নবম হোয়াতিয়া এই সকল দেশ তিন শত পঞ্চাশ বৎসর ইহল তুরকেরা জয় করিয়াছে।

তুরকেরদের আরাধনা।

তুরক দেশে মহমুদী মত স্থাপিত আছে কিন্তু পুজা লোকের অর্ধেক খ্রীষ্টীয়ান গ্রীক মণ্ডলীর অনুসারে চলে কল্ভান্ত্রীলোপলের মুষ্টি মুসলমানের মতে প্রবীণ। তাহার মধ্যে অনেক দরবেশ ঘর আছে। সেখানকার রাজার নাম সুলতান পদবীতে খ্যাত তাহার রাজ্যে বৈষ্ণবিতা এবং পুজা লোকের দর

যে বিন আছে তাহা ইচ্ছা করিলে লইতে পারে কিন্তু আপনি জানিজারি অর্থাৎ আপনরক্ষক মৈন্যের ভয় রাখেন। যেহেতুক মৈন্য অনেক বার মূলতানের অধিকার লংঘন করিয়া অন্য এক লোককে সিংহাসনে বসাইয়াছে তাহারদিগের ব্যবস্থা কোরানমূলক এবং কাজিরা ব্যবস্থার অর্থ দেয় সেখানে বিদ্যা শিক্ষা পুণ্য নাই। তাহারদের দেশ বড় হইয়া ও অধিক মৈন্য লইয়াও চতুর্দিকস্থ মৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে না তাহারদিগের জাহাজ অনুমান ত্রিশটি আছে। রাজকর মাড়ে পাঁচ কোটি টাকা।

তুর্কের পুর্বান নগর।

তুর্কের রাজধানী কন্সটান্টিনোপলে অনুমান চারি লক্ষ লোক। তাহার পর আদিয়ানোপলে দেড় লক্ষ লোক। তাহার ওত্তর পশ্চিমে মোস্তিয়া নামে বড় নগর সে বানিজ্যের স্থান তাহাতে সমস্তি হাজার লোক। বেলগ্ৰাদ পূর্বকালে বড় নগর ছিল এখন সেখানে পচিশ হাজার লোকের অধিক নাই। মালো নীকির মাঝে ষাট হাজার লোক আছে। তুর্কেরদের শিল্প কর্ম ও বানিজ্য অন্য জাতি করে।

তুরুক দেশের নদী ও পর্বত ।

তুরুক দেশে দানুব নদীর ওপশ্চিম হ্রদে গিয়াছে এতদ্যতিরিক্ত মারিস ও একর ও মোবাংদা এই তিন প্রধান নদী । হেম্ম পর্বত দানুব নদীর দক্ষিণে মে গ্রীক লোকেরদের মধ্যে থাও জিল । এও-ওলিমস ও অমা ও আতম এই পর্বত বিস্তৃত গ্রীক কাষে বিস্তারিত ওপাশ্চাত্য আছে ।

তুরুকেরদের ওপদ্বীপ ।

প্ৰথমতঃ গ্রীক দেশের নানা ওপদ্বীপ দ্বিতীয়তঃ কানিয়া মে পূর্বকালে হীত নামে পুসিদ্ধ ছিল তদ্বারা বর্ত্তী এক শত নগর তাহাতে তাহার পুশ্চমা জিল । তৃতীয়তঃ মিল্লাদিম ! চতুর্থতঃ স্লোরাইদেম ও লেম্মন ইত্যাদি । তুরুক রাজ্য কমে ক্ষয় যাইতেছে আর অধিক কাল থাকি তার ।

নেদলও রাজ্য ।

নেদলও রাজ্য অল্প দিন স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই দুই দেশ প্ৰথম দেশ মাত ম-যুক্ত মণ্ডল । দ্বিতীয় নেদলও অর্থাৎ অন্য দশ মণ্ডল । মণ্ড

মণ্ডলের সামান্য নাম হলও যেহেতুক তাহারদের
 প্রধান মণ্ডল হলও নামে খ্যাত সে দেশ দীর্ঘ এক শত
 বর্ষিণ ক্রোশ পুন্ড্র অষ্টাশী ক্রোশ। পনের শত বাহতর
 মাতে এ মাত মণ্ডল স্বানিয়ার অধিকারহইতে পৃথক হ
 ইল এবং স্বানিয়ার রাজা তাহারদের প্রতিপুলে অনেক
 কাল যুদ্ধ করিয়াও স্বাধীন করিতে পারিল না। অত
 এব সে দেশ স্বতন্ত্র রহিল এবং তল্লোকেরদের বানি
 জাহারা তাহার ইওরোপের মধ্যে এক প্রধান রাজ্য
 হইল এবং এক শত বৎসর হইল তজ্জাত এক জন
 ইংলণ্ডের রাজপদে নিযুক্ত হইয়া সিংহাসনে বসিল।

নেদর্লণ্ডের ওত্তর ও পশ্চিম সীমাতে আংলান্ড
 কের এক প্রদেশ পূর্বে জার্মান দক্ষিণে ফ্রান্স। আট
 চল্লিশ ওত্তর অক্ষাংশ অবধি ত্রিশ ওত্তর অক্ষাংশ
 পর্যন্ত এবং পশ্বে তিন দুর্ঘিমা অবধি নয় দুর্ঘিমা
 পর্যন্ত তাহারদের অধিকার। ওত্তর ভাগে মাত মণ্ডল
 ও দক্ষিণ ভাগে দশ মণ্ডল অর্থাৎ নেদর্লণ্ড কিন্তু সেই
 নামে এই সকল রাজ্য এখন খ্যাত হইয়াছে।

নেদর্লণ্ডের ঈশ্বরারাবিনা।

মণ্ড মণ্ডলের মত প্রচেষ্ট এবং দশ মণ্ডলের
 মত রোমানকাতোলিক কিন্তু এই দুই মত পরস্পর অবি

রোবী চলিতেছে মণ্ড মণ্ডলেতে দরিদ্রদের বিদ্যা
পাইবার বিস্তর ওয়ায় করা গিয়াছে এবং কয়েক অন্য
দশ মণ্ডলেতে এই মত বুদ্ধি হইবেক মণ্ড মণ্ডলের
লোকসংখ্যা আটাইশ লক্ষ এবং দশ মণ্ডলেতে
লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ দুই মিলিয়া পুষ্ক পঞ্চাশ
লক্ষ লোক। তাহার রাজস্ব সংখ্যার নিয়ম নাই।
তাঁহারদের আহাজ অল্প এবং পূর্বকালে তাঁহারদের
যত আহাজ ছিল তাহার সমান আহাজ এখন
নাই। তাঁহারদের কোন নিষ্ঠিত মৈন্য নাই।

নেদল্ডের পুৰ্বীন নগর।

মণ্ড মণ্ডলের আমন্তেদায় নামে পুৰ্বীন নগর সে
খানে দুই লক্ষ লোক। লৈদেন নগরে পঞ্চাশ হা
জার লোক সেখানে এক মহাবিদ্যালয় আছে। রোতে
দায়ের মদ্যো পঞ্চাশ হাজার লোক। হেগ্‌নামে
এক ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল কিন্তু সে এখন রাজধানী হইয়া
ছে তাহাতে চল্লিশ হাজার লোক হইয়াছে। দশ
মণ্ডলের মদ্যো পুৰ্বীন নগর এই ব্রুসেল্ল সেখানে
আশী হাজার লোক। পরে গাঁও তাহাতে ষাট হাজার
লোক আন্তেপ তাহাতে পঞ্চাশ হাজার লোক এতদ্ব্যতি
রিক্ত মন্ড ও ওস্তেও।

নেদার্লণ্ডের নদী ও পর্বত।

তত্রতা পুৰ্বান নদী এই৷ সেন্ ও রীন্ ও মিডন্ মে
দেশে প্রায় পৰ্বত নাই।

হলণ্ডীয় অর্থাৎ ওলেন্দেজেরদের অধিকৃত
অন্য৷ দেশ।

হলণ্ডীয়েরদের অধিকৃত দেশ ইংল্যান্ড হইতে অধিক
নয় কিন্তু অন্য৷ জাতীয়েরদের অধিকৃত দেশ হইতে
অধিক। আমেরিকার নিকটস্থ ওপদ্বীপের মধ্যে
তাহারদের কতক ওপদ্বীপ আছে। এবং পূর্বে
আফ্রিকা দেশে ওত্তমাশা অন্তরীপ জিল। এবং
আসিয়াতে মিংহনদ্বীপ তাহারদের অধিকৃত জিল
মে এখন ইংল্যান্ডীয়েরদের অধীন হইয়াছে এবং
যাৰা ও আম্বয়না ওপদ্বীপ তাহারদের অধীন এবং
গোঁড় দেশে টুঁচুড়া নামে নগর তাহারদের অধিকৃত।

স্বীদেনের বিবরণ।

স্বীদেনের ওত্তর সীমাতে ওত্তর মাগার পূর্বে ও
দক্ষিণে বাল্টিক সমুদ্র পশ্চিমে নর্বেজের সহিত সঙ্গী।
পশ্চিম ওত্তর অক্ষাংশ অবধি বাহত্তর ওত্তর অক্ষাংশ

পর্য্যন্ত । স্বীদেন দেশ পাঁচ পূর্ব্ব দ্বাদশিমা অবস্থি ঙন
ত্রিশ পূর্ব্ব দ্বাদশিমা পর্য্যন্ত । এই হেতুকে মে দেশ নয়
শত ঘাটি ফোশ দীর্ঘ ও পাঁচ শত ত্রিশ ফোশ প্রস্থ
তাহার লোকসংখ্যা অনুমান ত্রিশ লক্ষ । স্বীদেনের
পশ্চিম ভাগে নর্বে দেশ মে পূর্ব্বকালে দেন্নার্কের অধীন
ছিল কতক বৎসর হইল অতিশয় অযাযার্থ্যবশে
স্বীদেনের অধীন হইল । সেখানে অনুমান দশ
লক্ষ লোক আছে ।

স্বীদেনের ঈশ্বরারাবিনা ।

স্বীদ লোক লুতেরের মতানুসারী প্রচেষ্টান্ত । তাহার
রাজা একাধিপতি তাহার প্রজারদের পুণ ও বিন
রাজার হস্তবশ । তাহারদের মৈন্য অত্যন্ত পক্ষাশ
হাজারের অধিক নয় । তাহারদের যুদ্ধোপযুক্ত
জাহাজ কুড়িটার বাঢ়া নয় । মে দেশের সমুদ্র
মরীয় রাজস্ব এক কোটি টাকা । মে দেশের সিংহা
সনে যিনি এখন আছেন তিনি পূর্ব্ব সামান্য যোদ্ধা
ছিলেন পরে বোনাপার্তের এক সেনাপতি হইয়া
আপন বুদ্ধিপ্রভাবে ও বোনাপার্তের অনুগৃহে এখন
সিংহাসনাধিকারী হইয়াছেন ।

স্বীদেনের পুৰ্বান নগর ।

স্বীদেনের রাজবিনী স্তূহল্য সেখানে অনুমান
আঁশী হাজার লোক আছে । স্বীদেনের আর এক
নগর ওপ্ৰমাল সে এক পুৰ্বান বীৰ্য্যবাহিনীর বাসস্থান
কিন্তু সেখানে চারি হাজার লোকের অধিক নাই ।
আর এক নগর গাভেনবর্গ তাহাতে বিশ হাজার
লোক আছে । লৌহ ও ইস্পাত ও তাম্র ও পিতল
দ্বারা স্বীদেনের বাণিজ্য চলে ।

স্বীদেনের পুৰ্বান নদী ।

গাতা ও দাল সে নদী দুই শত বিশ ফোশ বহিয়া
বত্ৰার মহাখালে পুৰিষ্ক হয় । তরনিয়া নদী লা
প্লেও ওপ্ৰমাল হইয়া দুই শত ষাট ফোশ বহে ও সেই
মহাখালে পুৰিষ্ক হয় । যে পৰ্ব্বত স্বীদেন ও নর্বে
দেশের মধ্য মীমাংকারী সে স্বীদেনের পুৰ্বান পৰ্ব্বত
এবং সে সমুদ্রহইতে চারি হাজার হাতের অধিক
ওচ নহে ।

স্বীদেনের নিকটস্থ ওপদ্বীপ ।

স্বীদেনের পুৰ্বান ওপদ্বীপ কগোন সে পূর্বে স্বতন্ত্র
রাজ্য ছিল । দ্বিতীয় বর্নহল্য তৃতীয় ওলাও সে দীর্ঘ

জেম্টি ফোশ পুম্ জয় ফোশ চতুর্থ গাভাও মে দীর্ঘ
মত্তরি ফোশ পুম্ চব্বিশ ফোশ। এতদ্ব্যতিরিক্ত আলিও
নামে অন্য কতক উপদ্বীপ আছে।

দেন্নাকৈ।

দেন্নাকৈর ওত্তর পশ্চিমে আন্দালিনিক মাগিরের এক
পুদ্রশ। তাহার পূর্বে স্বীদেন তাহার দক্ষিণে বালিক
ময়ুদ্র মে ওত্তর চৌয়ান অক্ষাংশ অবধি আটান অ
ক্ষাংশ পর্য্যন্ত এবং আট পূর্ব দু'ঘিমা অবধি এগার
পূর্ব দু'ঘিমা পর্য্যন্ত। দেন্নাকৈর ওত্তর ভাগে নর্বে
দেশ। দেন্নাকৈর রাজা পূর্বকালে নর্বে ও স্বীদেনের
ওপরে রাজত্ব করিল কিন্তু স্বীদেন অনেক কাল হইল
স্বরাজ্যবীন আছে।

দেন্নাকৈর ঐশ্বর্য্যবীন ও রাজশাসন ও

লোকসংখ্যা।

দেন্নাকৈর অর্থাৎ দিনামারেরা লুতেরের মতানু
সারে প্রচেষ্টান্ত। সেখানে পুদ্রান বর্ম্মাব্যক্ষ নাই জয়
জন বর্ম্মাব্যক্ষ আছে। সেখানকার রাজা একাধি
পতি সেখানে অনুমান পচিশ লক্ষ লোক। সে
খানকার রাজস্ব এক কোটি টাকা ও মৈন্য পঞ্চাশ

হাজার এবং পূর্বকালে যুদ্ধের জাহাজ চল্লিশ
ছিল ।

দেন্মার্কের পুৰান নগর ও নদীপুত্তি ।

দেন্মার্কের রাজধানী কোপেনহাগেন নগর মেয়ান
নে নব্বই হাজার লোক । এবং সে এক ওপদীপের ও
পরে আছে । এলু নদীর তীরে আলেনা নগর সে
মহাবানিজোর স্থান তাহাতে অনুমান পচিশ হা
জার লোক আছে । দেন্মার্ক দেশে পর্বত বড় ও
উঠ নহে । মেয়ানকার পুৰান নদী এইর ।

দেন্মার্কের ওপদীপাদি ।

দেন্মার্কের অনেক ওপদীপ আছে সে এই । প্রথমতঃ
নোর্দম্বাওপুত্তি রোমান লোককর্তৃক সুন্দর জানা জি
ল । দ্বিতীয়তঃ বিকেন ওপদীপ তৃতীয়তঃ লহুদেন ওপদীপ
ইত্যাদি । মেয়ানহইতে অতিসুন্দর দুয়মা আইমে ।
চতুর্থ নর্বে ও স্কটলণ্ডের মধ্যবর্তী দারো নামে ওপদীপ ।
পঞ্চম ইম্মুওমে তাহারদের অধিকারের মধ্য পুৰান
ওপদীপ । সে দুই শত বিশ কোশ দীর্ঘ ও এক শত
কুত্তরি কোশ প্রস্থ । সে দেন্মার্কহইতে দুই শত কোশ

অন্তরে সমুদ্রের মধ্য। 'অনুমান মেখানে পঞ্চাশ
হাজার লোক। এই উপদ্বীপে কতক পর্বত এমত আছে
যে তাহারদের শৃঙ্গ সর্বদা হিমবৃষ্টিতে আবৃত। এবং
মেখানে হেক্সা নামে এক পর্বতইহাতে নদীর স্রো-
তের মত অগ্নি নির্গত হইয়া নিম্নবর্তী দেশ গুণাদি
দাহ করে। ইস্পাণ্ডে লাটিন ভাষা সুন্দর চলিত
এবং বিদ্যার প্রশংসা অতিশয়। গ্রীন্লণ্ড ইস্পা-
ণ্ডের ওত্তর পূর্ব দুই শত কোশ মে দেন্নার্কের অধীন
কিন্তু মে এখন আমেরিকা দেশের মধ্য গাণা যায়
গ্রীন্লণ্ডের ওত্তরে যাওয়া যায় না যেহেতুক মেখানে
পুষ্টিরের মত দৃঢ়রূপে বরফ রহিয়াছে।

পোর্তুগাল।

পোর্তুগালের পূর্ব ও ওত্তরে স্প্যানিয়া ও দক্ষিণ ও
পশ্চিমে আটলান্টিক সাগর মে তিন শত ষাট
কোশ দীর্ঘ ও এক শত বিশ কোশ প্রস্থ তাহাতে অনু-
মান মাতাইশ হাজার দুই শত তেরশ কোশ। মে
খানে ণিশ লক্ষ লোক। এইহেতুক পুতোক
তেরশ কোশে মাতষষ্টি লোক। এইকণ ক্ষুদ্র দেশ
ইহিয়াও পূর্বকালে আপনার আহাজ ও বানিজ্যদ্বারা

তব্রহ্ম লোকেরদের ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রমের অতিশয় বৃদ্ধি ছিল । পোতুগীশেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আইল এবং সেখানে আপনাদের অধিকার স্থাপিত করিল এবং তাহাদের সকল অধিকারের মধ্যে কেবল ওয়া তাহাদের হস্তবশ আছে । পোতুগীশেরদের ভারতবর্ষে আসিবার পর তাহাদের আপন দেশ স্প্যানিয়ারদের অধীন হইল এক শত সত্তর বৎসর হইল তাহারা স্প্যানিয়ারদের অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বরাাজ্যধীন হইয়াছে এবং ইংল্যান্ডের সহিত অতিশয় শত্রুত্ব মিলিয়া আছে । বোনাপার্তের ভয়ে পোতুগালের রাজা দক্ষিণ আমেরিকাতে আশ্রয় অধিকৃত ব্রাজিলে পলাইল তদবধি সে আর আইল না ।

পোতুগীশের ঐশ্বর্য্যবাহিনী ।

পোতুগালে রোমানকাতোলিক মত স্থাপিত তাহাদের দুই প্রধান ধর্ম্মাধক্ষক ও দশ ধর্ম্মাধক্ষক । কিন্তু সেখানে অনেক কালাবধি ব্রহ্মসেবার বিবেচনা ও তদ্বিষয়ক বিচার স্থাপিত আছে তাহাদের স্থাপন সময়াবধি পোতুগীশেরদের পরাক্রম ন্যূন হইতেছে । সেখানে আর রাজা একাধিপতি সেখানে সভ্যদ্বারা মোকদ্দমা

হয় না। এইহেতুক সকল লোকের বিনপুভূতি
রাজা ও মন্ত্রী ও তাহার ওজীরের অধীন। ইতর
লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসের ওপায় পুায় নাই।

পোতুগালের মৈন্য ও জাহাজপুভূতি।

পোতুগালের মৈন্য অনুমান পচিশ হাজার তাহার
দের যুদ্ধোপযুক্ত জাহাজ অত্যন্ত কিন্তু পূর্বে অধিক
ছিল। তাহারদের সম্বৎসরীয় রাজস্ব দেড়
কোটির অধিক।

অন্য দেশে তাহারদের পুধান অধিকার।

দক্ষিণ আমেরিকাতে ব্রাজিল মেখানে অতিসুন্দর
হীরা ওৎপন্ন হয়। তাহারদের ভাষা লাতিনমূলক
ও তদনুযায়ী মে ভাষা ভারতবর্ষে চলিত আছে।

পোতুগালের নগর ও নদী ও পর্বতপুভূতি।

পোতুগালের রাজধানী নগর লিম্বন মেখানে
অনুমান দুই লক্ষ লোক আছে ও ওপোর্তো নামে
তাহার দ্বিতীয় নগর মেখানহইতে সুন্দর যদিরা
আইমে মেখানকার পর্বত ওচ নহে মেখানকার
পুধান নদী তাগাম্ তাহার তীরে লিম্বন নগর

গুণিত আছে। আর দুই নদী এই মোরা ও কাদোরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লিমবন শহর একবার মহা ভূমিকম্পদ্বারা প্রায় নষ্ট হইয়াছিল সেখানকার ঘর প্রভৃতি পড়িয়াছিল ও অনেক লোক মারা পড়িয়াছিল। এবং সে নগরের নক্ষোদ্ধারের জন্যে ইংল্যান্ডের রাজা আট লক্ষ টাকা দিয়াছিল।

স্বিলজলও।

স্বিলজলও নামে এক ক্ষুদ্র দেশ তাহার পূর্ব ভাগে আন্ডিয়া রাজ্য তাহার দক্ষিণে ইতালি। তাহার পশ্চিমে ফ্রান্স তাহার উত্তরে স্বাভিয়া। সে এক শত পঁচাত্তর কোশ দীর্ঘ এক শত সতর কোশ প্রস্থ সেখানে উত্তরসু পোনির হাজার কোশ। অনুমান সেখানে বিশ লক্ষ লোক। সে প্রায় তিন শত বৎসর আগতির রাজ্যধীন হইয়াছে।

স্বিলজলওর ঈশ্বররাবিনা ও রাজ্যশাসন।

স্বিলজলও নামে কতক মণ্ডল খ্যাত আছে। সে মণ্ডলের কতক লোক প্রটেষ্টন্ট মতে ও কতকরো য়ানকাতোলিকের মতে। সেখানে রাজা নাই কিন্তু রাজ্যশাসন মণ্ডলের কুলীনেরদের অধীন। তাহারদের মৈন্য বিশ হাজারের অধিক নহে। কিন্তু

এ মৈন্য ইওরোপের মর্যো সাহসিকরূপে পুশং-মনায়
মেখানে ক্ষুদ্র লোক ও মহালোক সকলেরি বিদ্যা
আছে।

স্বিৎজলণ্ডের পুধান নগর ও নদী ও পর্বত।

তাহার পুধান নগর এই বাল নগর মেখানে চৌদ্দ
হাজার লোক। বের্ন নামে আর এক নগর মেখানে
তের হাজার লোক। ইহাহইতে ক্ষুদ্র নগর এই
জুরিক ও লমান। স্বিৎজলণ্ডের নিবটবর্ত্তি জেনেব
নামে এক নগর মেখানে ষঁচিশ হাজার লোক
মে নগর পূর্বে স্বরাজধীন ছিল। স্বিৎজলণ্ডের
পর্বত রীন ও রোন নদীর ওৎপত্তিস্থান। আর নামে
নদী আল্প পর্বতে ওৎপন্ন হইয়া এক শত বত্রিশ কোশ
বহিয়া রীনের সহিত মিলে। স্বিৎজলণ্ডের পর্বত
ইওরোপের সকল পর্বতহইতে বড় ও ওচ্চ। সেই
দেশের আল্প পর্বতের বিবরণ কথা গিয়াছে। তা
হার মর্যো ব্লান পর্বত এগার হাজার হাত সমুদ্রহই
তে ওচ্চ। আল্পের শুনী চারি শত চল্লিশ কোশ
দীর্ঘ।

জার্মানির মণ্ডলসমূহ ।

জার্মানির ওত্তর সীমাতে দেনমার্ক ও বাল্টিক সমুদ্র তাহার পূর্বে মিলেমিয়া ও হঙ্গরি তাহার পশ্চিমে ইলাও ও ফ্রান্স ও তাহার দক্ষিণে ইতালি । সে ওত্তর জটলিশ অক্ষাংশ অবধি চৌয়ান্ন অক্ষাংশ পর্য্যন্ত এবং পূর্বে দুাদিমিয়া জয় অবধি আটাই পর্য্যন্ত । সে পঁচ শত আটাইশ কোশ দীর্ঘ ও চারি শত চল্লিশ কোশ প্রস্থ । অনুমান মেথানে আটাই কোটি লোক কিন্তু নদীমাণে এমত বড় হইয়াও ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হওয়াতে অতিদুর্বল এবং ইউরোপের মধ্যে অধিক সম্মানিতও নহে ।

জার্মানির ঐশ্বর্য্যবান্না পুত্তি ।

জার্মানির কোন২ প্রদেশে রোমানকাতোলিক মত ও কোন২ ভাগে প্রটেস্টান্ট মত স্থাপিত আছে । সেই দেশের প্রত্যেক প্রদেশে রাজা আছে । তাহার সংখ্যা এত যে ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখা যায় না । আশ্চর্য্যের রাজা অনেক দিন অবধি জার্মানির মহারাজ নামে খ্যাত ছিল কিন্তু আপন অধিকারব্যতিরিক্ত জার্মানির অন্য২ মণ্ডলের ওপরে পরাক্রম নামমাত্র । বড়ক বৎসর হইল সে নামও লুপ্ত হইয়াছে ।

জর্মানির নদী ।

জর্মানির উত্তরে এল্ব নামে এক মহানদী আছে । জর্মানির পশ্চিমে রেমের নামে এক বড় নদী । রীন ও দানুবের বিবরণ কথা গিয়াছে । এই চারি নদী জাড়া অন্য ক্ষুদ্র নদী আছে । জর্মানির পুর্বান পর্বত উত্তরে ব্লাক্‌বের্গ শ্রেণী তাহার মধ্যে যে অতিশয় উচ্চ পর্বত সেও সমুদ্রহইতে দুই হাজার হাত উচ্চ কিন্তু সেখানে সকলহইতে পুর্বান পর্বত এর্জবার্গ সে মাঝনিকে বোহেমিয়াহইতে পৃথক করে ও পাতুর আকরদ্বারা পুশংমনীয় । মাল্‌বর্গ শ্রেণীর এক পর্বত সমুদ্রহইতে মাত্ৰ হাজার দুই শত হাত উচ্চ ।

জর্মানির পুর্বান মণ্ডল ।

প্রথম মাঝনি তাহাতে অনুমান দ্বিশ লক্ষ লোক আছে । তাহারদের মত পুটেঞ্চল । তাহারদের পুর্বান নগর দুস্মেন দ্বিতীয় হানোবর ইংল্যান্ডীয় রাজার অধিকারে । সেখানে দশ লক্ষ লোক আছে তাহার পুর্বান নগর হানোবর তাহার মত পুটেঞ্চল । তৃতীয় হেম সেখানে অনুমান মাত্ৰ মাত্ৰ লক্ষ লোক । চতুর্থ মেক্লেবুর্গ সেখানে অনু

মান চারি লক্ষ লোক আছে। পঞ্চম বুদ্ধবিক
তাহার মাঝে দেড় লক্ষ লোক আছে। ষষ্ঠ এল
নদীর তীরে হাম্বুর্গ নগর সে এক মহাবানিজামান।
সে নগর স্বরাজধীন সেখানে অনুমান এক লক্ষ
লোক। এতদ্ব্যতিরিক্ত ক্ষুদ্র অন্যান্য দেশ আছে।

অর্মনির অন্য ভাগে এই রাজ্য। প্রথম যেইন
নদীর দক্ষিণে বাবারিয়া রাজ্য তাহাতে অনুমান বিশ
লক্ষ লোক আছে। তাহার মত রোমানকাতো
লিক তাহার রাজধানী মুনিক নগর দ্বিতীয় ওএর্ড
বের্গ তাহাতে অনুমান ছয় লক্ষ লোক আছে। তা
হার পুধান নগর সেই নামে খ্যাত। তৃতীয় আন্
স্লাক তাহাতে তিন লক্ষ লোক। তেওঁ মালতজবর্গ
নামে এক পুধান বীর্মাখ্যেকের রাজ্য সেখানে আট
ইশ লক্ষ লোক আছে। পঞ্চম বাদেন্ সেখানে
অনুমান দুই লক্ষ লোক। এই প্রকারে অর্মনির
মাঝে দুই তিন শত রাজ্য আছে।

ইতালির মণ্ডল।

ইতালির পূর্বে আদিয়া সমুদ্র দক্ষিণে ও পশ্চিমে
ঐয়ুবিয় সমুদ্র ও ওত্তরে দ্বান্ন। সে ওত্তরে চত্বিশ

অক্ষাংশ অবধি চতুর্দশ অক্ষাংশপর্যন্ত এবং
পূর্বের পাঁচ দ্রাঘিমা অবধি ঊনিশ পূর্ব দ্রাঘিমাপর্যন্ত
সে দীর্ঘ পাঁচ শত বিশ কোশ পুঙ্খ এক শত কোশ। তা
হার লোকসংখ্যা এক কোটি ত্রিশ লক্ষ। ইতালি
পূর্বকালে পৃথিবীর সকল দেশ জয় করিয়াছিল এখন
সে পাণ্ডার রাজধানী হইয়াছে সেই পাণ্ডা সকল
খ্রীষ্টীয়ানের মধ্যে আপনাকে পুতান করিয়া মানিত।

ইতালির নদী ও পর্বত।

ইতালি দেশ নদীতে পরিপূর্ণ তাহার মধ্যে পুতান
এই প্রথম পাঁচ তাহার সহিত দোরিয়া ও ভেমিনো
ও মিন্সা ও অন্যান্য নদী মিলে। এই সকল নদী
পূর্বকালীন বৃত্তান্তে পুসিদ্ধ আছে। ইতালির মধ্যে
স্থানে আরনো নামে নদী আছে কিন্তু ইতালির মধ্যে
পুশংমনীয় নদী তীরের তাহার তীরে রোম নগর
হইল।

ইতালির পর্বত।

ইতালির সকলইহাতে ও পর্বত আল্প শ্রেণী তাহার
বিবরণ পূর্বে করা গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আপেনীন
সে আল্প শ্রেণীর এক ভাগ কিন্তু ইতালিতে সকলইহা

তে আশ্চর্য্য দুই পর্বত ব্রিসুবিয়স্ এবং এত্না সে দুই পর্বত অগ্নি বসি করে এত্না সমুদ্রহইতে এগার হাজার হাত ওচ্র এত্নার মুখ মৰ্ছদা ব্যাত্ত তিন কোশ তাহার পরিবি। মেথানহইতে কোন সময়েতে স্বেতের মত অগ্নি নির্গত হইয়া ত্রিশ কোশপর্যন্ত বাহিয়া যায় এবং গ্যাম নগর বৃক্ষ ইত্যাদি দ্রব্ধ করে মিমিলি ওপদীপে এত্না পর্বত আছে।

ইতালির নানা মণ্ডল।

ইতালি দেশের মৰ্য্যে পুৰ্বান মণ্ডল এই পুণ্যম নাংলু এবং মিমিলি সে তিন শত কোশ দীর্ঘ এক শত কোশ প্রস্থ। মেথানে অনুমান ষাটি লক্ষ লোক। মেথানকার মত রোমানকাতোলিক। মেথানকার রাজধানী নগর নাংলু তাহার মৰ্য্যে অনুমান চারি লক্ষ লোক। মিমিলি ওপদীপের রাজধানী নগর পালেম্যো। মেথানে অনুমান দেড় লক্ষ লোক আছে। দ্বিতীয়তঃ জুম্বীয়া সমুদ্রে মালতা ওপদীপ তাহার পরিবি পঞ্চাশ কোশ। তাহার মৰ্য্যে অনুমান পঞ্চাশ লক্ষ লোক আছে সেই ইংল্লণ্ডীয়েরদের অধীন। তৃতীয়তঃ ইতালির মৰ্য্যে পাসার রাজ্য মেথানে অনুমান বিশ লক্ষ লোক আছে

তাহার রাজধানী রোম নগর সেখানে এখন এক
লক্ষ ষাট হাজার লোক । পাণার রাজ্য বলোনা
নামে অন্য এক নগর সেখানে অনুমান আশী
হাজার লোক । পাণার রাজ্য আপন রাজ্যইহাতে
২৮২২ চব্বিশ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয় । এবং অন্য
রোমানকাতোলিক রাজ্যইহাতে পাণা চব্বিশ লক্ষ
টাকা পারিতোষিক পায় । চতুর্থঃ তুর্কনী মণ্ডল
তাহার মর্যে ফ্লোরেন্স নগর পূর্বকালে বড় কুশল-মনীয়
ছিল সেখানে এক লক্ষ বিশ হাজার লোক আছে
ফ্লোরেন্সের মর্যে আশী হাজার লোক । এই মণ্ড-
লের মর্যে লেগর্ন নামে এক ঘোঁসনগরে পঁয়তাল্লিশ
হাজার লোক । পঞ্চমতঃ মিলান সেখানে দশ
লক্ষ লোক আছে এবং তাহার পুর্বান নগর সেই
নামে খ্যাত সেখানে এক শত বিশ হাজার লোক
আছে । ইহা ব্যতিরিক্ত ইতালির মর্যে অনেক
ক্ষুদ্র মণ্ডল আছে । তাহার মর্যে যে অতিবড়
তাহাতে মাত্রে তিন লক্ষ লোক আছে এবং যে
অতিক্ষুদ্র তাহাতে পাঁচ হাজার লোক আছে । ইহার
দের মর্যে জিনোআ নামে এক মণ্ডল সে ক্ষুদ্র ইইয়াও
আহাঁজের দ্বারা পূর্বকালে পরাক্রমেতে বড় ছিল কিন্তু

এ ক্ষেত্রে স্বরাজ্যধীনস্থ লুণ্ঠ হইয়া মার্দিনেয়ার রাজ্যে
বশীভূত হইয়াছে এই প্রযুক্ত জিনোআ ওচ্চিন্ন হই
য়াছে তথাপি তাহার পুরান নগর মেই নামে খ্যাত
মেখানে আশী হাজার লোক । মেই ইতালি
পূর্বকালে পৃথিবীর রাজধানী ছিল কিন্তু এখন জিন্‌ভিন্ন
হইয়াছে তাহার প্রায় কিছু পরাক্রম নাই ।

মার্দিনেয়া ওপদীপ ।

অম্ববীম্ সমুদ্রে ইতালির নিকট মার্দিনেয়া ওপদীপ
মে এক শত কোশ দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ কোশ প্রস্থ মে
স্বরাজ্যধীন তাহার রাজধানী কাল্লিয়ারি নগর ।

ইউরোপের বিবরণ সমাপ্ত হইল মে পৃথিবীর
চারি ভাগের মারী অতিক্ষুদ্র ভাগ হইয়াও মকল
পৃথিবীর ওপরে শাসন রাখে ।

গোলদ্বীপ ।

অথ তৃতীয় ভাগ ।

আফ্রিকা ।

হিন্দুস্থানের পশ্চিম দক্ষিণে আফ্রিকা তাহার বিবরণ করা যাইতেছে । সে ও ইউরোপ ও আমিয়া এই তিন ভাগ এক দ্বীপের মধ্যে এই তিনের মধ্যে কোন সমুদ্র ব্যবধান নাই এবং প্রাচীন লোককর্তৃক এই তিন ভাগ পূর্বে আত জিল কিন্তু আমেরিকা দেশ আত ছিল না । তিন শত বৎসর হইল আমেরিকা দেশ আনা গেল । আফ্রিকা ইউরোপ হইতে বিস্তর আয়ত কিন্তু পৃথিবীর আর তিন ভাগ হইতে লোকসংখ্যাতে ও সভ্যতাতে ও বিদ্যাতে নূন । আফ্রিকাতে আটাই কোটি লোকের অধিক নাই ।

আফ্রিকার সীমা ।

আফ্রিকার পূর্ব সীমাতে শূন্য সমুদ্র ও ভারতমাগর তাহার দক্ষিণে ও ভারতমাগর । তাহার পশ্চিমে আটলান্টিক মাগর এবং তাহার উত্তর ভাগে ভূমধ্য সমুদ্র তাহাতে ইউরোপ হইতে বিভক্ত কিন্তু

ওত্তর পশ্চিম কোণে আমিয়ায় সহিত আফ্রিকা মংলগ্ন
যদি আফ্রিকার চতুর্দিকে সমুদ্র থাকিত তবে সে স্বতন্ত্র
এক দ্বীপ হইত। সে ওত্তর চত্বিশ অক্ষাংশাবধি
দক্ষিণ আটত্রিশ অক্ষাংশপর্যন্ত। এবং আটার
পূর্ব দ্বাদ্বিমাংশ একান্ন পূর্ব দ্বাদ্বিমাংশপর্যন্ত সে দীর্ঘ
চারি হাজার দুই শত কোশ পুঙ্খও মেই রূপ। এই
হেতুক সেখানে চতুরঙ্গ এক কোশে দুই লোকের
আবিক নাই।

আফ্রিকার লোকসংখ্যা ঐশ্বর্যবাহিনীপুঞ্জিত।

আফ্রিকার লোকের কতক ভাগ তদ্দেশীয় অর্থাৎ
কাফ্রিরা তাহারা মূলোচ্চ ও চাচর কেশধারা চিনা যায়
এবং অন্য ভাগ আরবেরদের মস্তান ইহারা ওত্তর
ও ওত্তরপশ্চিম ও ওত্তরপূর্ব ভাগে বাস করে
তদ্দেশীয় লোক মধ্যভাগে ও দক্ষিণে বসতি করে।
আফ্রিকার ওত্তর ভাগে প্রায় সকলে মহম্মদী মতে
চলে কেবল এক দেশ অর্থাৎ মরিশী খ্রীষ্টিয়ান। সে
খানকার সকল রাজসামন্ত ঐক্যবিশিষ্টতামাত্র এবং
পুজারদের বিনাদিসকল রাজারা ইচ্ছা করিলে লইতে
পারে। সে দেশের ওত্তর ও মধ্যম ভাগে অতিশয়
গরীষ্ম দক্ষিণ ভাগে অল্প শীত। ইওরোপে যেমন

ভূমিবেষ্টিত সমুদ্র আছে তেমন আফ্রিকাতে নাই।
 এবং আমিরার মধ্যে যেমন নানা প্রকার নদী আছে
 তেমন আফ্রিকাতে নাই। এইহেতুক তাহার
 দেহ দেশ এই মত দুর্বল ও কদাচার। তাহার
 দেহ পুধান নদী এই নীল সে মিসর দেশ দিয়া বহি
 য়া ভূমধ্য সমুদ্রে প্রবেশ করে। নীজর এবং জাইর
 এই দুই নদী প্রায় নয় শত কোশ দীর্ঘ। তাহারদেহ
 পুধান পর্বত এই আত্লাম পর্বত তাহার দ্বারা আ-
 লাণ্ডিক সাগর খ্যাত হইয়াছে গ্রীক ও রোমান
 লোকেরা কহিত যে ঐ আত্লাম পর্বত পৃথিবীকে বারন
 করিয়া রহিয়াছে। এবং খবশ দেশের মধ্যবর্তী
 পর্বত তাহার পরিমাণ জানা নাই।

আফ্রিকার মকভূমি।

আফ্রিকার মকভূমি তাহার সকল হইতে আশ্চর্য্য
 সে মকভূমি পৃথিবীর আর সকল মকভূমি হইতে বড়
 ও ভয়ানক তাহার মধ্যে পুধান মাঝা নামে মকভূমি
 সে আলাণ্ডিক সাগর বহি মিসর দেশ পর্যন্ত দাপে
 সে দীর্ঘ দুই হাজার চারি শত কোশ প্রস্থ ছয় শত
 কোশ সেখানে কেবল বালি ও বালির পর্বত সেখানে

কৃষিকৰ্ম কোন প্ৰকাৰে হইতে পারে না তাহার কোন
প্ৰদৰ্শে ওপদীপের মত স্থানেও ওয়া ভূমি আছে।
কেবল ইহার দ্বারা লোকেরা প্ৰবেশ করিতে পারে
আফ্রিকার অন্য ভাগে এই মত মক দেশ আছে
কিন্তু এত বড় নহে।

আফ্রিকার নানা ভাগ।

আফ্রিকার মধ্যে এই রাজ্য আছে। প্রথমতঃ
যব্শ দ্বিতীয়তঃ মিসর দেশ তৃতীয়তঃ আফ্রিকার
ওত্তর ভাগে মুসলমানের কতক রাজ্য। তৃতীয়তঃ
আফ্রিকার পশ্চিম ভাগে ওত্তমাণী অন্তরীপপর্যন্ত কতক
দেশ। পঞ্চমতঃ আফ্রিকার পূর্বভাগীয় দেশ। ষষ্ঠতঃ
তাহার নানা ওপদীপ।

যব্শ দেশ।

যব্শ দেশ পূর্ব পূর্ব সমুদ্র এবং আদেন নামে এক
সুদু রাজ্যপর্যন্ত তাহার দক্ষিণে গিদ্দিন্ ও আলাবা
নামে সুদু দেশ। তাহার পশ্চিমে সেনার দেশ
হইতে তাহার বিভাগকারী পর্বত ও মকভূমি তাহার
ওত্তরে কতক সুদু দেশ তাহারদের দ্বারা যব্শ দেশ
মিসরহইতে বিভক্ত। সে ওত্তরে মাত অফ্রাণী

বহি সতর অক্ষাংশপর্যন্ত তেত্রিশ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
চৌয়াল্লিশ দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত মে পাঁচ শত কোশ দীর্ঘ ও
চারি শত আশী কোশ প্রস্থ । তাহার পুর্বান যণ্ডল
এই শৃঙ্গ সমুদ্রের নিকটবর্তী তিগরি মে স্থান বানিজ্য
বিষয়ে খ্যাত । গোজিনী মেখানে নীল নদীর
উৎপত্তিহীন । এবং দক্ষিণা মেই যণ্ডলে গন্ধার
নামে পুর্বান রাজধানী আছে ।

যব্শীরদের ঐশ্বর্যবাহিনী ও লোকসংখ্যা

ও রাজসামন্যভূতি ।

যব্শোতে অতিপূর্ব কালে আরব দেশীয়েরা পুণ্য
বাস করিল চতুর্দশ শত বৎসর তাহারা গ্রীক যণ্ডলীর
অনুসারে খ্রীষ্টিয়ান হইল । তাহারদের খ্রীষ্টি
য়ান হওয়ার পূর্বে তাহারা লিখিতে জানিত না ।
তাহারদের লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ । তাহারদের
সৈন্য অল্প । তাহারদের যুদ্ধোপযুক্ত আহা
নাই । তাহার রাজা একাধিপতি ।

যব্শের পুর্বান পর্যন্ত ও নদীভূতি ।

তাহার পুর্বান নগর গন্ধার তাহাতে অনুমান

পঞ্চাশ হাজার লোক তাহার পুরাতন রাজধানী এখন লুপ্ত হইয়াছে। তাহার পুরান নদী এই নীল ও তারজ ও মালেকা মে নীলের মতী পুবেশ করে। তাহার পুরান পর্বতশ্রেণী এই পূর্ব ভাগে তারেস্ত মতী ভাগে লামালান এবং দক্ষিণে গাঞ্জা মে দেশ পর্বতযুক্ত অনুষ্ট মেথানে জয় মামি বর্ষা অর্থাৎ বৈশাখাবধি আশ্বিনপর্যন্ত। মেথানে বর্ষাভিন্ন কালে রাত্রিতে অতিশয় শীত।

মিসর দেশ।

মিসর দেশ পূর্বে পৃথিবীর মতী অতিপুশ্ণ-মনীয় রাজ্য ছিল তাহার ওত্তরে ভূমধ্য সমুদ্র তাহার দ্বারা মে ইউরোপহইতে বিভক্ত। এবং পূর্বে শূত্র সমুদ্রের দ্বারা আসিয়াহইতে বিভক্ত। তাহার দক্ষিণে নুবিয়া নামে মরুভূমি তাহার দ্বারা খব্ধহইতে বিভক্ত। তাহার পশ্চিমে লিবিয়ানামে মরুভূমি মে ওত্তর ঠাশি অফ্রাংশাবধি একত্রিশপর্যন্ত এবং পূর্ব দুাদিয়া আটাইশ অবধি ছত্রিশপর্যন্ত। মিসর দেশে চারি হাজার বৎসর বসতি স্থান হইয়াছে এবং সেই কালে বিদ্যা ও সভ্যতাতে অতিপুশ্ণ-মনীয় ছিল পরে বাবেল

রাজার বশীভূত হইল । এবং বর্মপুস্তকের আচা-
র্যাবাক্যানুসারে সে এখন সকল দেশেইতে নীচ ।

মিসর দেশে ঈশ্বরারাবিনা ও লোকসংখ্যা ও
পুৰান নগরপুত্তি ।

মিসর দেশের মত পূৰ্বকালে অতিশয় অজান দেব
পূজকীয় তাহার পৃথিবীতে জাত পিয়ার্জ ও রশুন
পূজা করিত এবং হিন্দুরদের মত লিঙ্গপূজা করিত
পরে তাহার খৃষ্টিয়ান হইল ইহার পরে মহম্মদের
মুলাভিষিক্তের অধীন হইয়া তাহারদের তুচ্ছির নিমি-
ত মুসলমান হইল । সেখানকার লোকসংখ্যা
অনুমান ত্রিশ লক্ষ । সে দেশ এখন তুর্ককের
অধিকারে সেখানকার রাজকর প্রায় এক কোটি
টাকা ।

তাহার পুৰান নগর কাহিরা সেখানে অনুমান
তিন লক্ষ লোক আছে সে প্রায় আফ্রিকার রাজধানী
যেহেতু আফ্রিকার আর কোন নগরে এক লক্ষ লো-
কও নাই । তাহার পুঠীন রাজধানী নগর আলেঙ্কা
দ্রিয়া নামে অর্থাৎ মেকন্দরাবাদ সে আলেঙ্কান্দুকউক
রমান গোল সে প্রায় এখন লুপ্ত হইয়াছে । রোসেতা

ও দামিএতা নগর এখন ক্ষুদ্র হইয়াছে। তাহার
পুৰ্বান নদী নীল তাহার দ্বারা সেই দেশীয় ভূমি
এমন ওর্ধ্বা যে পুায় বৃষ্টির অপেক্ষা নাই। তাহার
পুৰ্বান পর্বত নীল নদী ও শূণ্য সমুদ্রের মধ্যস্থানে যে
পর্বত সে কিন্তু ওঠ নহে।

মিসর দেশের আশ্চর্য্য কর্ম্ম।

মিসর দেশে পূর্বকালে অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা
গিয়াছে তাহার মধ্যে পুৰ্বান কর্ম্ম পিরামিদ সৃষ্টি সে
চারি হাজার বৎসর হইল অতি দৃঢ়রূপে গুপ্তিত হই
য়াছে এবং কাল ও ঝড় ও ভূমিকম্প ও মানুষেরদের
পরস্পর বিরোধে ক্ষয় না পাইয়া অদ্যাবধি আছে
তাহার মধ্যে যে পুৰ্বান সে নীচে চতুষ্কান কিন্তু অগ্নি
ভাগী শূণ্যের মত ক্রমে মূক্য। সে প্রতিদিক পাঁচ
শত হাত লম্বা ও পাঁচ শত হাত ওঠ। এইরূপ
আকার অনেক পিরামিদ আছে কিন্তু অন্য সকল
ইহাই হইতে ক্ষুদ্র। সে সকল পিরামিদ কোন রাজা
কর্তৃক গুপ্তিত তাহার নিম্ণ নাই ও কি কারণ গাথা
গিয়াছে তাহারও কিছু স্থির নাই কিন্তু আটার শত
আটার মনে ইতালি দেশের এক ব্যক্তি অতিশয়
যত্নপূর্ব্বক এক পিরামিদ খুলিয়া তাহার মধ্যস্থল পর্য্যন্ত

প্রবেশ করিয়া দেখিল যে সেখানে কেবল হাড় ছিল।
উত্থর অনুমান হয় যে এই সকল পিরামিদ কবর
স্থানার্থে করা গিয়াছিল। মিসর দেশে আরো আশ্চ
র্য্য এই যে মানুষের অতিবড় মূর্তি স্তম্ভের খোদা মে
মূর্তি চীৎহইয়া পড়িয়া আছে। সে এত বড় যে তা
হার কর্ণের ওপরে দাঁড়াইয়া তাহার নামিকা দূর্শ ক
রা যায় না। এই মত অনেক মূর্তি সেখানে আছে
ইহাও কে করিল তাহার নাম নাই।

মিসর দেশের পূর্বকালীন বিদ্যাপ্রভৃতি।

যখন পৃথিবীর অন্য ভাগে প্রায় অরণ্য ছিল
তখন মিসর দেশে মহানগর ও বিদ্যা ও সভ্যতা
প্রভৃতি বাহ্যরূপে ছিল এবং সেখানহইতে বিদ্যা
অন্য দেশে গেল এবং মিসর দেশহইতে লোকেরা
গীক দেশে প্রথম বসতি করিল। মিসর দেশে এখন
বিদ্যার নামও নাই।

লুবিয়া।

মিসর দেশ ও যবনের মধ্য লুবিয়া দেশ। পূর্ব
কালে সে দেশ কূশ নামে খ্যাত ছিল। সে পাঁচ নত

ত্রিশ কোশ দীর্ঘ ও চারি শত চল্লিশ কোশ প্রস্থ। সেই
আধিকারে কতক দুঃখী ও নিরাশ্রয় লোক আছে।

বার্বরির মণ্ডল।

আফ্রিকার ওত্তরে ভূমধ্যস্র সমুদ্রের তীরে বার্বরির
মণ্ডল তহামিসরা মহম্মদী যতে চলে সে মণ্ডল এই চারি
ত্রিপোলি ও তুনিম ও মোরক্কোর রাজা ও আলজীএজ
আরবী ভাষাতে তাহাকে আলজজিরা কহে।

ত্রিপোলি।

কারিম অবধি মিসরপর্যন্ত ত্রিপোলি সে এখন
তুরুকেরদের অধীন। তাহার রাজধানী নগর
সেই নামে খ্যাত কিন্তু সে এখন ক্রমে লুপ্ত হই
তেছে।

তুনিম।

ত্রিপোলির পশ্চিমে তুনিম দেশ স্বরাজ্যধীন তাহার
রাজার ওপাধি বেগ সেখানে পূর্বকালে এক মহা
রাজ্য ছিল সে বানিজ্যেতে পুথীন ছিল তাহার নাম
কর্তাজ। দুই হাজার এক শত বৎসর হইল সে
এখন লুপ্ত হইয়াছে। তুনিম নগরে পঞ্চাশ হাজার
লোক আছে সেখানে বানিজ্য অনেক নাই কিন্তু

আহাজের ওপরে ডাকাইতি দ্বারা ভদ্রেশীয়েরা জীবন
বিরণ করে।

আল্‌জীএর্জ।

এই মণ্ডলও স্বরাজ্যবীন তাহার কর্তার ওপাশি দে
তাহার রাজধানী নগর সেই নামে খ্যাত সেখানে
অনুমান ষাট হাজার লোক আছে এই মণ্ডলও সমু-
দ্রের ওপরে দম্বাবৃত্তিতে অতিনিপুন এবং সেখান
কার লোকেরা আপন রাজার আজ্ঞাতে তাহাজদ্বারা
জলপথে ডাকাইতি করিয়া অনেক লোকেরদিগকে
অনেক দুঃখ দিতেছিল। তাহা শুনিয়া ইংলণ্ডীয়েরা
তাহারদের ওপরে আক্রমণ করিয়া অতিশয় দমন
করিলেন। তাহাতে তাহারা স্বীকার করিল যে ইংল-
ণ্ডীয়েদের প্রতি ও তাহারদের বন্ধুলোকেরদের প্রতি
আমরা এমন দৌরাণ্ড্য কদাচ করিব না।

মোরক্কা।

মোরক্কা নামে মুসলমানীয় এক মণ্ডল সেখান
কার রাজা কেবল অযথার্থ ক্রিয়াতে ও দৌরাণ্ড্যেতে
খ্যাত হেজ মণ্ডল পূর্বকালে স্বরাজ্যবীন ছিল এখন
মোরক্কার অধীন। এ মকল স্থানেতে লোকেরা আল-
মো ও মিথ্যাবাক্যে ও দৌরাণ্ড্যেতে বড় পুণ্ডিত।

আফ্রিকার পশ্চিম ভাগ ।

এখন পশ্চিম দিগে আগমন করিয়া অফ্রিকার
 প্রকৃত মণ্ডলের বিবরণ করিব । তাহারদের বিষয়ে
 বিস্তর জানা যায় নাই কেবল নামমাত্র । ইহার
 মধ্যে প্রধান এই প্রথম জালোপেত্র দ্বিতীয় ফৌলা তৃতীয়
 গিনি চতুর্থ মন্দিম্পো পঞ্চম কোরমাণ্ডি ষষ্ঠ বেনিন ও
 কালাবারবামী মণ্ডল্য কর্দো ও আঙ্গোলা রাজ্য
 ইহারদের বিষয়ে প্রায় কিছু জানা যায় নাই কিন্তু
 কেহ কেহ যে জালোপেত্রা ওয়োগী ও যোফা এবং
 মন্দিম্পোরা নমুশীল কিন্তু ইওরোপের লোকেরা পূর্বে
 কালে সেখানে গিয়া লোককে অত্যধিকরূপে
 আক্রমণ করিয়া দাস করিয়া আনত অধিকৃত ওপদীপে
 লইয়া যাইত কিন্তু ইংলণ্ডমতী এই বানিজ্য বারণ ক
 রিয়াছেন এবং অন্য জাতির মধ্যে এই বানিজ্য দূর
 করনের বড় চেষ্টা পাঠাইতেছেন । দুই বৎসর হইল
 ইংলণ্ডীয় মহামতী স্তানিয়ারদিগকে বত্রিশ লক্ষ টাকা
 দিয়া ঐ দুই বানিজ্য বারণ করিয়াছেন । ইংলণ্ডের
 সভাম্ জনকত্বক এই বানিজ্য বারণাবধি ইংলণ্ডী
 যেরা মে দেশের সকল বিবরণ আনিতে এবং তদে
 শায় লোকেরদের প্রতি সকল পুকার বিদ্যাাদানার্থে

বড় চেষ্টা । মিসরা লেওনা মণ্ডলে তাহার দাম
ইমুক্ত কাছিরদিগকে স্থান দিয়াছে এবং সেখানে
ইংলণ্ডীয়েরা আফ্রিকার সভ্যতা চেষ্টার্থে বাস করি
তেছে ।

ওত্তমাংশী অন্তরীপপর্যন্ত দক্ষিণ ভাগ ।

আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগ ও ওত্তমাংশী অন্তরীপ তিন
শত একইশ বৎসর পুথম জানা গেল । ষোল শত
ষাটি মালে ইংলণ্ডীয়েরা সেখানে আপন রাজ্য স্থাপি
ত করিল কিন্তু কতক বৎসর হইল ইংলণ্ডীয়েরা হস্ত
বশ করিল । ওত্তমাংশী অন্তরীপে গোরী লোক প্রায়
বিশ হাজার বাস করে সেখানকার প্রকৃত লোক পৃথি
বীর সকল লোক হইতে নীচ কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরদের
পরিশ্রমের দ্বারা উদ্দেশীয় লোকেরা বিদ্যা পাইয়া
ক্রমে কিছু ওতপদপ্রাপ্ত হইতেছে ।

পূর্বভাগ ।

পূর্ব ভাগে কতক ক্ষুদ্র অকর্মণ্য দেশ আছে অর্থাৎ
কৌয়িরা ও তামুকীরা তাহারদের ওত্তরপূর্বে মোরি
য়া ও মোয়ানা দেশ এবং মাগির তীরস্থ মোজাম্বিক
ও জাম্বিয়ার । তাহারদের ওত্তরে থবুশের সীমার
নিকটে আজান ও আদেন ।

আফ্রিকার ওপদ্বীপ ।

তাহার যবৌ পুৰ্ব্বান মাদাগাস্কার মে মাত শত বিশ
কোশ দীর্ঘ ও এক শত আশী কোশ প্রস্থ । মে স্বরাজ্য
ধীন মণ্ডলানুসারে আপন কৰ্ত্তারদের অধীন ।

আফ্রিকার অন্য ওপদ্বীপ ।

ইহারা এই পূৰ্ব্বদিগে পেম্বা তাহার পরিসি অক্ষা
শী কোশ দ্বিতীয় কোয়ারা নামে কতক ওপদ্বীপ । তু
তীয় মাদাগাস্কারের পূৰ্বে মরিসিয়স ও বোৰ্বন ওপদ্বীপ
তাহার যবৌ মরিসিয়স ইংলণ্ডের অধিকারে দ্বিতীয়
ফ্রান্সের অধিকারে চতুর্থ ওজাভাথ্য ওপদ্বীপ । পঞ্চম
আফ্রিকার পশ্চিমে মান্ডেহেলেনা মে ইংলণ্ডীয়েরদের
অধিকারে দুই শত বৎসর হইল এবং সেখানে এখন
বোনাপার্ত কারাবদ্ধ আছেন । ষষ্ঠ পোতুগীশেরদের
অধীন এক ক্ষুদ্র ওপদ্বীপ মান্ডাম নামে খ্যাত । সপ্ত
ম বেদে অন্তরীপ নামে ওপদ্বীপ তাহারদের মণ্ডল
দশ । অষ্টম তাহারদের ওত্তরে কনারি তাহারদের
নামান্তর মোজাম্বিকের ওপদ্বীপ তাহার যবৌ একটা তে
নেরিফ নামে খ্যাত তাহার যবৌ এক পৰ্ব্বত সমুদ্র হ
ইতে মাত হাজার দুই শত হাত ওচ এবং সে ঘাটি
কোশ দূরহইতে চক্ষুর গোচর হয় । নবম মদিরা ওপ

দ্বীন মে পঁয়তাল্লিশ কোশ দীর্ঘ আঠার কোশ পুহু মে
 থানহইতে সেই নামে থাত অতুতুম যদিরা আই
 .মে মেথানকার লোকসংখ্যা চৌষষ্টি হাজার ।

আফ্রিকার বিবরণ সমাপ্ত হইল অর্থাৎ পৃথিবীর
 পুর্বান দ্বীপের শেষ ভাগ।

অথ চতুর্থ ভাগ ।

আমেরিকা

আমেরিকার পুথম দর্শন বিবরণ । তিন শত সাতা
ইশ বৎসর হইল আদি মতর শত বিবানব্বই মালে
আমেরিকা পুথম দেখা গেল ও লোকেরদের কাছে
প্ৰকাশিত হইল । ইহার পূর্বে ইউরোপ ও আসিয়া ও
আফ্রিকার লোকেরা জানিত না যে আমেরিকা দেশ
আছে । সেই মালে স্প্যানিয়ার রানীর আনুকূল্যে কল
ম্বস নামে জিনোআ নগরজাত এক ব্যক্তি পুথম অ
জাত অথচ অগম্য সমুদ্র পথে যাইয়া দেখানে পা
দর্শন করিল । তাহারপর কয়েক স্প্যানিয়ার ও ইউ
রোপের অন্য জাতিরা সেখানে গিয়া বসতি করি
ল । কলম্বুসের আমেরিকা দর্শনের দুই বৎসর পর
বেঙ্গামিয়স আমেরিকস নামে এক জন নাবিক কলম্বু
সের সহিত গিয়াছিল এবং ইউরোপে পুনর্বার আ
সিয়া সেই নূতন দৃষ্ট দেশের বিবরণ পুথম জানা
করিল এইহেতুক সেই ব্যক্তির নামানুসারে সে
দেশের আমেরিকা নাম হইল । যে ব্যক্তি অত্যন্ত

ওদোণের পর অতিশয় পরিশ্রম করিয়া দেশ প্রকাশ
করিল তাহার নাম তাহাতে রহিল না ।

আমেরিকার মীমা ।

সে ওত্তরে বাঁহত্তর অক্ষাংশাবস্থিতস্থানে চৌয়ার্শ অ
ক্ষাংশপর্যন্ত এবং এক শত আটষষ্টি পশ্চিম দ্রাঘিমা
বস্থি জয় পশ্চিম দ্রাঘিমাপর্যন্ত । এইহেতুক সে দীর্ঘ
মাত্ৰ হাজার পাঁচ শত ফৌশ এবং প্রস্থ তিন হাজার
নয় শত ফৌশ ।

আমেরিকার লোক ।

আমেরিকাতে তিন প্রকার লোক প্রথম আমেরিকার
প্রকৃতির দ্বিতীয় ইউরোপহইতে গিয়া সেখানে বসতি
কারিরা । তৃতীয় ইউরোপীয়কর্তৃক অপহৃত দাসগণ
প্রাপ্ত কাছিয়া । আমেরিকার প্রকৃতির দিনে
লুপ্ত হইতেছে তাহার অত্যন্ত অমভা ও স্থির বামা
নিষ্টক মৰ্দদা বনে পশুদি যারিয়া ও মৎস্যদি
ধরিয়া কালক্ষেপ করে এইহেতুক ইউরোপীয়েরা যে
অনুসারে বন কাটিয়া বসতি করে সে অনুসারে তা

হার। তাহাইহইতে দূর বনে যায় এবং আমেরিকান ইউরোপীয়দিগকে লোকেরা এখন আমেরিকীয় কহে। তদ্রূপ ইউরোপীয় লোকেরা সে তাবৎ দেশ আধিকার করিয়াছে সেই দেশ প্রায় তাহারদের কর্তৃক পরিপূর্ণ হইতেছে। এবং বৎসর অনেকে লোক ইউরোপের নানা দেশহইতে আপন স্বামী পুত্রাদি পরিজন সমেত সেখানে গিয়া বাস করিতেছে।

আমেরিকার লোকসংখ্যা।

অনুমান হয় যে পূর্বকালে সে দেশে ত্রিশ লক্ষ লোকের অধিক ছিল না। এখন সেখানকার লোক সংখ্যা তিন কোটির নূন নহে। এবং যেমত সেখানে লোকবৃদ্ধি হয় তেমন পৃথিবীর মর্য্যে কোথাও হয় না। গত বিশ বৎসরের মর্য্যে সেখানে যেমন লোকবৃদ্ধি হইয়াছে সে অনুসারে যদি বৃদ্ধি হয় তবে এক শত বৎসরের মর্য্যে সেখানে দশ কোটি লোকের নূন হইবে না। ইহাতে দেখা যায় যে বিদ্যা ও পরিশ্রমের কেমন ফল। আমেরিকার স্বাভাবিক ভাগ দুই অর্থাৎ উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা।

উত্তর আমেরিকা ।

উত্তর আমেরিকার পূর্বে আফ্রিকার মাগার পশ্চিমে প্রশান্ত মাগার তাহার দক্ষিণ সীমাতে দক্ষিণ আমেরিকার পানামা নগর তাহার উত্তরে অজ্ঞাত মাগার উত্তর পশ্চিম ভাগে বীরিঙের মোহনার দ্বারা আশিয়াহইতে পৃথক হইল। যদি গ্রীনলণ্ড আমেরিকার মধ্য বীরিঙের পশ্চিম জয় দ্বাদশমাবধি পশ্চিম এক শত আটষষ্টি দ্বাদশমাবধি এবং উত্তর মাত অক্ষাংশাবধি বাহুর অক্ষাংশাবধি। এই হেতুক মে দীর্ঘতাতে ও পুরুতাতে প্রায় সমান অর্থাৎ তিন হাজার নয় শত ফোশ। তাহার কতক ভাগ ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকারে ও কতক স্প্যানিয়ার অধীন ও কতক আমেরিকীয়েরদের অধীন।

উত্তর আমেরিকার হৃদয়ভূতি ।

উত্তর আমেরিকার হৃদয় এই মত বড় যে প্রায় সমুদ্র কহা যায় পৃথিবীর মধ্য আর কোন স্থানে এমন বড় হৃদয় নাই তাহারদের নাম এই মূপেরিয়র ও মিচিগান ও হারোন ও এরি হৃদয় ইহারা তিন শত পঞ্চাশ ফোশ দীর্ঘ এক শত ফোশ পুরু। সেই হৃদয়ের এক ভীয়ে ইংলণ্ডীয়ের

দেব অধিকার এবং তাহার সমুখ ভাৱে আমেরিকী
 য়েরদের অধিকার মে হুদে সমুদ্রের মত জাহাজ স
 ব্দদা পুস্তত হয় ও দুই বিরোধি জাহাজ যেমন সমুদ্রে
 যুদ্ধ করে সেই মত মে হুদে ও দুই জাহাজের পরস্পর
 যুদ্ধ হয়। উত্তরামেরিকার নিকটস্থিত উপদ্বীপ সকল
 মেক্সিকোর মহাখালে। মেক্সিকোর দক্ষিণে হুগুয়া
 মের মহাখাল আমেরিকার পশ্চিম ভাগে ক্যালিফ
 র্নিয়ার মহাখাল। উত্তর ভাগে মাণ্ডলারভের মহা
 খাল। তাহার উত্তরে হুদসনের খাল। মে আট
 শত আশী ফোশ দীর্ঘ।

উত্তর আমেরিকার নদী ও পর্যট।

উত্তরামেরিকার পুৰান নদী মিসিসিপি মে নদী
 য়ার শত ফোশ দীর্ঘ। দ্বিতীয় মাণ্ডলারভ নদী তৃতীয়
 বোর্বন নদী চতুর্থ পশ্চিম ভাগে ওরিগান নদী অনু
 মান হয় যে এই চারি নদীর উপত্যক স্থান পরস্পর এক
 শত ফোশের অধিক অন্তর নহে। প্রথম ওহীও নামে
 অভিযুদ্ধের এক নদী মে এগার শত ফোশ বহিয়া
 মিসিসিপির মধ্য প্রবেশ করে এতদ্ভিন্ন মিসুরী ও দে
 নাবার ও হুদসন্ ইত্যাদি অন্য নদী আছে। উত্তর

আমেরিকার পুৰ্বান পৰ্বত আপালাচিয়া শৈলী মে
 আট শত কোশ দীর্ঘ তাহার মধ্য যে অধিক ঙ্গ
 মে সমুদ্রহইতে তিন হাজার দুই শত হাতের অ
 ধিক ঙ্গ নহে এব° মেখানে আর এক পৰ্বত আছে
 তাহার নাম আলিগানি মেখানকার লোকেরা কহে
 যে মে পৰ্বত ঐ আমেরিকার পঁজরের হাত যেহেতুক
 মে পৰ্বতের আকার পঁজরের হাতের মত ।

ঔত্তর আমেরিকার সম্মিলিত মণ্ডল ।

আমরা পূর্বে কহিয়াছি যে ঔত্তরামেরিকাতে তিন
 প্রকার লোকের বসতি আছে আমেরিকীয়দের ও
 ইংল্যান্ডীয়দের ও স্প্যানিয়ার্দেরদের । আমেরিকার মধ্য
 দেশের নাম সম্মিলিত মণ্ডল মে ঔত্তরামেরিকার স
 ম্মিলিত মণ্ডলের যে লোক তাহারা পুথ্যে ইংল্যান্ডহই
 তে আসিয়া মেখানে বসতি করিল এইহেতুক তা
 হারদের ভাষা ও ব্যবস্থা ও ব্যবস্থার চলন ও রাজ্য শা
 সন ইংল্যান্ডের মত বরং তাহাইহইতেও ঔত্তম মেখানে
 যে পড়িতে না পারে প্রায় এমন লোক নাই মেখানে
 পুতোক লোক আপন ইচ্ছানুসারে বুদ্ধিসেবা করে
 এব° সভ্যের দ্বারা যৌকদয়া হয় । পুতোক

লোক আপনার পরিশ্রমের ফল নির্ভরূপে ভোগ করে। তাহার রাজ্যের কর্ম ইংলণ্ডীয়েরদের মত দুই সভার দ্বারা হয়। সেখানে রাজা নাই ও গুণা বিবিশিষ্ট বংশ নাই। কিন্তু রাজার স্থানে সভাম্ এক মনুষ্যকে অধীক্ষ নামে চারি বৎসরের কারন নিযুক্ত করে। তাহার দরমাহা মাসে চারি হাজার টাকা।

উত্তর আমেরিকার লোকসংখ্যা।

আমেরিকার ইদানীন্তন লোকসংখ্যা আশী লক্ষ কিন্তু পচিশ বৎসরের মধ্যে এবৎ কাহারে অনুমানে বিশ বৎসরের মধ্যে তাহার লোকসংখ্যা দ্বিগুন হয় এইরূপ তাহার পঞ্চাশ ঘাটি বৎসরে পৃথিবীর মধ্যে সকলইহতে বড় জাতি হইবে। অযুদ্ধ সময়ে তাহার দের মৈন্য কিছুমাত্র থাকে না। কিন্তু যুদ্ধোপস্থিতি সময়ে প্রত্যেক জন আপন দেশ রক্ষার্থে আপনি যুদ্ধা র্থে ওদ্রুত হয় তাহারদের যুদ্ধোপযোগি জাহাজ ই ক্রমে বাড়ান যায় যেহেতু তাহারদের দেশে জাহাজ করিবার সজ্জা আছে এবৎ তাহারদের নাবিকেরা মাইনে ইংলণ্ডীয় নাবিকেরদের সমান। অ

ধিক কি লিখিব সকল বিষয়ে তাহারা ইংলণ্ডীয়দের
অবিশেষ । তাহারা এক ভাষাবাদী ও এক বুদ্ধিসেম্বী ।

উত্তর আমেরিকার বিদ্যালয় ও পাঠশালা ।

আমেরিকার বিদ্যালয় অন্য দেশীয় বিদ্যালয়ই
তে সন্ধ্যাতে অধিক । এবং তাহাদের পাঠশালা
এত যে সে দেশে পুণ্য মূৰ্য্য নাই এবং ইউর লোক
ও দরিদ্র লোকেরদের বিদ্যার নিমিত্ত আতান্তিকী
ঋণী সকলে করে এবং বিনা মূল্যে পাঠশালা
স্থাপিত আছে ।

উত্তর আমেরিকার সম্মিলিত মণ্ডলের সন্ধ্যা ও

ভাগ ।

যখন আমেরিকা দেশীয়েরা ইংলণ্ডীয়দেরই
তে ভিন্ন হইল তখন সম্মিলিত তের মণ্ডল ছিল
কিন্তু তাহারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া এখন উনিশ ম
ণ্ডল হইয়াছে । তাহারা তিন পুষ্কান ভাগে বি
ভক্ত সে এইঃ প্রথম উত্তর মণ্ডল তাহার মধ্যে এইঃ
বের্মন্ড ও নব হাম্পশায়ার ও মাসাচুসেৎস ও কনে
টিক্‌স ও মেন ও রোদ ওপদ্বীপ এই ছয়েতে নব ইংল
ও নামে খ্যাত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ মধ্যম মণ্ডল

তাহার মধ্য এই নব য়র্ক ও নব জর্জি ও পেন্সিলভা
নিয়া ও দেলাবার ও ওহীও । দক্ষিণে এই মারিলণ্ড
ও বর্জিনিয়া ও কেন্টাকি ও ওত্তর কারোলিনা ও দক্ষিণ
কারোলিনা ও জর্জিয়া ও ভেনেসি এডভিস লুইসিয়ানা
ও ইন্দিয়ানা ও ইলিনোয়া ও মিসিসিপি ও মিসুরি
দেশ সম্মিলিত মণ্ডলের অধিকাংশ আছে ।

ওত্তর আমেরিকার পুৰান নগর ।

তাহার পুৰান নগর এই বাসিন্দার মে সকল মণ্ড
লের রাজধানী দ্বিতীয়তঃ ফ্রিলাদেল্ফিয়া তাহার মধ্য
অনুমান এক লক্ষ লোক আছে । তৃতীয়তঃ নব য়র্ক
তাহাতে অনুমান এক লক্ষ বিশ হাজার লোক আছে
মেই সকল মণ্ডলের পুৰান ঘোণনগর । চতুর্থ বস্তু
তাহাতে অনুমান চল্লিশ হাজার লোক । এডভিস
বালুমোর ও চার্ল্ টৌন পুত্তি অনেক নগর আছে
আমেরিকার বানিজ্য প্রায় পৃথিবীর সকল ভাগে চলে ।

ওত্তরা আমেরিকার নদী ও পর্বত ।

ওত্তরা আমেরিকার নদীর বিষয় কতক কহা গিয়াছে
মেই নদী ভিন্ন এইও আছে ইলিনোয়া ও কেন্টাকি
ও পোটাமாக ও দেলাবার পুত্তি । তাহার পর্বত

বিষয়ও কথা গিয়াছে সেৱে ভিন্ন আরও আছে ওত্তর ভাগে শ্বেত ও সবুজ পৰ্বত ও আলিগাণি পৰ্বত আছে।

ওত্তর আমেরিকাতে স্প্যানিয়ার্দেরদের অধিকার।

স্প্যানিয়ার্দেরদের অধীন এই দেশ আছে প্ৰথমতঃ পূর্ব ও পশ্চিম ফ্লোরিডা। দ্বিতীয়তঃ মেক্সিকো তাহার নামান্তর নব স্প্যানিয়া তৃতীয়তঃ নব মেক্সিকো এই সকল দেশ তিন শত বৎসর হইল স্প্যানিয়ার্দেরা আপনারদের অধিকারে আনিল ও তদবধি তাহারদের অধিকারেই আছে। সে দেশ স্বর্ণ ও রপ্যের আকরপুয়ুক্ত অতিবিখ্যাত কিন্তু স্প্যানিয়ার্দেরদের দোরা অপ্রযুক্ত দুৰ্বল হইয়াছে। সেখানে ইতর লোকের বিদ্যাভ্যাস পায় নাই এবং সেখানকার পুরোহিত ও কাল্পনিক উপস্থিরা লোকসংখ্যার পঞ্চমাংশ হইয়া দেশকে অজ্ঞানেতে ও দুঃখেতে পরিপূর্ণ করিয়াছে। দুই বৎসরের মধ্যে তৎস্থলীয় লোকেরা স্প্যানিয়ার্দেরদের অধিকারে অসম্মত। সেখানকার সমুদ্র সরীয় আকরের ওৎপন্ন রাজকর আট কোটি টাকা তাহার পঞ্চমাংশ রাজা পায়।

ম্যানিয়াধীন আমেরিকার নদী ও পর্বত ও নগর
পুষ্টি।

ম্যানিয়াধীন দেশের রাজধানী মেক্সিকো মেখানে
অনুমান দেড় লক্ষ লোক। তাহার অন্য
নগর এই মাঙ্কাগো ও কার্তাজেনা ও আকাপুলো মে
খানকার নদী বড় নহে তাহার মরী পুধান রীও
বুঝে মে নদী এক হাজার কোশ ব্যাপিয়া বহে এই
মফল দেশ পর্বতময় কিন্তু কোন পর্বত অত্যুচ্চ নহে।

উত্তর আমেরিকাতে ইংলীশদের অধিকার।

উত্তর আমেরিকাতে ইংলীশদের অধীন দেশ
এই প্রথম কানাডা দ্বিতীয় নব যুক্তিক তৃতীয় নব স্কো
মিয়া চতুর্থ বিতন অস্তরীপ পঞ্চম নুতন লবু দেশ
নায়ে ওবদীপ ষষ্ঠ বসুদা ওবদীপ সপ্তম কানাডার রাজ
ধানী কেবেক নব স্কোমিয়ার রাজধানী হালিফাক্স
অনুমান তাহাতে কুড়ি হাজার লোক কিন্তু এই মফল
অধিকারে অর্ধ লক্ষ লোকের অধিক নাই।

গ্রীনলণ্ড।

গ্রীনলণ্ড দেন্মার্কের অধীন। মে এখন আমেরিক
কার মহিড় সম্মিলিত করা যায়। মে উত্তর পূর্ব

ভাগে আমেরিকার সহিত মঙ্গল আছে সে দেশ
পর্বত ও বরফ ও হিমযয় কিন্তু সেখানকার লোকেরা
অনেক শ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে । লাবাদোরের লোক
হৃদমনের মহাখাল তীরস্থ ভূমিধামি তাহার বন্য
সে দুই দেশ ইংল্যান্ডের অধীন কিন্তু তাহারদের বি
ষয়ে নিখিতব্য কিছু নাই ।

আমেরিকার নিকটস্থ ওপদ্বীপ ।

আমেরিকার নিকটস্থ ওপদ্বীপ এই প্রথম কুবা স্ত্রা
নিয়াদেঁরদের অধীন সে ছয় শত বিশ ফোশ দীর্ঘ বা
ষষ্টি ফোশ প্রস্থ । দ্বিতীয় মাদোমিন্দো সে এখন
স্বরাভাধীন সে তিন শত পঞ্চাশ ফোশ দীর্ঘ অষ্টাশী
ফোশ প্রস্থ । তৃতীয় জামাইকা সে ইংল্যান্ডের অধি
কারে সে দীর্ঘ এক শত কুড়ি ফোশ প্রস্থ পঞ্চাশ ফোশ ।
চতুর্থ পোঁতুরীকো সে স্প্যানিয়াদেঁরদের অধিকারে
সে দীর্ঘ এক শত দশ ফোশ প্রস্থ পঁয়ত্রিশ ফোশ । পঞ্চম
কারিবি ওপদ্বীপ তাহার যবো পুরান যে সে আটচা
ফোশ দীর্ঘ বার ফোশ প্রস্থ । ষষ্ঠ বাহামা ওপদ্বীপ
ইহার এক ওপদ্বীপের ওপরে আমেরিকার প্রথম দর্শ
নের কারণ কলম্বাস গুঠিয়াছিল । এই ওপদ্বীপে তা

মাকু ও মদিরা ও চিনি ইত্যাদি দ্রব্যোতে ইংলণ্ডীয়ের
দেহ অতিশয় বানিত্য হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা।

দক্ষিণ আমেরিকা গুত্তর বার অক্ষাংশাবধি দক্ষিণ
চৌয়ান অক্ষাংশাবধি এবং পশ্চিম চৌত্রিশ দ্রাঘিমা
বধি চৌয়ান দ্রাঘিমাংশাবধি মে দীর্ঘ তিন হাজার পাঁচ
শত কোশ এবং পূর্ব দুই হাজার চারি শত পঞ্চাশ
কোশ। এই বড় দেশ ইলানিয়া ও পোতুগীশেরদের
অধিকারে। এবং সেখানকার স্থাপিত মত রোমান
কাতোলিক। তাহাতে পৃথিবীর মধ্যে সকলইহঁতে
বড় নদী আছে এবং অত্যন্ত পর্বত প্ৰথমতঃ
আমাজোন নদী সেই দুই হাজার আট শত কোশ
বহিরা আলালিক সাগরে মিলে। দ্বিতীয়তঃ রীও
দেলা প্লাতা অর্থাৎ ক্যাবিশিষ্ট নদী তাহার মধ্যে
এই নদী পূবেশ করে পারাগো ও পারানা ও ওরুকাই
ও অন্য নদী মে আমাজোন নদীহঁতে দীর্ঘ কিছু
নুন। তৃতীয়তঃ ওরোনুকা মে আলালিক সাগরে
পূবেশ করে এই দেশে আন্দেস পর্বত অতিদীর্ঘ শ্রেণী
তাহার মধ্যে যে অত্যন্ত শৃঙ্গ মে তের হাজার পাঁচ

শত ব্রিগ হাত সমুদ্রহইতে ওঃ এবং তাহার মৰ্য্যো
অন্য এক পৰ্ব্বত বার হাজার হাত ওঃ মে অগ্নিময় ।

দক্ষিণ আমেরিকার লোকসংখ্যা ।

এই মহাদেশে স্প্যানিয়ার্দেরদের দেশের লোকসংখ্যা
এক কোটি ব্রিগ হাজার জন মেথানকার স্বর্ণ কন্যের
আকরহইতে তিন কোটি টাকার রাজস্ব সম্বৎসরে
ওৎপন্ন হয় । মেথানকার ইতর লোকেরদের বিদ্যা
প্রায় নাই । দক্ষিণ আমেরিকার রাজধানী নগর
লীমা তাহার মৰ্য্যো অনুমান পঞ্চাশ হাজার লোক
আছে । অন্য এক নগর বোনেম আগুয়েমে মেথানে
ব্রিগ হাজার লোক আছে ক্বার্তাজেনার মৰ্য্যো অনু
মান পঁচিশ হাজার লোক আছে । পোতোমির স্ব
র্নের আকর এখন দুই শত বৎসর ধনন করিয়া
তাহাতে রূপা ওঠান ঘাইতেছে । এবং অনুমান হয়
যে মে আকরের শেষ নাই ।

দক্ষিণ আমেরিকায় পোতুগীশেরদের অধিকৃত দেশ ।

পোতুগীশেরদের অধিকারের নাম ব্রাজিল মে ও
তর তিন অক্ষাংশবধি দক্ষিণ তেত্রিশ অক্ষাংশ
পর্য্যন্ত । মে আটাত্ত শত কোশ দীর্ঘ এবং আটাত্ত

শত কোশ পুষ্ক। তাহার পুষ্কান নগর রীও জানেরো
এই দেশে হীরার আকর আছে কিন্তু সে ভারত ব
র্মের হীরার তুল্য নহে। সেখানকার লোকসংখ্যা
সত্তর লক্ষ।

ফ্রান্স ও ইলিওয়েদের অধিকার।

দক্ষিণ আমেরিকাতে কায়েন নামে এক দেশ ফ্রান্সি
সেরদের অধীন সেখানে দুই হাজার গোরা আছে।
দেও শত বৎসর হইল সুরিনাম নামে এক ক্ষুদ্র
দেশ ইলিওয়েদের অধিকারে আছে তাহার মধ্যে
অনুমান দুই হাজার গোরা আছে সেখানে কোন
আকর নাই।

এই ভিন্ন দক্ষিণ আমেরিকাতে ক্ষুদ্র বন্য জাতি
আছে তাহারদের বিষয়ে প্রায় কিছু জানা যায় নাই
দক্ষিণ আমেরিকার নিকটস্থ ওশদীপ অতিশয় ক্ষুদ্র।

এখন পৃথিবীর দর্শন সম্বন্ধে করিলাম পৃথিবীর মধ্যে
কোন এক দেশ সমস্ত নাই যে তাহার বিবরণ এ পুস্ত
কে পাওয়া না যায়। এই সকল হইতে আমরা এই
জাত হই যে যেখানে বিদ্যা ব্যাপ্ত আছে এবং যুদ্ধের

মত্যা আরবিনা চলে মেথানে লোকেরা ওঠাভিলা
 ঘীও জ্ঞানী ও প্রবল ও সুখী কিন্তু যেখানে বিদ্যার
 অভ্যাস নাই মেথানকার লোকেরা দীন ও হীন ও
 অসুখী ও দুর্বল ।